# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1669, Saturday, February 21, 2026 FREE www.parichoy.com

জাতির উদ্দেশে দেয়া ১ম ভাষণে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

## আরো আছে...


- পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর সব দেশের ওপর নতুন ১৫ শতাংশ শুল্কারোপ করলেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের শুল্ক বাতিল হওয়ায় ঢাকা-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি আইনি ভিত্তি হারাতে পারে - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের শুল্ক বাতিলের রায়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনিশ্চয়তা কমবে -৫ম পাতায়
- ইউনূস সরকারের ১৪ মাসে ঋণ বেড়েছে ২.৬০ লাখ কোটি টাকা -৫ম পাতায়
- ১ মার্চের মধ্যে চুক্তি অথবা 'খারাপ কিছু ঘটবে', ইরানকে ট্রাম্পের সতর্কবার্তা - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে 'যেকোনো উপায়ে' বিরত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র - ৬ষ্ঠ পাতায়
- সুপ্রীম কোর্ট বেআইনি বলায় কি শুল্কের টাকা ফেরত দিতে হবে? ১৫% নতুন শুল্ক আরোপ করে ঘুরপথে আয়ের ভাবনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের! - ৭ম পাতায়
- ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামিয়েছি ২০০ শতাংশ শুল্কের হুমকি দিয়ে জানালেন ট্রাম্প -৭ম পাতায়
- ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাতিলের পেছনে কে এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত? -৭ম পাতায়
- খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা নিয়ে বিএনপিতেও বিস্ময় - বিবিসি নিউজ বাংলার রিপোর্ট - ৮ম পাতায়
- বিগত চার সংসদের চেয়ে এবারে এমপিদের ঋণ সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা জানালো টিআইবি - ৮ম পাতায়


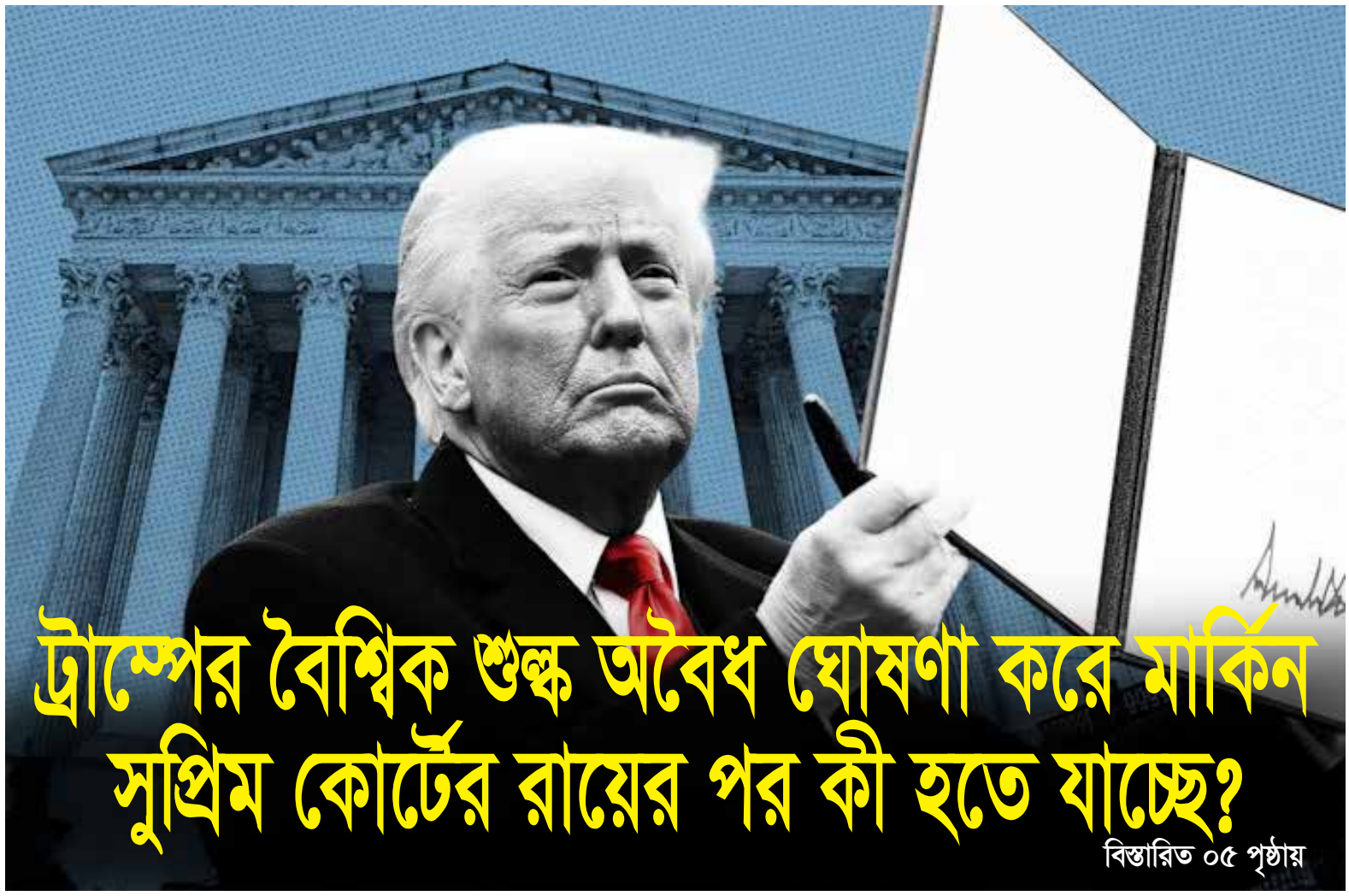

# ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কী হতে যাচ্ছে?

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

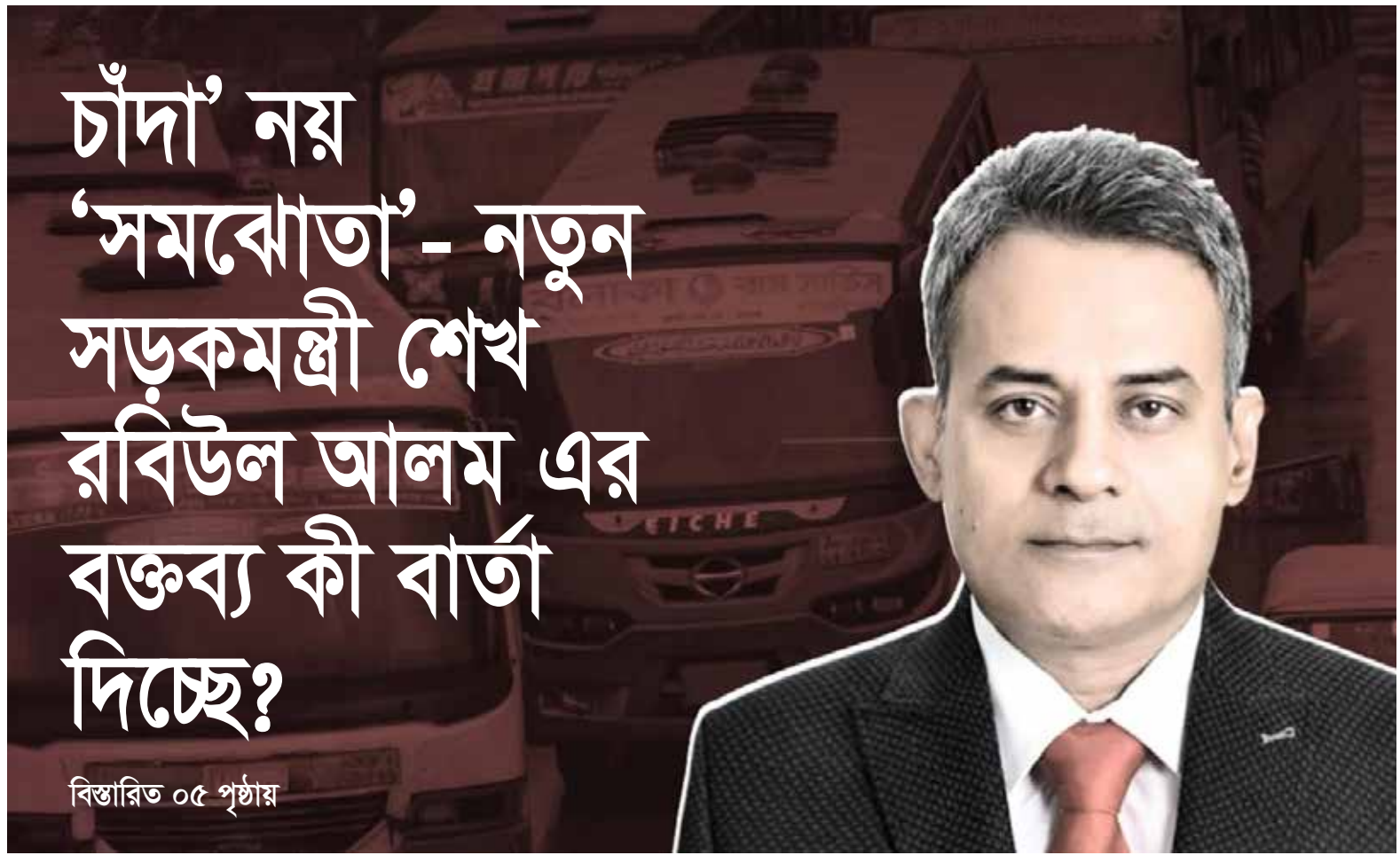

# চাঁদা' নয় 'সমঝোতা'- নতুন সড়কমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম এর বক্তব্য কী বার্তা দিচ্ছে?

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান রেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

**ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন**

**parichoyny@gmail.com**

# কে কি বললেন

● "আমরা এমন মিত্র চাই যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে। তাহলে কোনো শত্রু আমাদের সম্মিলিত শক্তি পরীক্ষা করার সাহস করবে না।"- মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

● পুতিন মডেলের ক্ষমতা চান ট্রাম্প, পশ্চিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি - যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হিলারি ক্লিন্টন

● 'আজ আমি যদি আর কিছুই বলতে না পারি, তবে এটুকু বলব-ডোনাল্ড ট্রাম্প সাময়িক। তিনি তিন বছর পরেই বিদায় নেবেন।'- মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসাম

● যুক্তরাষ্ট্র শুধু ইউক্রেনকেই ছাড় দিতে বলে, রাশিয়াকে নয়: -ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্ক

● সব সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর সরকার - জাতির উদ্দেশে ভাষণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● বাংলাদেশে মব কালচারের দিন শেষ, কোনোভাবেই আর উৎসাহিত করা হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

● বাংলাদেশের পররাষ্ট্র কর্মকাণ্ডে জাতীয় স্বার্থ পাই পাই করে বুঝে নেব - পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান

● বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে সেখানে হিংসা ছড়াতে পারে, কিন্তু নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। -ভারতের নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের উদাহরণ টেনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

# ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কী হতে যাচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করতে ট্রাম্প গত বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট' (আইইইপিএ)-এ নিহিত জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক রায় দেন, এই আইন প্রেসিডেন্টকে শুল্ক আরোপের অনুমতি দেয় না।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত বৈশ্বিক শুল্কনীতিকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করে শুল্ক আরোপের কোনো অধিকার প্রেসিডেন্টের নেই- শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) এই রায় দিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আঘাত হানল দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। এই রায় ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে আঘাত হেনেছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য নির্বাহী আদেশ এবং খুব কমই ব্যবহৃত হওয়া আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ট্রাম্প তার ক্ষমতার সীমা বারবার পরীক্ষা করে চলেছিলেন। আদালতের এই পদক্ষেপ তার সেই ক্ষমতায় লাগাম টানার এক বিরল প্রচেষ্টা হিসেবে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

## পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর সব দেশের ওপর নতুন ১৫ শতাংশ শুল্কারোপ করলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইতিমধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলা দেশগুলো এখন নিজেদের চুক্তিতে নির্ধারিত শুল্ক হারের বদলে বৈশ্বিক ১৫ শতাংশ শুল্ক দেবে। ১৫ শতাংশ শুল্ক হারের আওতাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রয়েছে। তবে তালিকাটি এখানেই শেষ নয়।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন, তিনি পাল্টা শুল্কের বদলে নতুন করে বিশ্বব্যাপী ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট তার আরোপ করা বেশিরভাগ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

## ইউনূস সরকারের ১৪ মাসে ঋণ বেড়েছে ২.৬০ লাখ কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক: ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকারের মেয়াদে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সাত বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করা হলেও ঋণের লাগাম ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৪ মাসে দেশের ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত সর্বশেষ ডেবট বা ঋণ বুলেটিন *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের শুল্ক বাতিল হওয়ায় ঢাকা-ওয়াশিংটন বাণিজ্য চুক্তি আইনি ভিত্তি হারাতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা বেশিরভাগ পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করার রায় দিয়েছে। এ রায়ের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সময় নেওয়া উচিত বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতের এই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় গতকাল (২০ ফেব্রুয়ারি) রাতে বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ও কর্মকর্তারা এই পরামর্শ দেন। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান টিবিএসকে জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এই শুল্কগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিও আইনি ভিত্তি হারাবে।

তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন ট্যারিফ অবৈধ ঘোষণা করলে বাংলাদেশ যে বাণিজ্য চুক্তি করেছে, সেটাও অবৈধ হয়ে যাবে। ফলে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তা আর আমাদের মেনে চলার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।' ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট-এর (আইইইপিএ) আওতায়। তবে মার্কিন আদালত রায় দিয়েছে, এই আইন পরিধি, মাত্রা ও মেয়াদের দিক থেকে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## দুর্নীতি, অতিমূল্যায়িত মেগাপ্রকল্প বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় ঋণঝুঁকি বাড়াচ্ছে জানা গেল গবেষণায়

পরিচয় ডেস্ক: মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সোয়াস- এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ মুশতাক খান বলেন, অবকাঠামো চুক্তির দরে সামান্য পার্থক্যও দীর্ঘমেয়াদে শত শত মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত ব্যয়ে রূপ নিতে পারে।

অবকাঠামো খাতের শাসনব্যবস্থা নিয়ে নতুন এক গবেষণা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের শুল্ক বাতিলের রায়ে বাংলাদেশের পোশাক খাতে অনিশ্চয়তা কমবে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঢালাও শুল্ক আরোপের ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের মধ্যে নীতিগত অনিশ্চয়তা কিছুটা কমবে বলে আশা করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের ওপর ১৯ শতাংশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ (পারস্পরিক শুল্ক) আরোপ করা হয়েছে। তাই আইইইপিএ-ভিত্তিক (ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট) সেই শুল্ক বাতিল হওয়ায় জরুরি ক্ষমতার আওতায় হুট করে ঢালাওভাবে শুল্ক বাড়ানোর ঝুঁকি *বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

# ১ মার্চের মধ্যে চুক্তি অথবা ‘খারাপ কিছু ঘটবে’, ইরানকে ট্রাম্পের সতর্কবার্তা

পরিচয় ডেস্ক: সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সময়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মার্কিন ও ইরানি আলোচকদের মধ্যে বৈঠকে অগ্রগতির খবরও পাওয়া গেছে।

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কোনো চুক্তিতে পৌঁছাবে, নাকি সামরিক পদক্ষেপ নেবে-তা বিশ্ববাসী সম্ভবত আগামী ১০ দিনের মধ্যেই (১ মার্চ) জানতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ওয়াশিংটন ডিসিতে বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারী তার বোর্ড অফ পিস-এর উদ্বোধনী সভায় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, আমাদের একটি অর্থবহ চুক্তি করতে হবে, অন্যথায় খারাপ কিছু ঘটবে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। একই সময়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় মার্কিন ও ইরানি আলোচকদের মধ্যে বৈঠকে অগ্রগতির খবরও পাওয়া গেছে। তবে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া ইরানে সম্ভাব্য যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন ডেমোক্রেটিক আইনপ্রণেতা এবং কিছু রিপাবলিকান সদস্য।

ট্রাম্প তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং তার জামাতা জ্যারেড কুশনার ইরানের সঙ্গে খুব ভালো কিছু বৈঠক করেছেন। তিনি বলেন, বছরের পর বছর ধরে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে ইরানের সঙ্গে অর্থবহ চুক্তি করা সহজ নয়। অন্যথায় খারাপ কিছু ঘটে।

এর আগের দিন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করা ইরানের জন্য খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি আরও জানান, ট্রাম্প এখনো তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কূটনৈতিক সমাধানের আশা করছেন।

ট্রাম্প যখন প্রথম বোর্ড অফ পিস ঘোষণা করেছিলেন, তখন ধারণা করা হয়েছিল এর লক্ষ্য গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের দুই বছরের যুদ্ধ বন্ধ করা এবং পুনর্গঠন তদারকি করা। তবে গত এক মাসে পর্ষদটির লক্ষ্য কেবল একটি সংঘাতে সীমাবদ্ধ নয় বলেই মনে হচ্ছে। প্রায় দুই ডজন দেশ নিয়ে গঠিত ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন এই পর্ষদ জাতিসংঘকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে গঠিত কি না-তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

গত বছরের জুনে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র ও *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে ‘যেকোনো উপায়ে’ বিরত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট বুধবার সতর্ক করে বলেছেন, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ‘যেকোনো উপায়ে’ বিরত রাখবে।

প্যারিসে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থার বৈঠকের ফাঁকে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে তারা কী করবে সে বিষয়ে তারা খুবই স্পষ্ট ছিল। এটি সম্পূর্ণভাবে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## পুতিন মডেলের ক্ষমতা চান ট্রাম্প, পশ্চিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তিনি বললেন হিলারি

পরিচয় ডেস্ক: জার্মানির মিউনিখ শহরে গত শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়া মিউনিখ সিকিউরিটি সিকিউরিটি কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন এক প্যানেল আলোচনায় অতিথির ওপর তীব্র ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর সমালোচনার সময় চেক রাজনীতিক পিতর ম্যাসিনকা তাঁকে ব্যঙ্গ করেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম হাফিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি পশ্চিমের ‘মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প ন্যাটো জোট *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## চীনে ইরানি তেল বিক্রি বন্ধে একমত ট্রাম্প-নেতানিয়াহু, আপাতত হামলা হচ্ছে না

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত বুধবার হোয়াইট হাউসে এক বৈঠকে একমত হয়েছেন যে, ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানো হবে। বিশেষ করে চীনের কাছে ইরানের তেল বিক্রি নিয়ে চাপ বাড়ানো হবে। আর তাই আপাতত ইরানে হামলার কোনো আশঙ্কা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত দুই মার্কিন কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

ইরানের তেল রপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি যায় চীনে। যদি চীন ইরান থেকে তেল কেনা কমায়, তাহলে ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। এতে ইরানের কৌশল বদলাতে পারে। তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আরও ছাড় দিতে বাধ্য হতে পারে।

মার্কিন কর্মকর্তারা বলেছেন, ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক আলোচনা চলার পাশাপাশি ‘সর্বোচ্চ চাপ’ কর্মসূচি চলবে। একই সঙ্গে কূটনীতি ব্যর্থ হলে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক উপস্থিতিও জোরদার করা হচ্ছে। এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা একমত হয়েছি যে, ইরানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ চাপ প্রয়োগ করব। যেমন, চীনের কাছে ইরানি তেল বিক্রির বিষয়টি নিয়ে।’

এর আগে, গত ১০ দিন আগে ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে সই করেন। এর মাধ্যমে ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই নির্বাহী আদেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্টকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা যে কোনো দেশের ওপর সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা যায়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## ইতিহাসের সর্বোচ্চ করদাতা হওয়ার পথে মাস্ক, জীবদ্দশায় দেবেন ৫০০ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, জীবদ্দশায় তিনি ৫০০ বিলিয়ন (৫০ হাজার কোটি) ডলারেরও বেশি কর প্রদান করবেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে তিনি এমন দাবি করেন।

চলতি মাসের শুরুর দিকে মাস্কের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেস-এক্স ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এক্স-এআই একীভূত হয়। এর ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার। এরপর এক দিনেই ইলন মাস্কের নিট সম্পদ ৮৪ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া নতুন কোম্পানিতে মাস্কের ৪৩ শতাংশ মালিকানা রয়েছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৫৪২ বিলিয়ন ডলার।

নিজেকে ‘ইতিহাসের সর্বোচ্চ করদাতা’ হিসেবে রসিকতা করে মাস্ক জানান, তিনি ইতিমধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি কর পরিশোধ করেছেন। এক্সে শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, এক প্রশ্নের জবাবে তিনি কৌতুক করে বলছেন, ‘এককভাবে আমি ইতিহাসের সর্বোচ্চ করদাতা। আমি ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি ট্যাক্স দিয়েছি। আমি ভেবেছিলাম এর জন্য আইআরএস (যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ) হয়তো আমাকে ছোটখাটো একটা ট্রফি বা ওই জাতীয় কিছু পাঠাবে।’

মাস্ক আরও বলেন, ‘বাচ্চারা কারাতে প্রতিযোগিতায় জিতলে যেমন সস্তা ট্রফি পায়, তেমন একটা হলেও হতো। কিন্তু আমি কিছুই পাইনি।’ ওই ভিডিওর নিচেই মন্তব্যের ঘরে তিনি লেখেন, ‘মৃত্যু পর্যন্ত সম্ভবত আমার মোট কর প্রদানের পরিমাণ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।’

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন থেকে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## সুপ্রীম কোর্ট বেআইনি বলায় কি শুল্কের টাকা ফেরত দিতে হবে?

# ১৫% নতুন শুল্ক আরোপ করে ঘুরপথে আয়ের ভাবনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের!

জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য ব্যবহৃত আইন ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশের উপর আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। আদালত তাকে বেআইনি বলেছে। এই শুল্কই ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ। বিভিন্ন দেশের পণ্যের উপর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। ট্রাম্প অবশ্য তাতে দমেননি। কড়া ভাষায় আদালতের সমালোচনা করেছেন এবং পাল্টা আরও ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। আদালতের নির্দেশের পর কি এত দিনের শুল্ক বাবদ আয়ের টাকা ফেরত দিয়ে দিতে হবে ট্রাম্প প্রশাসনকে?

মার্কিন আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, কাজটা এত সহজ হবে না। জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য ব্যবহৃত আইন প্রয়োগ করে বিভিন্ন দেশের উপর আমদানি শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। আদালত তাকে বেআইনি বলেছে। এই শুল্কই ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ। ফলে

টাকা ফেরত পাওয়ার রাস্তা দীর্ঘ হতে পারে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আমদানি শুল্ক বাবদ ট্রাম্পের আয় হয়েছে ১৩.৩৫ হাজার কোটি ডলার। শুল্ককে বেআইনি বললেও টাকা ফেরতের বিষয়টি স্পষ্ট করেনি আমেরিকার আদালত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে নিম্ন আদালতগুলি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আদালতের উপরেও বিষয়টি ছাড়া হতে পারে। তবে নিজে থেকে যে টাকা ফেরত চলে আসবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, যাঁরা ট্রাম্প প্রশাসনকে শুল্কবাবদ দেওয়া টাকা ফেরত চান, তাঁদের মামলা করতে হবে আমেরিকার আদালতে।

ইতিমধ্যে সেই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর হাজারের বেশি সংস্থা টাকা ফেরতের জন্য আইনি লড়াই শুরু করেছে। এ বিষয়ে মার্কিন সাংবাদিকদের ট্রাম্প *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামিয়েছি ২০০ শতাংশ শুল্কের হুমকি দিয়ে জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটনে বোর্ড অব পিসের উদ্বোধনী ভাষণে আবারও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার গত বছরের সংঘাত নিয়ে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, দুই দেশের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েই একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ রুখে দিয়েছিলেন এবং প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বোর্ড অব পিসের উদ্বোধনী সভায় ট্রাম্প তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমি দুই দেশকেই বলেছিলাম, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে যাচ্ছি। এর ফলে তারা কার্যত কোনো ব্যবসাই করতে পারত না। যখন তারা দেখল যে-প্রচুর টাকা লোকসান হতে যাচ্ছে, তখন তারা বলল-আমরা আর লড়াই করতে চাই না। এভাবেই আমরা বিষয়টি সমাধান করেছি।'

এর আগে ১১ ফেব্রুয়ারি ফক্স বিজনেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প একই ধরনের দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি মোট আটটি যুদ্ধ মিটিয়েছেন, যার মধ্যে ছয়টিই মিটেছে শুল্কের ভয়ে। ভারত ও পাকিস্তান ইস্যুতে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাতিলের পেছনে কে এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত?

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অযৌক্তিক শুল্ক আরোপ নীতি বাতিল করার বিষয়ে রায় দিয়েছে। আদালতের এ রায়কে মার্কিন প্রেসিডন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতার সীমারেখা নিয়ে বড় বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এই আইনি লড়াইয়ের কেন্দ্রে ছিলেন ভারতীয় অভিবাসী পরিবারের সন্তান এবং সাবেক অ্যাক্টিং সলিসিটর জেনারেল আইনজীবী নীল কাতিয়াল। বিচার বিভাগের রায় অনুযায়ী, জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট এককভাবে ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপ করতে পারেন না এবং এ ধরনের কর আরোপের ক্ষমতা একমাত্র কংগ্রেসের। ট্রাম্প প্রশাসন ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

## গ্রিনল্যান্ডের অসুস্থরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না! অভিযোগ তুলে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপে ভাসমান হাসপাতাল পাঠাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ট্রাম্প গত এক বছরে একাধিক বার গ্রিনল্যান্ড দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ট্রাম্পের দাবি, ওই দ্বীপে রাশিয়া এবং চিনের প্রভাব কমাতেই আমেরিকার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

গ্রিনল্যান্ডে ভাসমান হাসপাতাল পাঠাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, বিশ্বের বৃহত্তম ওই দ্বীপে বহু মানুষ অসুস্থ হলেও চিকিৎসা পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে সেখানকার অসুস্থ মানুষদের জন্য তিনি ভাসমান হাসপাতাল (হসপিটাল বোট) পাঠাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি এই কাজে সহায়তার জন্য আমেরিকার লুইসিয়ানা প্রদেশের গভর্নর জেফ লন্ড্রিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। ওই পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, "আমরা অসুস্থদের যত্ন নিতে গ্রিনল্যান্ডে একটি দারুণ 'হসপিটাল বোট' পাঠাচ্ছি। অসুস্থদের ওখানে যত্ন নেওয়া হচ্ছে না।" ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে মার্কিন নৌসেনার বিখ্যাত ভাসমান হাসপাতাল ইউএসএনএস মার্সি-র ছবিও পোস্ট করেছেন। প্রসঙ্গত, ডেনমার্কের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ৫৬ হাজার জনসংখ্যার 'বিশ্বের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## এলিয়েন ও ইউএফও সংক্রান্ত নথি প্রকাশে পেন্টাগনকে নির্দেশ দেবেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, ভিনগ্রহে প্রাণের (এলিয়েন) সন্ধান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছে যেসব নথি আছে, সেগুলো প্রকাশের জন্য তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য সংস্থাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্টদের বলবেন যেন তারা 'ভিনগ্রহ ও বহির্জাগতিক প্রাণ, অজ্ঞাত মহাজাগতিক *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# জিয়াউর রহমানের ফরেন পলিসিতে ফেরত যাচ্ছি -বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, 'বাংলাদেশের পররাষ্ট্র কর্মকাণ্ডে জাতীয় স্বার্থ পাই পাই করে বুঝে নেব। এটা আমাদের রেডলাইন। এক হিসেবে আমরা মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ফরেন পলিসিতে ফেরত যাচ্ছি।' সাংবাদিকদের গতকাল তিনি এ কথা বলেন। এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মার সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ও প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।

খলিলুর রহমান বলেন, 'আমি যখন ফরেন অ্যাফেয়ার্সে জয়েন করি, তার (জিয়াউর রহমান) তিনটা অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপের কথা আমার মনে পড়ে। ১৯৭৪ সালে আমরা জাতিসংঘের সদস্যপদ পাই। তার চার বছরের মধ্যে তিনি আমাদের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং জাপানের মতো একটা শক্তিকে পরাজিত করে আমরা সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম।' দ্বিতীয়টি সার্ক ছিল উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সবচেয়ে আনকানেক্টেড একটা অঞ্চলে তিনি এ কানেক্টিভিটির কথা বলেছেন এবং সার্ককে প্রতিষ্ঠায় যে বড় বড় কাজ, সেগুলো তিনি করে গেছেন। আর তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ও বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আলকুদস কমিটিতে তার ভূমিকা। মানে আমাদের ফরেন পলিসি শুধু ইতিবাচকই না, অনেক বিস্তৃত ছিল। আমরা সেই জায়গায় ফেরত যেতে চাই। আমি মনে করি, বাংলাদেশ নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী ভূমিকা রাখতে পারে না, আমরা সেটা করতে চাই। আপনারা দেখবেন, আমাদের ফরেন পলিসিতে ওই বিষয়গুলো প্রাধান্য পাবে।'

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেন, 'আমরা সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে চাই, আমাদের স্বার্থ বজায় রেখে। আমাদের থাকবে পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, নন ইন্টারফেরেন্স, কারো অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, জাতীয় মর্যাদা, জাতীয় সম্মান-মর্যাদা এবং পারস্পরিক সুবিধা, একতরফা কিছু না।'

অন্য এক প্রশ্নে তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গা বিষয়ে আমাদের যে নজরটা ছিল, সেটা কোনোভাবে কমবে না, বরং বাড়বে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও আমরা মিয়ানমার সরকার ও আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সর্বপ্রথম আমরাই আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। সেই যোগাযোগগুলো অব্যাহত থাকবে, এ সমস্যার একটা সমাধানের চেষ্টা করব এবং আমি এ বিষয়ে আশাবাদী।'

## বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের' ভিত্তিতে বললেন প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। তিনি বলেন, ওবাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে। কোনো বিশেষ দেশের প্রতি অতি-নির্ভরশীলতা নয়, বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া হবেএ শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়ে প্রথম ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা নিয়ে বিএনপিতেও 'বিস্ময়'

### বিবিসি নিউজ বাংলার রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য বিদায় নেওয়া অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের সময় আলোচিত খলিলুর রহমান নির্বাচিত বিএনপি সরকারে গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় খোদ দলটির নেতা-কর্মীরাই অবাক হয়েছেন। এর সমালোচনা করেছে বিরোধী দলও। বিএনপি নেতাদের কেউ কেউ বলছেন, খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করার বিষয়টি তাদের জন্য বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর হয়েছে।

নানা আলোচনা চলছে ব্যবসায়ী-অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন মহলে। কারণ, অন্তবর্তী সরকারের আঠারো মাসে অনেক সময়ই খলিলুর রহমানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা- *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

## লুৎফে সিদ্দিকী ও আশিক চৌধুরী সংস্কারক নাকি ইকোনমিক হিটম্যান?

পরিচয় ডেস্ক: আধুনিক বিশ্বায়িত অর্থনীতির আলোচনায় রহস্যময় কিন্তু বহুল উল্লেখিত ধারণা হলো 'ইকোনমিক হিটম্যান'। শব্দটি জনপ্রিয়তা পায় মার্কিন লেখক জন পারকিনসের ২০০৪ সালের বই 'কনফেশনস অব অ্যান ইকোনমিক হিটম্যান'-এ। যেখানে তিনি দাবি করেন, উন্নয়ন ঋণ, নীতি-পরামর্শ ও করপোরেট চুক্তির মোড়কে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণের জাল, কৌশলগত চুক্তি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আটকে দিয়ে তাদের কৌশলগত সম্পদ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার ওপর প্রভাব বিস্তার করাই এ ধরনের হিটম্যানদের কাজ। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## মারা গেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক খ্যাতিমান কূটনীতিক উইলিয়াম বি মাইলাম মারা গেছেন।

গত মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সেক্রামান্টো শহরে ৮৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান। উইলিয়াম মাইলামের মৃত্যুর খবরটি বুধবার (১৮ *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

## বিগত চার সংসদের চেয়ে এবারে এমপিদের ঋণ সর্বোচ্চ ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা জানালো টিআইবি

পরিচয় ডেস্ক: সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ঘোষিত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকা, যা বিগত চারটি সংসদের তুলনায় সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

গত সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারী রাজধানীর ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনেত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ও হলফনামাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ্ব শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে এ তথ্য জানানো হয়। টিআইবির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্যদের মোট *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# চাঁদা’ নয় ‘সমঝোতা’- নতুন সড়কমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম এর বক্তব্য কী বার্তা দিচ্ছে?

পরিচয় ডেস্ক: সাতক্ষীরা থেকে ঢাকা মাল নিয়ে যাতি আড়াইশ কিলোমিটার রাস্তায় ছয় জায়গায় টাকা দিতি হয়। ঘাট দিয়ে গেলি লাইন আগে-পিছে করতি টাকা লাগে। নালি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়ায় থাকো। ঢাকায় ঢুকার আগেও টাকা লাগে। কোথাও শ্রমিক সংগঠনের নামে, আবার কোথাও মালিক সংগঠন বা অন্য কোনো নামে টাকা আদায়ের অভিযোগ চলছে বছরের পর বছর ধরে।

যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রেও জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের একটি নির্দিষ্ট ফি দেওয়া একপ্রকার অলিখিত নিয়ম, যেটি আদায় করা হয় শ্রমিক উন্নয়নের নামে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধেও সড়কে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ তুলেছেন এই খাতের কেউ কেউ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যাত্রীবাহী পরিবহনের একজন মালিক বলছিলেন, রোড ট্যাক্সসহ যাবতীয় ফি দেওয়ার পরও রাস্তায় গাড়ি চালাতে গেলে এই টাকা দেওয়াই লাগে, না হলে চালাতে পারবেন না, টিকে থাকতে হলে সংগঠনের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সড়কে চাঁদাবাজি বাংলাদেশে নতুন নয়। এ নিয়ে নানা সমালোচনা, প্রতিবাদ থাকলেও প্রতিকার নেই। বরং দিনে দিনে এটি মিউচুয়াল আন্ডারস্টান্ডিং হিসেবে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা।

সম্প্রতি পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজি নিয়ে দেওয়া একটি বক্তব্যে সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাংলাদেশের নতুন সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু টাকা তুললে সেটি চাঁদাবাজি নয়, বরং বাধ্য করলে সেটি চাঁদা- সরকারের দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রীর এমন বক্তব্য এই অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার সামিল বলেই মনে করেন অনেকে।

বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন, এই বক্তব্য দেওয়ার সময় যাত্রী বা ভোক্তাদের ওপর চাঁদার চেইন রিঅ্যাকশন এর কথা বিবেচনায় রাখেননি সড়ক মন্ত্রী। কারণ পণ্য কিংবা যাত্রী যেকোনো ক্ষেত্রেই চাঁদার অর্থ মূলত শোধ করতে হয় ভোক্তাকেই। এছাড়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা তোলাকে শ্রমিক উন্নয়নের লেবাস দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলেও মনে করেন তারা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে নানা বক্তব্য *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## চাঁদাবাজির বৈধতার অপচেষ্টা নতুন পরিবহনমন্ত্রীর, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিজদলের শুদ্ধিকরণের আহ্বান টিআইবির

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “পরিবহণমন্ত্রী চাঁদাবাজির যে সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছেন, তা তিনিসহ মন্ত্রীপরিষদের প্রায় প্রতিটি সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতিবিরোধী যে দৃঢ় অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সড়কে চাঁদাবাজিকে সমজোতার ভিত্তিতে লেনদেন হিসেবে উল্লেখ করে পরিবহণমন্ত্রী একটি ঘোরতর অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার যে অজুহাত খুঁজেছেন, তাতে গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। একইসঙ্গে, এ জাতীয় দুর্নীতিসহায়ক অপচেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিজদলের শুদ্ধিকরণে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, “পরিবহণমন্ত্রী চাঁদাবাজির যে সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছেন, তা তিনিসহ মন্ত্রীপরিষদের প্রায় প্রতিটি সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের পর দুর্নীতিবিরোধী যে দৃঢ় অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## কে এই নতুন সড়ক মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম? হলফনামা কী বলছে?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বিএনপির নেতৃত্বেনতুন গঠিত সরকারে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকা-১০ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য শেখ রবিউল আলম রবি। তাকে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১০ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে ৮০ হাজার ৪৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন শেখ রবিউল আলম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জসীম উদ্দিন সরকার দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পান ৭৭ হাজার *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## জাতির উদ্দেশে দেয়া ১ম ভাষণে যা বললেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

নতুন সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের মতো জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন তারেক রহমান। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে তার ভাষণ সম্প্রচার করা হয়। তারেক রহমান বলেন, ‘হাজারও শহীদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পেরেছি। তাবেদার মুক্ত বাংলাদেশে জনগণের ভোটে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। দেশে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এই যাত্রালগ্নে আমি দেশবাসীকে শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।’ *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

## কেমন হবে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের পুনর্গঠন

### ভারতীয় দৈনিক দ্য স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়

পরিচয় ডেস্ক: নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে মসনদে ফিরেছে বিএনপি। এতে দিল্লির সামনে একটি প্রশ্ন আবারও জোরালো হয়ে উঠেছে। তা হলো- যখন একক কোনো শক্তিশালী অংশীদারের ওপর নির্ভরতার সুযোগ আর নেই, তখন টেকসই ভারত-বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

## রাতে কিশোররা অযাচিত ঘোরাঘুরি করলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের

পরিচয় ডেস্ক: তিনি বলেন, ‘আমি জীবনে দুর্নীতি করব না, কাউকে দুর্নীতি করতে দেব না, এটি আমার প্রমিজ (প্রতিজ্ঞা)।’ রাতে কিশোররা অযাচিত ঘোরাঘুরি করলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন।তিনি বলেন,ওরাতে কিশোরদের রাস্তায় অযাচিত ঘোরাঘুরি বন্ধ করতে হবে। এখন রাতে রাস্তায় ঘুরলে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এতে কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেন্স হলে সেটি আমরা পরে দেখব। আজ শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নিজ নির্বাচনি এলাকা চাঁদপুরের কচুয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণ পেছানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে বললেন বাণিজ্যমন্ত্রী মুকতাদির

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নতুন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, আজ থেকেই এ বিষয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে দ্রুত সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রথম সপ্তাহেই আনুষ্ঠানিক চিঠি দিতে হবে-এমন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে আজ থেকেই এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে।

রপ্তানির নিম্নগতি প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানিকাঠামো এখনো অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশই আসে একটি পণ্য থেকে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনা হবে। নতুন বাজার সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যথাযথ সহায়তা দেওয়াই সরকারের অগ্রাধিকার হবে।

নতুন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক নীতিতে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভুল করার সুযোগ খুবই সীমিত। নীতিগত ভুল বা দীর্ঘস্থায়ী বৈদেশিক ধাক্কা সামাল দেওয়ার সক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। তাই গত কয়েক মাসে যে মন্থর পরিস্থিতি দেখা গেছে, সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে সরকার কাজ শুরু করেছে।

রোজার বাজার নিয়ে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলে বাজারও স্থিতিশীল থাকবে। তিনি আশ্বস্ত করেন, রমজান মাস ও পরবর্তী সময়ের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত সরকারের হাতে রয়েছে। সেই সঙ্গে পাইপলাইনেও পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই।

পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি শুধু বক্তব্য দিতে চান না, বরং কাজের মাধ্যমে ফল দেখাতে চান।

বিনিয়োগ প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগ আসে না। বিনিয়োগের প্রধান শর্ত হলো স্থিতিশীল পরিবেশ। বিনিয়োগকারীদের নিশ্চিত হতে হয়-তাঁদের পুঁজি ও শ্রমের বিপরীতে যুক্তিসংগত মুনাফা পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর আকার বেশ বড় এবং প্রতিবছর ২০ থেকে ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দুই থেকে তিন বছর ধরে *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*
বিনিয়োগ স্থবির থাকায় অর্থনীতিতে বড় চাপ তৈরি হয়েছে। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে না পারলে কর্মসংস্থান ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

সরকারকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে নতুন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশকে এগিয়ে নিতে হবে।

## এলডিসি উত্তরণ পেছানো কতটা বাস্তবসম্মত

পরিচয় ডেস্ক: স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের নির্ধারিত সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, এই মুহূর্তে এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে রপ্তানি খাতসহ নানা খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। সম্প্রতি এক সেমিনারে দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ীরা এই দাবি করেন।

ব্যবসায়ীদের এই দাবির পর এলডিসি উত্তরণের বিষয়টি নতুন করে আবারও আলোচনায় এসেছে। এলডিসি উত্তরণের সময় পেছানো কতটা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত, তা নিয়ে নানা মতামত দেখা দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে সময় বৃদ্ধির আবেদন করার জন্য কী কী যৌক্তিক কারণ আছে, সরকার চাইলেই কি সময় পেছাতে পারবে-এমন প্রশ্ন সামনে এসেছে। কারণ, গত মার্চে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত আট বছরের নানা প্রক্রিয়া ও একাধিক মূল্যায়ন শেষে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ-এমন সিদ্ধান্ত জাতিসংঘের। সেই হিসাবে এলডিসি থেকে উত্তরণে বাংলাদেশের সামনে সময় আছে ১৫ মাসের কিছুটা বেশি। এই সময়ে এসে উত্তরণের সময় পিছিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে।

তবে নির্ধারিত সময়েই এলডিসি উত্তরণ হবে বলে গতকাল প্রথম আলোকে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (অর্থ মন্ত্রণালয়) আনিসুজ্জামান চৌধুরী। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'এলডিসি থেকে উত্তরণ নির্ধারিত সময়েই হবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বহুবার বৈঠক করেছি। অনেকের কারখানা পরিদর্শনও করেছি। বৈঠক থেকে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

## ঋণের ফাঁদের দিকে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: অবকাঠামো উন্নয়নের নামে নেওয়া বড় বড় প্রকল্পে অতিমূল্যায়ন, দুর্নীতি ও দুর্বল শাসনের কারণে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে ঋণঝুঁকির ফাঁদের দিকে এগোচ্ছে-এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন গবেষকরা। তাঁদের মতে, ঋণ নিলে সমস্যা নয়; সমস্যা হচ্ছে ব্যয় নিয়ন্ত্রণহীনতা, অস্বচ্ছ চুক্তি এবং জবাবদিহির অভাব, যা দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে।

১৮ ফেব্রুয়ারী রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'সরকারি ঋণ ও সুশাসন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ গবেষণা উপস্থাপন করা হয়

গবেষণাটি পরিচালনা করেছে যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা এবং দেশের গবেষণাপ্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ।

ঋণের উল্লম্ফন : গবেষণায় উল্লেখ করা হয়, ২০০৯ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ২৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১১২ বিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ ১৬ বছরে বৃদ্ধি প্রায় ৩৭৭ শতাংশ। একই সময় সুদ পরিশোধের চাপ দ্রুত বেড়েছে। বর্তমানে সরকারি আয়ের এক-পঞ্চমাংশ শুধু সুদ পরিশোধেই ব্যয় হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য সরকারের হাতে কম অর্থ থাকছে।

২০০৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত পরিবহন, বিদ্যুৎ, বন্দর, বিমান চলাচল, শিল্পাঞ্চলসহ ৪২টি বড় প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে ২৯টি প্রকল্পে গড়ে ৭০.৩ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ২৩ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ দুর্নীতি, অদক্ষতা ও যোগসাজশের মাধ্যমে হারিয়ে গেছে। আলোচনায় অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুশতাক এইচ খান বলেন, চুক্তির দামে সামান্য বাড়তি নির্ধারণও দীর্ঘ মেয়াদে বিশাল আর্থিক বোঝা তৈরি করে। কয়েক সেন্ট বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনলেও ২০ থেকে ২৫ বছরে তা বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত দায়ে রূপ নেয়। তাঁর মতে, সমস্যা শুধু ঋণের পরিমাণ নয়, বরং প্রতিযোগিতাহীন চুক্তি, রাজনৈতিক প্রভাব ও দুর্বল জবাবদিহিতাই বড় ঝুঁকি।

গবেষণায় অবকাঠামো প্রকল্পে দুই ধরনের ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, প্রকল্প সঠিকভাবে নির্মিত হলেও দাম অতিরিক্ত বেশি ধরা হয়। এতে আয় দিয়ে ব্যয় ওঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, দুর্বল পরিকল্পনা ও ত্রুটিপূর্ণ নকশার কারণে অনেক প্রকল্প প্রত্যাশিত সুফল দিতে পারে না। ফলে আয় কম হয়, কিন্তু ঋণের কিস্তি নিয়মিত দিতে হয়।

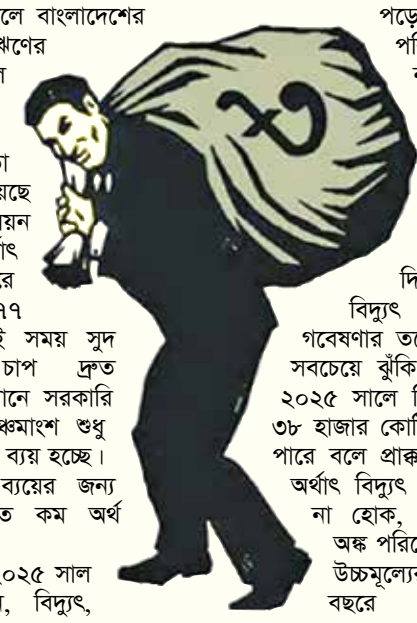

বিদ্যুৎ খাতে চাপ : গবেষণার তথ্যে বিদ্যুৎ খাতকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে। ২০২৫ সালে স্থির সক্ষমতা চার্জ ৩৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্যবহার হোক বা না হোক, সরকারকে নির্দিষ্ট অঙ্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। উচ্চমূল্যের চুক্তির কারণে বছরে *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## 'পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি' চলতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নতুন অর্থমন্ত্রী আমির খসরুর

পরিচয় ডেস্ক: বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'অতিরিক্ত বিধিবিধানের বেড়াজাল' থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার পাশাপাশি 'পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি' আর চলতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৬ দিনে এল ১৮০ মিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স, বাংলাদেশের রিজার্ভ ছাড়াল ৩৪.৫ বিলিয়ন

পরিচয় ডেস্ক: চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৬ দিনে দেশে এসেছে ১৮০.৭০ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়। এই পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। একই সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে, প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাংকগুলো থেকে ডলার কিনে যাচ্ছে তারা। এতে বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে প্রবাসী আয় হয়েছিল ১৪৯ মিলিয়ন ডলার। চলতি বছরর একই সময়ে যা বেড়ে হয়েছে ১৮০.৭০ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে শুধু ১৬ ফেব্রুয়ারি এসেছে ১৫.২০ মিলিয়নডলার।

এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বেড়ে হয়েছে ৩৪ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

# খাদ্য নেই, জ্বালানি নেই-মার্কিন চাপে থমকে গেছে কিউবা

পরিচয় ডেস্ক: এক দশক আগে ২০১৫ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেছিলেন, তখন দেশটিতে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছিল। পর্যটকদের গাইড হিসেবে কাজ করা রাজধানী হাভানার বাসিন্দা ম্যান্ডি প্রুনা সেই ঘটনার কথা স্মরণ করেন। তিনি জানান, সে সময় মার্কিন পর্যটকদের ঢল নেমেছিল কিউবায়। তাঁর উজ্জ্বল লাল ১৯৫৭ সালের শেভরোলেট ক্ল্যাসিক গাড়িটি ছিল পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। অভিনেতা-সংগীতশিল্পীসহ বহু তারকা তাঁর গাড়িতে চড়ে হাভানা শহর ভ্রমণ করেছেন।

কিন্তু সেই উজ্জ্বল সময় এখন অতীত। মার্কিন প্রশাসনের নতুন চাপ, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির ফলে কিউবা ভয়াবহ জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ওপর পদক্ষেপ এবং মেক্সিকোর বিরুদ্ধে শুল্ক হুমকির মাধ্যমে কিউবায় তেলের প্রবাহ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে কিউবার অর্থনীতি সচল রাখার মতো পর্যাপ্ত জ্বালানি আর অবশিষ্ট নেই।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে সিএনএন জানিয়েছে, জ্বালানি সংকটের পাশাপাশি কিউবার পর্যটন খাতেও ধস নেমেছে। রাশিয়া ও কানাডা থেকে ফ্লাইট বাতিল হয়েছে জেট ফুয়েলের ঘাটতির কারণে। যুক্তরাজ্য ও কানাডা তাদের নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় কিউবা ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। দেশটির বার্ষিক হাবানোস সিগার উৎসব বাতিল করা হয়েছে, যা প্রতিবছর বিপুল ডলার আয় এনে দিত। খনি প্রতিষ্ঠান শেরিট ইন্টারন্যাশনালও জ্বালানি সংকটে কার্যক্রম স্থগিত করেছে।

এ অবস্থায় দেশটির প্রায় এক কোটি মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে। বহু স্কুলে ক্লাস বন্ধ, কর্মীদের ছাঁটাই বা সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য। সরকারি হাসপাতালগুলো সেবা কমিয়েছে। জ্বালানি না থাকায় আবর্জনা অপসারণে বিভিন্ন এলাকায় ময়লার স্তূপ জমছে। রাতে হাভানার অধিকাংশ এলাকা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে অন্ধকারে ডুবে যায়।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন-যদি আলোচনা হয়, তবে তা কিউবার কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে ক্ষমতা ছাড়ার বিষয়েই হতে পারে। তিনি দাবি করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভেনেজুয়েলার ভর্তুকির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকা কিউবার অর্থনৈতিক মডেল এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে।

অন্যদিকে কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল ডিয়াজ-ক্যানেল জনগণকে 'সৃজনশীল প্রতিরোধ' গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## ভারতের গণতন্ত্রকে তারা নিজেরাই ধ্বংস করছে, দাবি মমতার

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ভারতের নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেছেন এবং বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল যে সেখানে হিংসা ছড়াতে পারে, কিন্তু নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের তুলনায় ভারতে নির্বাচন কমিশনের কারণে ভোট প্রক্রিয়া জটিল হয়ে যাচ্ছে এবং গণতন্ত্রের ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেছেন, ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি 'থ্রেট কালচার' তৈরি করছে এবং গণতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## সরকারের অর্থায়নে অনুষ্ঠান, ভারত থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করার ডাক

পরিচয় ডেস্ক: ভারত থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করার ডাক দিয়েছে সনাতন সংস্থা নামের একটি সংগঠন। এ দাবিতে গত বছরের ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর দিল্লিতে 'সনাতন রাষ্ট্র শঙ্খনাদ মহোৎসব' নামের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তারা। ভারতের গণমাধ্যম কুইন্টের এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ৬৩ লাখ রুপির তহবিল দেয় ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

কুইন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটনবিষয়ক মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং, নতুন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক, আরেক প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ এবং দিল্লির পর্যটনমন্ত্রী কপিল মিশ্র এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সরকারের দেওয়া এই তহবিলের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে তথ্য অধিকার আইনে করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে।

ওই অনুষ্ঠানে ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা বিষোদ্গার করা হয়। কেউ বলেন, ভারতের ২৫ শতাংশ মুসলমানকে দেশ থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে। কেউ বলেন, মুসলমানদের জনসংখ্যার সীমা টানতে হবে। কেউবা গণধর্মান্তর ও গণনির্বাসনের কথা বলেন।

খবরে বলা হয়, সনাতন সংস্থার ওই আয়োজনে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও দিল্লির পর্যটন দপ্তরের নাম এসেছে। পরে তথ্য অধিকার আইনে দুই দপ্তরের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তারা অর্থ বরাদ্দ করেছে কি না। জবাবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় জানায়, তারা সংগঠনটিকে ৬৩ লাখ রুপি দিয়েছে। দিল্লির পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি।

ওই অনুষ্ঠানে কিছু বক্তব্য বিতর্কের জন্ম দেয়। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## পাকিস্তানে করাচীতেভয়াবহ বিস্ফোরণে নিহত ৯, আহত অনেকে

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের করাচির সোলজার বাজার নম্বর৩ এলাকায় একটি তিনতলা আবাসিক ভবনে গ্যাস লিক থেকে হওয়া বিস্ফোরণে অন্তত ৯ জন নিহত এবং আরও ১২ জন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। এক প্রতিবেদনে জিও নিউজ বলছে, বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাতের দিকে ভবনের প্রথম তলায় বিস্ফোরণটি ঘটে। এতে ভবনের একটি অংশ ধসে পড়ে।

ঘটনাস্থলে থাকা উদ্ধারকর্মীরা জানান, ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের খুঁজে বের করতে সব ধরনের সরঞ্জাম ও জনবল ব্যবহার করা হচ্ছে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, গ্যাস সিলিন্ডার বা গ্যাস সাকশন মেশিন *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

## বিহারে প্রকাশ্যে মাছ-মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের বিহার রাজ্যে প্রকাশ্যে মাছ ও মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন সরকার এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) ভারতের সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার পত্রিকাতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা জানান, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে খোলা স্থানে মাছ বা মাংস বিক্রি করা যাবে না। কেবল লাইসেন্সধারী নির্দিষ্ট দোকানেই এসব পণ্য বিক্রির অনুমতি থাকবে।

তিনি বলেন, নতুন বিধিনিষেধ সবার জন্য প্রযোজ্য হবে এবং কেউ নিয়ম অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ঠিক কবে থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে কিংবা শাস্তির ধরন কী হবে-তা এখনো স্পষ্ট করা হয়নি। এর আগে ২০২৫ সালে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে ধর্মীয় স্থানের ৫০০ মিটারের মধ্যে মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করেছিল মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

বিহারের নতুন সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ। তিনি জেলা প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, বিহারে আগে থেকেই মদ বিক্রি নিষিদ্ধ রয়েছে। এবার প্রকাশ্যে মাছ ও মাংস বিক্রিতেও নতুন বিধিনিষেধ আরোপের পথে রাজ্য সরকার।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

# যুক্তরাষ্ট্রকে ‘খ্রিষ্টান রাষ্ট্র’ বানাতে কেন মরিয়া ট্রাম্প

জোসেফ মাসাদ

৫ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্টে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ যুক্তরাষ্ট্রকে খ্রিষ্টান জাতি হিসেবে ধরে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন।

ট্রাম্প বলেছেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও ঈশ্বরের অধীনে এক জাতি হিসেবে উৎসর্গ করব।’ তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমেরিকানদের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার সরকার দেয় না, এই অধিকার এসেছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে। তিনি আরও মন্তব্য করেন, একজন বিশ্বাসী মানুষ কীভাবে ডেমোক্র্যাট পার্টিকে ভোট দিতে পারেন, তা তিনি বুঝতে পারেন না। শীতল যুদ্ধের সময় কমিউনিস্টদের যেমন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিষ্টধর্ম ও গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে দেখানো হতো, আজ সেই জায়গায় ডেমোক্র্যাট ও উদারপন্থীদের দাঁড় করানো হচ্ছে।

হেগসেথ তাঁর বক্তব্য শুরু করেন বাইবেল থেকে মার্কের সুসমাচার থেকে পাঠ করে। তিনি বলেন, নাগরিকদের অধিকার এসেছে এক দয়ালু ও মমতাময় ঈশ্বরের কাছ থেকে, সরকারের কাছ থেকে নয়।

হেগসেথ স্পষ্টভাবে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র একটি খ্রিষ্টান জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখনো রক্তে আমরা সেই পরিচয় বহন করি। সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করা।’

ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতাদের অনেকেই এই অনুষ্ঠানকে কার্যত কংগ্রেসের অনুমোদিত এক ধর্মীয় সমাবেশ বলে সমালোচনা করেন। তাঁদের দাবি, সংবিধান প্রণেতারা এমন উদ্যোগে হতাশ হতেন। উদারপন্থী সংগঠনগুলোও ট্রাম্পের বক্তব্যকে খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদ বলে আখ্যা দেয় এবং ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার অভিযোগ তোলে।

ট্রাম্প ও হেগসেথ আসলে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো এক খ্রিষ্টান ঐতিহ্যই ধরে রেখেছেন, যা কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে খ্রিষ্টধর্মের উপস্থিতি দীর্ঘদিনের। ট্রাম্প তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচারণা থেকেই ভোটারদের কাছে নিজেকে খ্রিষ্টান মূল্যবোধের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি এমনও বলেছেন, তিনি স্বর্গে যেতে পারবেন কি না জানেন না, তবে ধর্মের জন্য তিনি অন্য যেকোনো প্রেসিডেন্টের চেয়ে বেশি কাজ করেছেন।

ট্রাম্প বারবার দেশের মূলমন্ত্র ‘ইন গড উই ট্রাস্ট’ বা ‘ঈশ্বরেই আমাদের বিশ্বাস’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই স্লোগান এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ধর্মের অংশ। গৃহযুদ্ধের সময় আব্রাহাম লিংকনের প্রশাসনে মুদ্রায় ইন গড উই ট্রাস্ট লেখার প্রস্তাব ওঠে। ১৮৬৪ সালে এটি চালু হয়। তখন রাজনীতির সব পক্ষই বিশ্বাস করত ঈশ্বর তাদের পক্ষেই আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শীতল যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট ডুইট আইজেনহাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উসকানি ব্যবহার করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্যের শপথবাক্যে ‘আন্ডার গড’ বা ঈশ্বরের অধীনে শব্দ দুটি ১৯৫৪ সালে যোগ করা হয়। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডুইট ডি আইজেনহাওয়ার কংগ্রেসে পাস হওয়া যৌথ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে এই পরিবর্তন কার্যকর করেন। এর আগে শপথবাক্যটি ছিল:

‘আমি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার প্রতি এবং যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, যা একটি অবিভাজ্য জাতি, সবার জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।’

১৯৫৪ সালের সংশোধনের পর বাক্যটি হয়: ‘আমি যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার প্রতি এবং যে প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, যা ঈশ্বরের অধীনে এক অবিভাজ্য জাতি, সবার জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।’

এই পরিবর্তনটি শীতল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নাস্তিক কমিউনিস্ট শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হতো। যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ধর্মবিশ্বাসী জাতি হিসেবে আলাদা করে দেখাতে চেয়েছিল।

ফলে ‘আন্ডার গড’ বা ‘ঈশ্বরের অধীনে’ সংযোজনটি শুধু ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ছিল না, এটি ছিল একটি রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থানের ঘোষণাও। ১৯৫৬ সালে কংগ্রেস ইন গড উই ট্রাস্টকে জাতীয় মূলমন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

*বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশে নতুন সরকারের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ

হারুন উর রশীদ স্বপন

সরকার গঠনের পর দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। এছাড়া অর্থনীতি, আইনশৃঙ্খলা, দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের কথাও বলছেন তারা।

এছাড়া মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হওয়ার পরই রোজার মাস শুরু হবে। এই সময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে নতুন সরকারকে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সই হওয়া বিভিন্ন চুক্তি, সংস্কার, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, সংবিধান সংস্কার, গণপরিষদ, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতিসহ আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। ফলে নতুন যে সরকার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে তাদের চ্যালেঞ্জগুলো সাধারণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা নতুন একটি সরকারের চ্যালেঞ্জের মতো নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

তারা বলছেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে এক নতুন প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। নতুন এক প্রত্যাশার দুয়ার খুলেছে। বিএনপিকে তাই সংসদ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয় মাথায় রাখলেই চলবে না। তাকে গণভোটও মাথায় রাখতে হবে। ৬৮.০৬ শতাংশ ভোটার গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে রায় দিয়েছে। আর আগেই বিএনপিসহ রাজনৈতিক দলগুলো গুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছে। ফলে সরকার পরিচালনার দক্ষতাই নতুন সরকারকে উৎরে দেবে না। তাকে আরো বেশি কিছু ধারণ করার দক্ষতা দেখাতে হবে।

নতুন সরকারের সামনে যত চ্যালেঞ্জ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘আসলে অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে থাকলেও আমি মনে করি সরকার গঠনের পর দলকে গোছানো বা নিয়ন্ত্রণে রাখাই হবে বিএনপি সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ। দলটি দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার বাইরে ছিলো। তৃণমূলে তাদের অনেক নেতা-কর্মী আছে, তাদের মধ্যে নানা ধরনের প্রত্যাশা আছে। সেই প্রত্যাশা তারা এখন পূরণ করতে চাইবে। সেটা সামলিয়ে দলকে সুশৃঙ্খল রাখাই হবে তাদের বড় কাজ।’’

তিনি বলেন, ‘‘এখন একটি অফিসে ১০ জন লোক, তাদের সবাই যদি বিএনপি হয় তাহলে তো আর হবে না। তাহলে তো আগে যা ছিলো তাই হলো। দলের লোকজনের আকাঙ্খা পূরণ দোষের কিছু নয়। তবে সেজন্য একটা নীতিমালা সেট করতে হবে, চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের প্রত্যাশার জায়গা কিন্তু দুর্নীতি ও চাদাবাজী দূর করা। সেটা করতে না পারলে তো নতুন সরকার সংকটে পড়বে।’’

‘‘আর জামায়াত ক্ষমতায় যেতে পারেনি। কিন্তু তারা কিন্তু আসন আর ভোটের হিসাবে অতীতের তুলনায় অনেক বড় ধরনের সাফল্য পেয়েছে। তাই বিরোধী দল হিসাবে তারা সংসদে এবং রাজনীতিতে অনেক বড় চাপ সৃষ্টিতে সক্ষম হবে। বিএনপিকে সেটা মাথায় রাখতে হবে,’’ বলেন ড. সাব্বির আহমেদ।

নতুন সরকারের জন্য অর্থনীতি একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আইনুল ইসলাম। তার মতে, রোজার মাসের দ্রব্যমূল্যের চ্যালেঞ্জ একদম সামনে। এরপর বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মূল্যস্ফীতি- এই তিন বড় চালেঞ্জ তাদের মোকাবেলা করতে হবে। তিনি বলেন, ‘‘নতুন সরকারের সামনে অনেকগুলো অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ আছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কর্মসংস্থান।

এটা করতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বিদেশিদের আস্থা অর্জন করতে না পারলে বিদেশি বিনিয়োগ আনা কঠিন হবে। রাজস্ব খাত খুবই দুর্বল অবস্থায় আছে। অ্যামেরিকা ও জাপানের সাথে চুক্তি হয়েছে তাতো দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে। সেটা তারা কীভাবে ডিল করবে তা দেখার আছে। আমরা যদি আমদানিতে তাদের সুবিধা দেই তাহলে তো সেটা আমাদের জন্য কঠিন হবে।’’

তিনি বলেন, ‘‘আর মনে রাখতে হবে জামায়াতের কিন্তু বড় ধরনের উত্থান হয়েছে। তারা যে সংখ্যক আসন পেয়েছে তা কিন্তু অতীতের তুলনায় বহুগুণ বেশি। ফলে তাদের যে ধীরে ধীরে আরো উত্থান হবে

*বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

# স্ক্রিনে বন্দি সম্পর্ক:
# কনটেন্টের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষে-মানুষে সংযোগ

পরিচয় ডেস্ক; মানুষের মধ্যে সম্পর্ক বলতে আগে যেটি ছিল মুখোমুখি আলাপ, চিঠি, বা অন্তত দীর্ঘ কথোপকথন, এখন তা গুটিয়ে গিয়ে আটকে আছে ছোট ছোট নোটিফিকেশন আর স্ক্রলিংয়ের ভেতরে। আবেগ-অনুভূতির লেনদেন, আলাপ-সালাপ তেমন একটা আর নেই বললেই চলে। সবকিছুই এখন ''কনটেন্ট' মাত্র এবং অদ্ভুতভাবে আমাদের সম্পর্কগুলোও যেন তাই!

অনেকেই বলেন, এখনকার দিনে সম্পর্ক রক্ষার সবচেয়ে বড় বন্ধু যেমন স্মার্টফোন, ঠিক একইভাবে ভাঙনের নীরব কারিগরও এই একই যন্ত্র।

কথাটা ঠিক কতখানি যৌক্তিক-সে প্রশ্নে আজ না-ই বা গেলাম। তবে সত্য হলো, আমাদের জীবনের বড় একটি অংশ এখন বাস করছে ফোনের ভেতর। সেখানে গড়ে উঠেছে আমাদের নিজস্ব এক জগৎ, যার সঙ্গে বাস্তব দুনিয়ার মিল খুব বেশি নেই। কারণ এখানে মুখোমুখি বসে কিছু করার সুযোগ নেই।

গেমস, ভিডিও, রিলস, খবর, গান, অনলাইন শপিং, নানা অ্যাপ-ফোনে এত কিছুর ভিড়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যকার বন্ধনও যেন আরেকটি 'কনটেন্ট' হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য এর পেছনে কারণের অভাব নেই। সবকিছুই এমনভাবে সাজানো ও গুছিয়ে দেওয়া যে একটু ঢুঁ মারলেই চোখে পড়ে মজার ভিডিও, রিলস, বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমা-আরও কত কী। ফলে কাছের মানুষের সান্নিধ্য আর 'কনটেন্ট'-এর বিনোদনের মধ্যে স্পষ্ট কোনো পার্থক্য আর থাকে না। এছাড়া প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপচারিতার চেয়েও অনেক সময় বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় অচেনা কারও ভিডিও, কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন কিংবা নতুন কোনো বন্ধুর অযাচিত পরামর্শ।

সব মিলিয়ে আমাদের চারপাশে তৈরি হয় এক অদ্ভুত রঙচঙে দুনিয়া-যেখানে নেই দায়িত্বের ভার, নেই অন্য কোনো চাপ। মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে ব্যবহারকারীর মনোযোগ দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট কোনো কনটেন্টের ওপর আটকে থাকে। সেই টান এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে একসময় এই ভার্চুয়াল জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। ফেসবুকের কথাই ধরা যাক। এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম কীভাবে আমাদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে-সে বিষয়ে কথা হয় মুশফিকুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সোশ্যাল মিডিয়া স্পেশালিস্ট ও সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ব্যাচেলর শেষ করার পর থেকেই তিনি নিয়মিত সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছেন।

তার নিজস্ব আইটি ফার্মে ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীকে সাইবার সিকিউরিটির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ক্রিকেটার, ফুটবলার ও মিডিয়ার পরিচিত মুখসহ অনেকের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়েও তিনি কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, "ফেসবুক খুব সহজেই বুঝতে পারে কোন ধরনের কনটেন্ট আমরা বেশি দেখি। ওরা সময় মাপে। যেটিতে বেশি সময় দিই, সেটিই আবার সাজেস্ট করে। আর যেগুলো আমরা স্কিপ করি, সেগুলো আমাদের সামনে দেখানো কমে যায়।"

মূলত কোনো ভিডিও আসার পর সাধারণত ২৩ সেকেন্ডের মধ্যেই গ্রাহক ঠিক করে সেটা দেখবে কি না। এই ছোট সময়টুকুই অ্যালগরিদমকে বলে দেয় কন্টেন্টটি আবার দেখানো উচিত কি-না।

মুশফিকুর জানান, ব্যবহারকারীর বয়স অনুমান করার ক্ষেত্রেও ফেসবুক বেশ দক্ষ। ব্যবহার আচরণ, কনটেন্ট দেখা, আর অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেওয়া জন্মতারিখ সবকিছু মিলিয়েই বয়স অনুযায়ী সাজেশন্সও তৈরি করে দেয় এই যোগাযোগমাধ্যম

"আমরা যখন কোনো বিষয় সার্চ করি, তখন সেই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত সবকিছু আমাদের সামনে এসে ভেসে ওঠে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা ক্রিয়েটরদের বুস্ট করা পেইজের কন্টেন্টগুলো খুব সহজেই আমাদের স্ক্রিনে চলে আসে। আর আমরা এতে আসক্ত হয়ে পড়ি এবং ফেসবুকে সময় কাটানোকে গুরুত্ব দিই," বলেন মুশফিক।

একই কথা শোনা গেলো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ড. ইসমত জাহানের মুখেও। তিনি বলেন, "আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে বাস করছি, যখন মানুষ মুখোমুখি কথা বলার চেয়ে ফেসবুকে 'কানেক্টেড' থাকাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। কিন্তু আসলে এই সংযোগে সত্যিকারের যোগাযোগ নেই। প্রতিযোগিতামূলক জীবনে মানুষ এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে খারাপ লাগা, ভালো লাগার মতো সাধারণ অনুভূতিগুলোও আর কাউকে বলতে চান না। তাই অনেকে ইচ্ছে করেই সরাসরি যোগাযোগ এড়িয়ে চলেন। এটাই এখনকার সম্পর্কের নতুন বাস্তবতা।"

তার ভাষায়, "মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাডিকটেড হয়ে গেছে। সাথে তৈরি হয়েছে ডিপেনডেন্সি বা নির্ভরশীলতা। গেমস, রিলস, শপিং-অসীম অপশন হাতের নাগালে। কিন্তু আসলে সেগুলোর কোনো প্রোডাক্টিভিটি নেই।"

আমাদের যে যোগাযোগের জন্য 'কথা বলার' প্রয়োজন ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই প্রয়োজনটুকুও নেই। নিষ্ক্রিয়তার এই আরাম মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। যে কাউকে নিজেদের রিফ্রেশমেন্টের উপায় জিজ্ঞেস করলেই উত্তর আসে, 'ফেসবুক স্ক্রল করি'। ফলাফল? শুধুই সময় পার, আর কিছুই নয়।

এই যে এড়িয়ে চলার অভ্যাস বা দায়িত্ব নিতে না চাওয়ার যে ব্যাপার তা মানুষকে তার পরিবার থেকেও দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ধরা যাক, বাসায় কোনো গেটটুগেদার হচ্ছে। দেখা যায়, সবার চোখ থাকে ফোনে। মাঝে মাঝে দু'একটা কথার আদানপ্রদান ছাড়া বেশি কিছু চোখে পড়ে না।

ড. ইসমত বলেন, "বন্ডিংগুলো এখন ফিশি হয়ে গেছে। মানুষ মনে করে, একটা ফেসবুক রিয়্যাক্ট দিলেই দায়িত্ব শেষ। বলা যায়, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দ্রুত বাড়ছে।"

ব্যাপারটি ঠিক কতটুকু গভীরে পৌঁছেছে তা বুঝতে কথা বলেছিলাম নিয়মিত ফেসবুক ব্যবহারকারী রাইসা খানমের সাথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স অধ্যয়নরত এই শিক্ষার্থী জানান, ফেসবুকে ঢুকে প্রায়ই তিনি এক পোস্ট থেকে আরেক পোস্টে, এক ভিডিও থেকে আরেক ভিডিওতে চলে যেতে থাকেন নিজের অজান্তেই। কত ঘণ্টা পেরিয়ে যায়, তার হিসেব থাকে না। বহু চেষ্টার পরেও সাজানো সে দুনিয়া থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বের হতে পারেন না রাইসা।

ভার্সিটি থেকে এসে মাত্রই আব্বু-আম্মুকে ফোন দেব এই চিন্তায় ফোন হাতে নিলেও সেটি আর হয়ে ওঠে না। দেখা যাচ্ছে ঘণ্টা ধরে ফোনের মধ্যে পড়ে আছি, কিন্তু কোনো দরকারি কাজ হয় না। এভাবে করে কোনো কোনো সময় রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যায়," বলেন রাইসা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত আরেক শিক্ষার্থী ফাহাদ হোসেন বলেন, "আমার ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ গুরুতর পর্যায়ে চলে গেছে বলতে পারেন। আমি ফোন হাতে একা একা সময় কাটিয়ে দিতে পারি। ভালোও লাগে। এমনকি আমার প্রায় সব যোগাযোগই ফোনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার প্ল্যানটাও আমি স্ক্রিনেই করি। অনেক সময় কাউকে কল করার সময়টাও হয়ে ওঠে না। মেসেঞ্জারে লিখে চ্যাট করার বদলে ভয়েস মেসেজ করে কাজ সেরে ফেলি। মাঝেমধ্যে এমনও করি যে কাছের কেউ মেসেজ দিলে সেটি সিন করে ফেলে রাখি। উত্তর দেব দেব করেও আর দেওয়া হয় না।"

অবশ্য এই ব্যাপারে ড. ইসমত বলেন, "এখনকার সম্পর্ক শুধু একতরফাই নয় বরং ক্যালকুলেটিভও। সবাই নিজের মতো করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। তবে এর পেছনে আছে দীর্ঘ সময়ের সামাজিক পরিবর্তন।"

"নব্বই দশকের পর থেকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি (ছোট পরিবার) বেড়েছে, পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু ভেঙে প্রত্যেকে নিজের মতো 'আলাদা জগতে' থাকতে শিখেছে। আগে একসাথে বসে টিভি দেখার যে অভ্যাস ছিল, এখন সেখানেও রয়েছে বিভক্তি, একটি টিভি বেডরুমে, আরেকটি ড্রয়িংরুমে। এমনকি রিমোট নিয়ে ঝগড়াও আর নেই, কারণ মানুষের মধ্যে টিভি দেখাও কমে গেছে। মোবাইল-কেন্দ্রিক জীবন সবার, যেখানে অন্যের জগতে ঢুকে পড়তে মুহূর্তও লাগে না; লাগে না কোনো পরিশ্রমও," যোগ করেন তিনি।

এ সবের কারণে মানুষের মধ্যে এড়িয়ে চলার অভ্যাস বেড়েছে। তাই এখন আর ফোন কল করেও কারো খবরাখবর নেওয়া হয় না। ফেসবুক পোস্ট দেখেই মানুষের অবস্থা আন্দাজ করে নেন অনেকে।

অবশ্য প্রতিযোগিতার এই দুনিয়ায় সবাই ব্যস্ত, ক্লান্ত এবং নিজের দিকেই বেশি মনোযোগী। মুখোমুখি কথোপকথনে যে মনোযোগ ও সময় দেওয়া লাগে, সেটিই হয়তো অনেকের কাছে বাড়তি চাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরে কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাটাও অনেক সময় থাকে না।

এর ফল হিসেবে সম্পর্কগুলোতে ছোটখাটো বিষয়েও রিয়েকশন দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এমনকি বৈবাহিক জীবনেও কমে এসেছে কথাবার্তা। অথচ একসময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনের সব গল্প ভাগাভাগি হতো। এখন বাসায় ফিরেই দু'জন ব্যস্ত দু'জনের ফোনে। প্রয়োজন ছাড়া কথা নেই, নেই কোনো কোয়ালিটি টাইমও।

ড. ইসমত এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, "আগে মানুষ চিঠি লিখতো, কবিতা লিখতো। এখন ভিডিও কলেই সব সেরে ফেলে। আর সেই কথোপকথনের মাঝেও অভিযোগ বা অপ্রাসঙ্গিক কথাই থাকে বেশি।"

তার মতে, "সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন সম্পর্ক তৈরির মোহ অনেকের কাছেই বেশি, কারণ সেখানে বাস্তবিক দায়িত্ব তুলনামূলক কম। আবার সবাইকে বন্ধু বানানো হচ্ছে না। যিনি 'প্যাম্পার' করছেন, লাইক-কমেন্ট দিচ্ছেন, তিনিই হয়ে উঠছেন বন্ধু। এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যার সঙ্গে বাস্তবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম।"

কেবল টিনেজদের ক্ষেত্রেই নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় বলে জানান তিনি।

আগে সম্পর্কে ছোটখাটো ভুল হলে মানুষ তা মেনে নিতে শিখতো। কিন্তু এখন সেই গ্রহণযোগ্যতাও কমে গেছে। কারণ অনলাইনে নিজেদের 'পারফেক্ট' রূপ দেখাতে সবাই ব্যস্ত। ফলে বদলেছে বিচার-বিবেচনাও। এখন কারও বাস্তব আচরণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তার সোশ্যাল মিডিয়ার 'শো-অফ'।

অথচ একটা সময় আমাদের জীবনের সবচেয়ে দামী অংশ ছিল সম্পর্ক। কিন্তু ছোট্ট একটি স্ক্রিনের ভিড়ে ধীরে ধীরে ঢেকে যাচ্ছে সেটি। ভার্চুয়াল আলাপ আর ইনস্ট্যান্ট মেসেজের সহজলভ্য যোগাযোগের এই যুগে দিনদিন কাছের মানুষগুলো হয়ে উঠছে অদেখা। কেবল চোখের সামনে থাকা বিষয়গুলোই হয়ে উঠছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

# সংসদ সদস্যের দুই শপথ বিতর্ক

**আবু আহমেদ ফয়জুল কবির**

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে দীর্ঘ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার পর এ প্রক্রিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে ফিরিয়ে আনার পথ সুগম করবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রম শুরু হওয়া কেবল প্রশাসনিক ঘটনা নয়; এটি রাষ্ট্রীয় বৈধতা, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার পুনর্গঠনের প্রতীক।

এ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী প্রফেসর আলী রিয়াজের দেওয়া একটি বক্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। তিনি মত দিয়েছেন যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দুবার শপথ নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত সংসদ সদস্য হিসেবে, দ্বিতীয়ত সংবিধান সংশোধন পরিষদের সদস্য হিসেবে। তিনি অতীতেও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। তবে বর্তমান সাংবিধানিক বাস্তবতায় এ প্রস্তাবের আইনগত ভিত্তি এবং সাংবিধানিক যৌক্তিকতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমত, সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের বিষয়টি সরাসরি সংবিধান নির্ধারিত। একজন সংসদ সদস্য শপথ গ্রহণের পরই পূর্ণ সাংবিধানিক বৈধতা অর্জন করেন। অর্থাৎ তিনি আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, বাজেট অনুমোদন, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এসব মৌলিক সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা লাভ করেন। এখানে আলাদা করে সংবিধান সংশোধন পরিষদ নামে কোনো সাংবিধানিক কাঠামো বিদ্যমান না থাকলে, সেই পরিষদের জন্য পৃথক শপথের প্রয়োজনীয়তা আইনগতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান বাস্তবতায় সংবিধান পুনর্লিখনের কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয়নি এবং সংবিধান বাতিলও করা হয়নি। সংবিধান বাতিল বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে আলাদা সাংবিধানিক পরিষদ বা সংবিধান সভা গঠনের নজির রয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান সংবিধান বহাল রেখে শুধু সংশোধনের জন্য সংসদের বাইরে পৃথক কাঠামো তৈরি করা সাংবিধানিক রীতি ও চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তৃতীয়ত, সংবিধান সংশোধনের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব সংসদের মধ্যেই নিহিত। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন এবং সংবিধান সংশোধনের একমাত্র বৈধ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সংসদের ভেতরে স্থায়ী কমিটি, বিশেষ কমিটি বা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গঠন করা সম্ভব এবং সাংবিধানিকভাবে সেটিই গ্রহণযোগ্য পথ। সংসদের বাইরে বা সংসদের সমান্তরালে কোনো কাঠামো তৈরি করা হলে তা সাংবিধানিক দ্বৈততা তৈরি করতে পারে।

চতুর্থত, রাষ্ট্রীয় শপথ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়; এটি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক অঙ্গীকারের প্রতীক। একই সাংবিধানিক দায়িত্বের জন্য একাধিক শপথ নেওয়ার নজির তৈরি হলে ভবিষ্যতে এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বিশেষত যদি ভবিষ্যতে কোনো সরকার বা রাজনৈতিক শক্তি নতুন কোনো সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করার যুক্তি হিসেবে এই নজির ব্যবহার করে, তাহলে তা সাংবিধানিক স্থিতিশীলতার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চমত, সাংবিধানিক আইনের একটি মৌলিক নীতি হলো, সংবিধানের পরিবর্তন সংবিধানের ভেতর থেকেই হতে হবে। যদি সংসদের বাইরে কোনো সাংবিধানিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করা হয়, তাহলে তা 'ডুয়েল লেজিটিমেসি' বা দ্বৈত বৈধতার সংকট তৈরি করতে পারে। এতে রাষ্ট্র পরিচালনায় চূড়ান্ত সাংবিধানিক কর্তৃত্ব কোথায় থাকবে এ প্রশ্ন তৈরি হতে পারে।

ষষ্ঠত, আন্তর্জাতিক সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, অধিকাংশ সংসদীয় গণতন্ত্রে সংবিধান সংশোধনের দায়িত্ব সংসদ নিজেই পালন করে। আলাদা সাংবিধানিক পরিষদ সাধারণত তখনই গঠিত হয় যখন রাষ্ট্র নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে যাচ্ছে অথবা পূর্ববর্তী সংবিধান বাতিল হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান বহাল রেখে সমান্তরাল সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করার উদাহরণ খুবই সীমিত ।

সপ্তমত, সাংবিধানিক সংস্কৃতি একটি দীর্ঘমেয়াদি *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

# ধার করে ঘি খাওয়ার প্রয়োজন কেন

**মামুন রশীদ**

আওয়ামী লীগ সরকারের মতোই অনেকটা বেপরোয়া বিদেশি ঋণে ঝুঁকেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। রাজস্বঘাটতির কারণে বাজেট সহায়তা এবং বড় প্রকল্পে অর্থছাড় বাড়ানোয় বিদেশি ঋণের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের সরকারি খাতে বৈদেশিক ঋণের দায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭ বিলিয়ন ডলারে।

সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, এটি আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮ শতাংশ বেশি। তবে বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারণে চূড়ান্ত হিসাবে এই অঙ্ক কিছুটা কমবেশি হতে পারে।

ইআরডি জানিয়েছে, এই হিসাবের মধ্যে শুধু অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নেওয়া উন্নয়ন প্রকল্প ঋণ ও বাজেট সহায়তা ঋণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারের গ্যারান্টি দেওয়া ঋণ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে নেওয়া ঋণ এতে ধরা হয়নি। ফলে বাস্তবে বৈদেশিক দায়ের পরিমাণ আরও অনেক বেশি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।

এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ৬৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। ৫ বছরের ব্যবধানে এই দায় বেড়েছে প্রায় ৪৬ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫০ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন ডলার, যা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।

ইআরডির প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের ছাড় ছিল ৮ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছে বৈদেশিক ঋণের আসল বাবদ পরিশোধ করেছে ২ দশমিক ৫৬০ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের ঋণের স্থিতির সঙ্গে নতুন ঋণছাড় যোগ করে এবং পরিশোধ করা অর্থ বাদ দিয়েই চলতি অর্থবছরের মোট হিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইআরডি সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল এমআরটি-৬, পদ্মা রেল সংযোগ, কর্ণফুলী টানেল, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালসহ বেশ কয়েকটি বড় প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে বা শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এসব প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থছাড় তুলনামূলকভাবে বেড়েছে, যা বৈদেশিক ঋণের স্থিতি বাড়ানোর অন্যতম কারণ।

গত অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্প ঋণের তুলনায় বাজেট সহায়তা ঋণ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে বেশি ভূমিকা রেখেছে। ঋণ পরিশোধের চাপ কমাতে সরকার বড় কোনো নতুন মেগা প্রকল্পে ঋণ না নেওয়ার কৌশল নিয়েছিল। তবু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সহায়তা দিতে সরকার রেকর্ড ৩ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা ঋণ গ্রহণ করেছে, যার পুরো অর্থই ছাড় হয়ে গেছে। এর আগে সর্বোচ্চ বাজেট সহায়তা ঋণ নেওয়া হয়েছিল ২০২১-২২ অর্থবছরে, যার পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরের অঙ্ক সেই রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতরের অনেককেও বিশেষভাবে জাপানি ইয়েনে নেওয়া ঋণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গেছে। জাপানি ইয়েন একটি অস্থির মুদ্রা হওয়ায় ডলারের বিপরীতে এর মানের পরিবর্তন বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের দায় বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রতি ডলারে ইয়েনের মূল্য ছিল ০.০০৬৩ ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.০০৬৯ ডলারে। এই বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণে বৈদেশিক ঋণের দায় প্রায় এক বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। ভবিষ্যতেও মুদ্রা বিনিময় হারের ওঠানামার কারণে ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভালো দিক হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকার উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সতর্ক ও রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করে। বড় মেগা প্রকল্পে নতুন করে বেশি ঋণ নেওয়া হয়নি এবং পাইপলাইনে থাকা অনেক প্রকল্প পুনরায় পর্যালোচনা করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া থেকেও বিরত থাকা হয়।

তবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরকার বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও আইএমএফ থেকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇋ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

KARNAFULLY HOME CARE

# KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

## WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

## Our Services in New York Counties

**We Provide The Following Home Care Services**

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

**Service Areas (Boroughs & Counties)**

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

**NYS Department of Health LHCSAs**

**Main Office**
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

**Jamaica Office**
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

**Mohammed Hasem, EA, MBA**
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

# NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

**718-874-0047**

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

**We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

**M AZIZ**
**CEO & President**
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**Head Office**
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

**Jamaica Office:**
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

**Jamaica Office:**
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

**Sutphin Branch**
**Mohammad Khair**(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

**Ozone Park Office**
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

**Ozone Park Office**
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

**Fulton Office:**
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

**Bronx Office**
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

**Buffalo Office:**
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

**Albany Office**
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061



# SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

## বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

**Sonali Exchange Mobile App**

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

## সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

**SONALI EXCHANGE CO. INC.**

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# কফি কি আসলেই রক্তচাপ বাড়ায়?

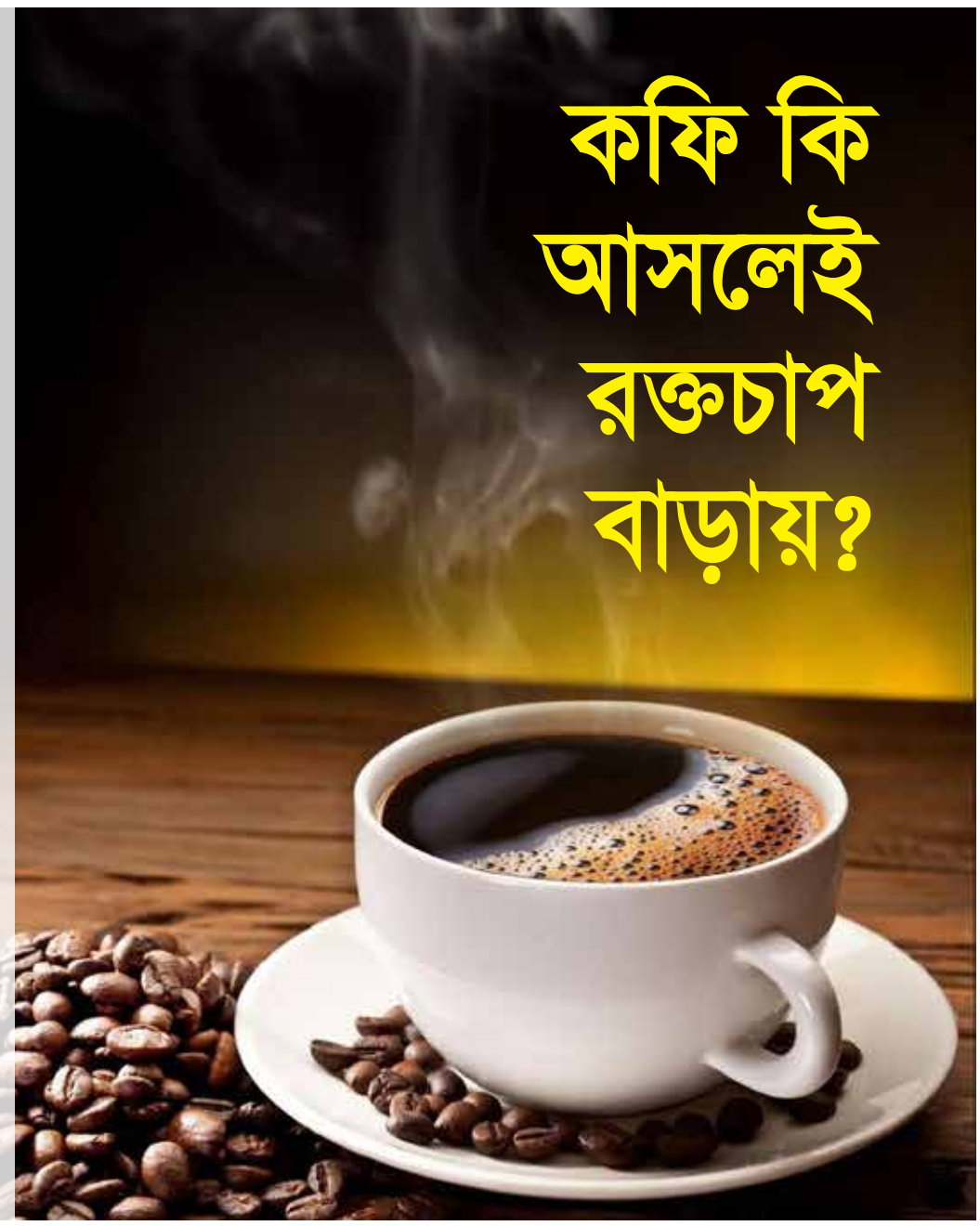

পরিচয় ডেস্ক: প্রায় ৬০০ বছর আগে কফি মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। সেই থেকে এটি আমাদের শিরা-উপশিরায় মিশে আছে। এখন প্রতি বছর গড়ে একজন মানুষ প্রায় দুই কেজি কফি পান করেন। একেকজনের কফি বানানোর পদ্ধতি বা স্বাদ একেক রকম। তবে কেউ কতটা কফি পান করতে পছন্দ করেন, তা অনেকটাই নির্ভর করে তার জিন এবং মস্তিষ্কের গঠনতন্ত্রের ওপর।

কফি স্বল্পমেয়াদে রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে যদি নিয়মিত কফি পানে অভ্যস্ততা না থাকে কিংবা আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকে।

তবে এর মানে এই নয় যে, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে বা হার্টের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কফি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। আসল কথা হলো পরিমিতিবোধ।

উচ্চ রক্তচাপ কী?

হৃৎপিণ্ড যখন পাম্প করে, তখন রক্ত ধমনির দেওয়ালে যে চাপ দেয়, সেটাই রক্তচাপ। স্বাভাবিক রক্তচাপ বলতে বোঝায় সিস্টোলিক ১২০ মিলিমিটার এবং ডায়াস্টোলিক ৮০ মিলিমিটার।

যদি রিডিং বা মাপ নিয়মিত ১৪০/৯০ বা তার বেশি হয়, তবে একে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলা হয়।

রক্তচাপের মাপ জানা খুবই জরুরি। কারণ হাইপারটেনশনের কোনো লক্ষণ থাকে না। এটি নিয়ন্ত্রণে না থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং কিডনি ও হার্টের রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রায় ৩১ শতাংশই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, অথচ এদের অর্ধেকই জানেন না যে তাদের এই সমস্যা আছে। আবার যারা ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের মধ্যেও প্রায় ৪৭ শতাংশের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে নেই।

কফি কীভাবে রক্তচাপ প্রভাবিত করে?

কফিতে থাকা ক্যাফেইন পেশি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। এটি কিছু মানুষের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা 'অ্যারিদমিয়া' হতে পারে।

ক্যাফেইন অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়। এতে হৃদস্পন্দন দ্রুত হয় এবং রক্তনালি সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়।

এক কাপ কফি পান করার ৩০ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে রক্তে ক্যাফেইনের মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। ক্যাফেইনের প্রভাব শরীরে ৩ থেকে ৬ ঘণ্টা থাকে। এই সময়ের মধ্যে রক্তে এর মাত্রা অর্ধেকে নেমে আসে।

তবে এই সময়সীমা বয়স, জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং কফি পানের অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। যেমন শিশুদের লিভার ছোট ও অপরিণত হওয়ায় তারা ক্যাফেইন দ্রুত হজম করতে পারে না। আবার যারা নিয়মিত কফি খান, তাদের শরীর থেকে এটি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, কফি (পাশাপাশি কোলা, এনার্জি ড্রিংকস ও চকলেট) খাওয়ার পর সিস্টোলিক রক্তচাপ ৩-১৫ এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৪-১৩ পর্যন্ত বাড়তে পারে।

যাদের আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট বা লিভারের রোগ আছে, তাদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।

কফিতে আর কী থাকে?

কফিতে শত শত 'ফাইটোকেমিক্যাল' থাকে। এগুলো কফির স্বাদ ও গন্ধ তৈরির পাশাপাশি স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে। রক্তচাপের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন ফাইটোকেমিক্যালের মধ্যে রয়েছে মেলানোইডিনস। এটি শরীরের তরলের ভারসাম্য এবং এনজাইমের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে রক্তচাপ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। আরেকটি উপাদান হলো কুইনিক অ্যাসিড। এটি রক্তনালির আস্তরণ উন্নত করে সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

# রুই মাছ খেলে কি সত্যিই হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে?

পরিচয় ডেস্ক: বাঙালির রান্নাঘরে রুই মাছের উপস্থিতি নতুন কিছু নয়। শহর থেকে গ্রাম, প্রায় সব ঘরেই সপ্তাহে অন্তত একদিন রুই মাছ রান্না হয়। স্বাদে পরিচিত এই মাছ পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ, এমনটাই বলছেন পুষ্টিবিদ ও গবেষকেরা।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও পুষ্টিবিষয়ক নিবন্ধে উঠে এসেছে, নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে রুই মাছ খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়তে পারে, এমনকি হৃদ্‌রোগের ঝুঁকিও কিছুটা কমতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে কী বলছে বিজ্ঞান, চলুন বিস্তারিত জানা যাক।

রুই মাছ শুধু স্বাদেই নয়, পুষ্টিগুণেও বেশ সমৃদ্ধ। এই মাছের ক্যালোরি তুলনামূলক কম হওয়ায় যাদের অতিরিক্ত ওজন বা মেদ রয়েছে, তারা খাদ্যতালিকায় এটি রাখতে পারেন।

পুষ্টিবিদদের মতে, রুই মাছে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ও, ই,ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং আয়রনসহ বিভিন্ন খনিজ উপাদান। এ ছাড়া রুই মাছে কোলিন নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাওয়া যায়, যা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা, শরীরের ফ্যাটের বিপাকক্রিয়া এবং পুষ্টি পরিবহণে সহায়তা করে।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতেও সহায়ক আমেরিকার স্কুল অব নিউট্রিশনের জার্নাল-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রুই মাছ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে। এমনকি যাদের ইতোমধ্যে উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কি সত্যিই কমে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, রুই মাছের তেলে থাকা ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই উপাদান রক্তের অণুচক্রিকাকে সহজে জমাট বাঁধতে দেয় না, ফলে রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমে।

এ ছাড়া ওমেগা-৩ রক্তের ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল এলডিএল ও ভিএলডিএল কমাতে সাহায্য করে এবং উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএলের পরিমাণ বাড়াতে সহায়ক। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্রে চর্বি জমার আশঙ্কা কমে।

# রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে যে খাবার

পরিচয় ডেস্ক: হার্টের সমস্যা এখনো মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। আর উঁচু রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেশার এমন একটি সমস্যা, যা হার্টের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলে। হার্ট সুস্থ রাখতে চাইলে ডায়েটের দিকে খেয়াল রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

উঁচু রক্তচাপকে অনেক সময় বলা হয় 'নীরব খুনি', কারণ অনেক সময় কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তবে সঠিক খাবার এবং জীবনধারার পরিবর্তন দিয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। চলুন কিছু খাবারের কথা জেনে নিই, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

কলা

প্রতিদিন একটি কলা খাওয়ার অভ্যাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। কলায় পটাশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে, যা দেহের সোডিয়াম নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। বেশি পটাশিয়াম খেলে দেহের অতিরিক্ত সোডিয়াম বের হয়। সকালে সকালের নাশতার সঙ্গে কলা মেশিয়ে খেতে পারেন, যেমন হোল গ্রেইন সিরিয়াল বা কম ফ্যাটের দই।

চর্বিযুক্ত মাছ

স্যালমন, ম্যাকারেল বা সিমেন্টারি মাছের মতো ফ্যাটি ফিশে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা হার্টের জন্য উপকারী। এগুলো রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। মাংসের বদলে মাছ খাওয়ার অভ্যাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে।

ওটস

ওটসে সলিউবল ফাইবার থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। প্রতিদিন ওটস খাওয়া শুধু রক্তচাপই নয়, হার্টের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে।

পাতাযুক্ত সবজি

পালং শাক, কেল, চায়নিজ কোলার্ড বা অন্যান্য পাতাযুক্ত সবজি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে খুবই উপকারী। এগুলো শুধু রক্তচাপ কমায় না, বরং দেহের বিভিন্ন রোগের ঝুঁকিও কমায়। সাধারণ লেটুসের বদলে কেল বা পালং শাক ব্যবহার করুন এবং প্রতিদিনের খাবারে বেশি পাতাযুক্ত সবজি রাখুন।

বীজ ও ডাল

বীজ ও ডালও সলিউবল ফাইবার সমৃদ্ধ। এগুলো রক্তচাপ কমানোর পাশাপাশি ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিছু ডাল বা বিনস খেলে হার্ট সুস্থ থাকে।

বাদাম

বাদাম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

# ডায়াবেটিসে পুরো ফল না ফলের রস, কোনটি বেশি উপকারী

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিস থাকা রোগীদের জন্য ফল খাওয়ার বিষয়টি অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হতে পারে। অনেকেই মনে করেন, ফলের প্রাকৃতিক মিষ্টি রক্তে শর্করা বাড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু সঠিকভাবে এবং পরিমিতভাবে খেলে ফল ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে এখানে প্রশ্ন আসে, পুরো ফল খাওয়া উচিত নাকি রস করে পান করা।

পুরো ফল খাওয়ার সুবিধা

পুরো ফলে শুধু প্রাকৃতিক চিনি নয়, থাকে প্রচুর পানি, আঁশ এবং অন্যান্য উপকারী উপাদান। আঁশ হজমকে ধীর করে, ফলে রক্তে শর্করা দ্রুত বাড়ে না।

ফল চিবিয়ে খাওয়ার সময় মস্তিষ্কে পেট ভরা সংকেত যায়, যা অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমায়। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকে। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পুরো ফল খাওয়া নিরাপদ এবং পুষ্টিকর।

রস বানালে কী ঘটে

ফল থেকে রস বানানোর সময় বেশিরভাগ আঁশ বের হয়ে যায়। ফলে প্রাকৃতিক চিনি আরও ঘন হয়ে যায় এবং রক্তে দ্রুত শর্করা ছড়িয়ে পড়ে। ফলের রস দ্রুত হজম হয় এবং পেট তৃপ্তির অনুভূতি কমে যায়, ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি শর্করা ও ক্যালরি গ্রহণ হতে পারে।

বে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে, যেমন রক্তে শর্করা খুব কমে গেলে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুটা ফলের রস গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি দৈনন্দিন অভ্যাস হিসেবে ঠিক নয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো ফল

নিচের কিছু ফল তুলনামূলকভাবে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো, কারণ এতে কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স, প্রচুর আঁশ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে :

ডালিম : অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ

আপেল : খোসাসহ আঁশ সমৃদ্ধ

স্ট্রবেরি ও ব্লুবেরি : রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

পেয়ারা : হজম ও রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে ভালো

# কচুর মুখী দিয়ে কই মাছের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: কচুর মুখী দিয়ে কই মাছের ঝোল একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ বাঙালি রান্না। কই মাছ ভেজে নিয়ে, পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা, জিরা ও সামান্য হলুদ দিয়ে মসলা কষিয়ে কচুর মুখী ও ঝোল দিয়ে এই তরকারি তৈরি করা হয়। এটি ভাতের সাথে খুবই উপাদেয়।
উপকরণ: কই মাছ (৪-৫টি), কচুর মুখী (২৫০ গ্রাম), পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা ও লবণ।
প্রস্তুতি: কই মাছ ধুয়ে হলুদ-লবণ মাখিয়ে হালকা ভেজে তুলে রাখুন।
প্রণালী: তেলে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ ও মসলা কষান। কচুর মুখী দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে পরিমাণমতো জল দিন। ঝোল ফুটলে মাছ দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন যতক্ষণ না কচু সেদ্ধ হচ্ছে।
এটি একটি গ্রামের সুস্বাদু খাবার যা সাধারণত বাটা মাছের সাথেও করা হয়।

# কাঁচা কলা দিয়ে কই মাছের পাতলা ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: কাঁচা কলা দিয়ে কই মাছের পাতলা ঝোল একটি স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু বাঙালি খাবার, যা মূলত কম তেল-মশলায় তৈরি করা হয় [১০, ১৩]। এটি তৈরি করতে কই মাছ ভেজে নিয়ে জিরে ফোড়ন, কাঁচা কলা, আলু, টমেটো, এবং হলুদ-জিরে গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে ঝোল তৈরি করা হয় [১০, ১১]। এই রান্নাটি খুব সহজে এবং দ্রুত তৈরি করা যায়, যা শরীরের জন্যও উপকারী
প্রস্তুতপ্রণালী: মাছ ভাজা: কই মাছ নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা ভেজে তুলে রাখুন।
কলা ও মশলা: কাঁচা কলা ও আলু লম্বা করে কেটে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে জিরে ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে সবজিগুলো সামান্য ভেজে নিন
রান্না: জিরে বাটা/গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কা এবং টমেটো দিয়ে ভালো করে কষান।
ঝোল: পর্যাপ্ত জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে কলা ও আলু সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন ।
ফিনিশিং: ঝোল ফুটে উঠলে ভাজা কই মাছ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফুটিয়ে সামান্য ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে নামিয়ে নি। কলা ও মাছের এই সংমিশ্রণটি একটি সুষম আহার হিসেবে বিবেচিত হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# মুলা দিয়ে কই মাছ

পরিচয় ডেস্ক: মুলা দিয়ে কই মাছ একটি জনপ্রিয় ও সুস্বাদু বাঙালি রান্না, যা সাধারণত হালকা মশলায় ঝোল বা চচ্চড়ি হিসেবে তৈরি করা হয়। কই মাছ নুন-হলুদ দিয়ে হালকা ভেজে, মুলা পাতলা ফালি করে কেটে পেঁয়াজ, আদা-রসুন বাটা ও জিরা দিয়ে এই স্বাস্থ্যকর তরকারি রান্না করা হয়। এটি গরম ভাতের সাথে বেশ মানানসই।

প্রণালী: ১. মাছ প্রস্তুত: কই মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে সামান্য লাল করে ভেজে তুলে রাখুন।

২. সবজি কাটা: মুলাগুলো ডুমো বা লম্বা পাতলা ফালি করে কেটে সামান্য ভাপিয়ে নিলে কাঁচা গন্ধ চলে যায়।

৩. ফোড়ন ও মশলা: কড়াইয়ে তেল গরম করে কালোজিরা বা পাঁচফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা সোনালী হলে আদা-রসুন বাটা, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হলুদ ও মরিচ গুঁড়ো দিয়ে কষান।

৪. রান্না: মশলা কষে তেল বের হলে ভাপানো মুলা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে পরিমাণমতো গরম জল দিন।

৫. ফিনিশিং: ঝোল ফুটে উঠলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। ঢাকা দিয়ে মুলা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। নামানোর আগে কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

এই তরকারিটি সাধারণত পাতলা ঝোল হিসেবে বেশি ভালো লাগে।

# ফুলকপি দিয়ে কই মাছের সুস্বাদু

পরিচয় ডেস্ক: ফুলকপি দিয়ে কই মাছের একটি সুস্বাদু ঝোল তৈরির জন্য মাছ নুন-হলুদ দিয়ে হালকা ভেজে নিন। এরপর কড়াইয়ে তেল গরম করে জিরে ও তেজপাতা ফোরন দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, হলুদ, জিরে গুঁড়ো ও লঙ্কা গুঁড়ো কষিয়ে নিন। ফুলকপি ও মাছ দিয়ে মশলা কষিয়ে জল ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন।

কই মাছের সাথে ফুলকপি রান্নার বিস্তারিত টিপস:

মাছ ভাজা: কই মাছের চামড়া শক্ত ও আঁশটে হয়, তাই ভাজার আগে সামান্য নুন-হলুদ মাখিয়ে হালকা ভাজলে স্বাদ বাড়ে।

ফুলকপি: ফুলকপি বড় টুকরো করে কেটে সামান্য ভাপিয়ে নিলে বা হাল্কা ভেজে নিলে রান্নার স্বাদ ভালো হয়।

ঝোল: পেঁয়াজ ও আদা-রসুনের মশলা কষিয়ে, ঝোলে ফুলকপি ও মাছ দিয়ে হালকা আঁচে ঢেকে রান্না করুন যাতে ফুলকপি সিদ্ধ হয় কিন্তু গলে না যায়।

সবশেষে গরম মশলা গুঁড়ো বা চেরা কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

এই পদ্ধতিতে কম সময়েই সুস্বাদু ফুলকপি দিয়ে কই মাছের ঝোল তৈরি করা যায়।

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

# MARCH SAT PREP

Enroll Now & Get Up To

**$400 OFF**

ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!

Sale ends Sunday January 25th, 2026

Grade 10 & 11 Students

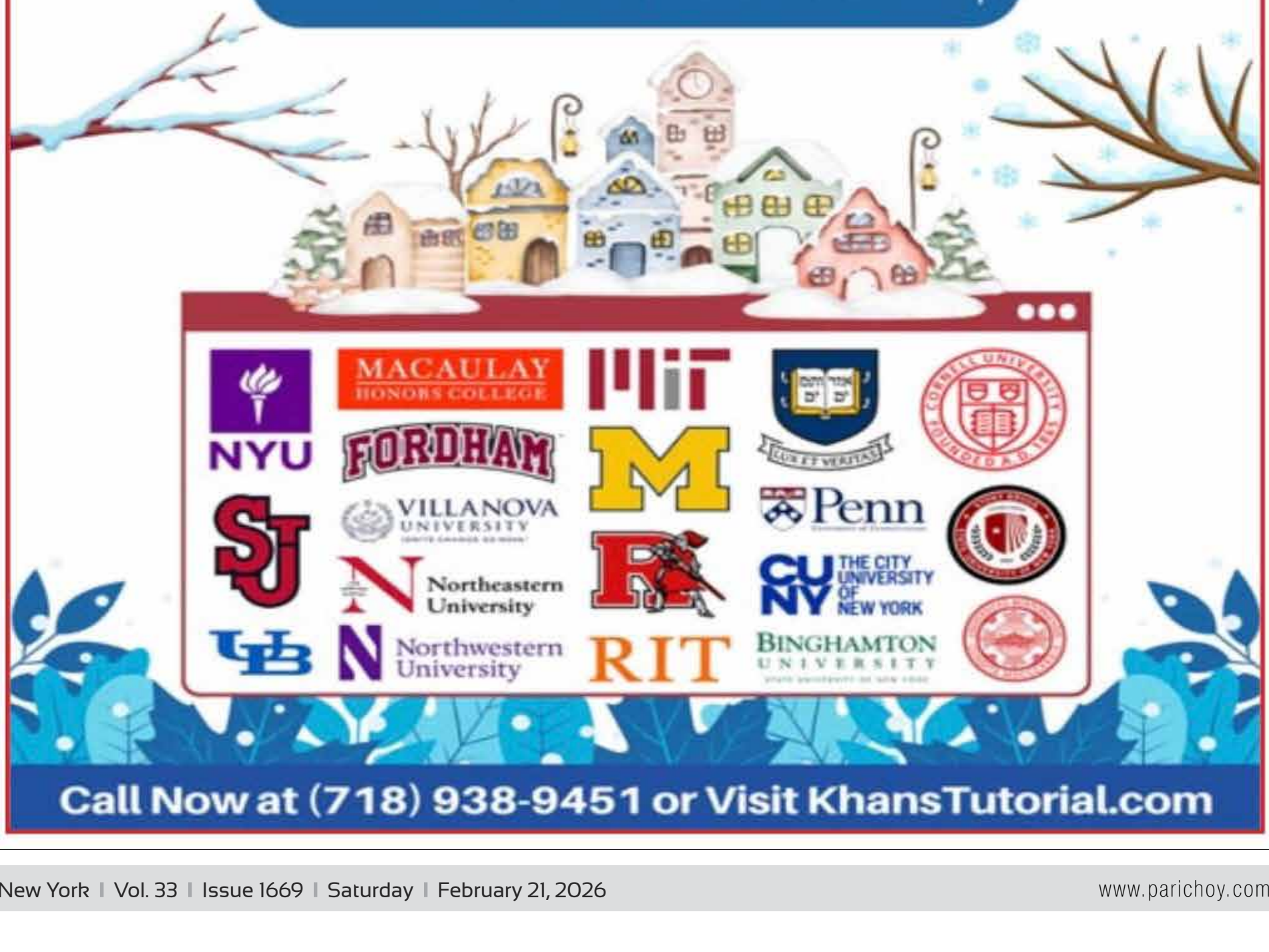


Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

# LAW OFFICES

## Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
## Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

**বিনামূল্যে পরামর্শ**

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

**ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি**

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

**WWW.MOINLAW.COM**

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

## পাকিস্তানে করাচীতেভয়াবহ

১২ পৃষ্ঠার পর

থেকে লিক হওয়া গ্যাসের কারণে এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে কয়েকজনকে বের করে আনে। নিহতদের মধ্যে ১০ বছর বয়সি এক নাজিয়া এবং ৬০ বছর বয়সি মোহাম্মদ রিয়াজ নামের দুজন রয়েছেন। এ ছাড়া এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং আরেকজনের পরিচয় শনাক্তের প্রক্রিয়া চলছে। কর্মকর্তারা জানান, আহত অবস্থায় ১৪ বছর বয়সি এক কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখনও দুজন ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভবনের আশপাশের সরু রাস্তার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে উদ্ধারকারী সংস্থা। এদিকে পুলিশ পুরো এলাকা ঘিরে ফেলেছে এবং উদ্ধার অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

## সরকারের অর্থায়নে

১২ পৃষ্ঠার পর

সুদর্শন টিভির প্রধান সুরেশ চাভাঙ্কে বলেন, ভারতের ২৫ শতাংশ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে এসেছে। তাই এনআরসি চালু করে তাদের সরিয়ে দিতে হবে। মুসলিমদের জনসংখ্যায় সীমা আরোপেরও দাবি জানান তিনি। বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় বলেন, সরকারের ভয়ে মুসলিমদের হিন্দু হিসেবে ধর্মান্তরিত করা যায় না। কিন্তু প্রতিটি হিন্দু যদি একজন করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেন, তাহলে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব। উপস্থিত ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁরা চাইলে নিজেদের কর্মীদের ধর্মান্তরিত করতে পারেন। রাহুল দেওয়ান নামের আরেক বক্তা বলেন, একটি 'সাংবিধানিক হিন্দু রাষ্ট্র' গড়তে আক্রমণাত্মক কৌশল প্রয়োজন। তারা (মুসলিমেরা) যদি লাড্ডুর মধ্যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মেশায়, তাহলে লাখো হিন্দু মারা যেতে পারেন। এমন একটি আয়োজনে সরকারি অর্থায়ন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, করদাতাদের অর্থ এমন একটি আয়োজনে কেন দেওয়া হবে, যেখানে একটি সম্প্রদায়কে স্রেফ মুছে ফেলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

## ভারতের গণতন্ত্রকে তারা

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, এমন পরিস্থিতি রাজতন্ত্রেও হয়নি, এবং কমিশন এখন 'সুপার তুঘলকি' বা 'সুপার হিটলার' হয়ে গেছে।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সরব; তিনি দাবি করেছেন যে কমিশন সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে না এবং বিজেপির অনুকূলে কাজ করছে। ভোটাধিকারের সুরক্ষায় তিনি সুপ্রিম কোর্টেও যাত্রা করেছেন। মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি একাধিকবার নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করে বলেন, দেশে 'সর্বনাশী খেলা' চলছে।

## ঋণের ফাঁদের দিকে

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৪.৯ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিতে হচ্ছে, যাতে খুচরা বিদ্যুতের দাম সহনীয় রাখা যায়। ভর্তুকি বন্ধ হলে বিদ্যুতের দাম ৮৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে। ২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদকদের পরিশোধ ১১ গুণ এবং সক্ষমতা চার্জ ২০ গুণ বেড়েছে, অথচ উৎপাদন বেড়েছে মাত্র চার গুণ। অনেক কেন্দ্র জ্বালানি সংকটে অলস থাকলেও চুক্তির কারণে অর্থ পরিশোধ অব্যাহত রয়েছে।

শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা : গবেষণায় ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার আর্থিক সংকটের উদাহরণ তুলে ধরা হয়। দেশটির প্রায় ৬৫ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ অবকাঠামো খাতে ব্যয় হয়েছিল। কিন্তু অনেক প্রকল্প প্রত্যাশিত আয় দিতে পারেনি। সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্রা রাজাপক্ষের সময় নেওয়া একাধিক প্রকল্প পরে অকার্যকর হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত আয় না থাকায় ঋণ পরিশোধে চাপ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দেশটি গভীর সংকটে পড়ে।

গবেষকদের মতে, বাংলাদেশেও একই ধরনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। প্রকৃত ঋণ-জিডিপি অনুপাত সংশোধিত হিসাবে ৪২ শতাংশ, যেখানে আগে ৩৩ শতাংশকে নিরাপদ বলা হতো। বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে এই অনুপাত ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা বলেন, কেবল স্বচ্ছতা নয়, কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত তথ্য প্রকাশ, প্রকল্প শুরুর আগে জমি ও নকশা প্রস্তুতি যাচাই, কর্মসম্পাদনের সঙ্গে অর্থ পরিশোধ যুক্ত করা এবং দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ-এসব ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

আলোচনায় চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের জাকির হোসেন খান বলেন, 'আমাদের বৈদেশিক ঋণ ১০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করার পরও যদি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বার্ষিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হয়, তবে বাংলাদেশ দ্রুতই আর্থিক দেউলিয়াত্বের দিকে এগিয়ে যাবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনা দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ডদের দ্বারা হাইজ্যাক হয়েছে।

ইউএনডিপির কান্ট্রি ইকোনমিক অ্যাডভাইজার ওয়াইস পারে বলেন, 'ক্রমবর্ধমান ঋণ অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। ঝুঁকি হলো অর্থায়ন থেকে নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা; ঋণ গ্রহণ যেন প্রকৃত, টেকসই উন্নয়নে রূপান্তরিত হয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের অবশ্যই সমন্বিত পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার মাধ্যমে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে হবে।'

এফসিডিওর গভর্ন্যান্স অ্যাডভাইজার এমা উইন্ড বলেন, 'বাংলাদেশ যেহেতু এলডিসি উত্তরণের কাছাকাছি পৌঁছেছে, বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার একটি আর্থিক আবশ্যকতা। প্রকিউরমেন্ট (সংগ্রহ) প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে আইএমএফ সুশাসন ডায়াগনস্টিকস এবং দাতাদের দক্ষতা ব্যবহার করে আমরা একটি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল, জ্বালানি-সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে পারি, যা জাতি এবং এর বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন অংশীদার উভয়কেই উপকৃত করবে।'

বিপিডিবির পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম মোল্লা বলেন, 'বিশেষ আইন বাতিল করা এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রবর্তন করার ফলে সৌরবিদ্যুতের শুল্ক ১০ সেন্ট থেকে কমিয়ে ৫-৮ সেন্টে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। জমির লভ্যতা এবং জ্বালানি বহুমুখীকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলোকে একটি টেকসই, সাশ্রয়ী জ্বালানি ভবিষ্যতে রূপান্তর করছি।'

নবায়নযোগ্য জালানি সংগঠন বিএসআরইএ প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আল মাহমুদ বলেন, 'যেখানে সৌরবিদ্যুতের দাম পাঁচ সেন্টের নিচে, সেখানে আমাদের আমদানির পেছনে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে। গ্রিডসংলগ্ন জমির মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ করা এখন আর কোনো বিকল্প নয়, এটি বাংলাদেশের বেঁচে থাকার জন্য একটি অপরিহার্য কৌশল।'

## খাদ্য নেই, জ্বালানি নেই-

১২ পৃষ্ঠার পর

যেখানে যা উৎপাদন সম্ভব, সেখানেই তা খেতে হবে; জ্বালানি কম থাকলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহও ব্যাহত হবে। কিউবার অধিকাংশ খাদ্য আমদানিনির্ভর। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান খাদ্য আমদানি বন্ধ করেছে। কারণ তারা পণ্য সংরক্ষণে হিমাগার ব্যবস্থা সচল রাখতে পারছে না। এর ফলে বাজারে ফল-সবজির দাম দুই থেকে তিনগুণ বেড়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, দীর্ঘদিন পর্যটকদের সঙ্গে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা ম্যান্ডি প্রুনা এখন পরিবার নিয়ে স্পেনে পাড়ি জমানোর কথা ভাবছেন। তিনি বলেন, 'গ্যাস কিনতে ডলার লাগবে, কিন্তু পর্যটকই নেই-খরচ তুলব কীভাবে?' ইতিমধ্যে তিনি তাঁর ক্ল্যাসিক গাড়িচালকের লাইসেন্স স্থগিত করেছেন। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই সংকট অব্যাহত থাকলে কিউবা এক গভীর মানবিক বিপর্যয়ের দিকে এগোতে পারে।

## 'পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি' চলতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নতুন অর্থমন্ত্রী আমির খসরুর

১০ পৃষ্ঠার পর

পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি আমরা চলতে দিতে পারি না। বাংলাদেশের অর্থনীতি সকল মানুষের জন্য হতে হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার প্রথমবার সচিবালয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আমির খসরু। কীভাবে এ দায়িত্ব সামলাতে চান, সে কথাও তিনি বলেন।

আমির খসরু বলেন, প্রাথমিকভাবে যেটা সমস্যা আমাদের, একচুয়ালি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর একেবারে খুব খারাপ অবস্থা। আমাদেরকে প্রথমে এড্রেস করতে হবে যে ইনস্টিটিউশনগুলোকে রিকভার করতে হবে।

তিনি বলেন, ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে প্রফেশনালিজম আনতে হবে, স্বচ্ছতা আনতে হবে, এফিশিয়েন্সি আনতে হবে। এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এগুলার অনুপস্থিতিতে আমরা যত বড় প্রোগ্রামই নিই, এগুলো কাজ করবে না। এটা হচ্ছে এক নম্বর।

তার দ্বিতীয়ত, 'পৃষ্ঠপোষকতার অর্থনীতি' থেকে বেরিয়ে এসে অর্থনীতির 'গণতন্ত্রীকরণের' কথা বলেন অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি সকল মানুষের জন্য হতে হবে। লেভেল প্লেইং ফিল্ড থাকতে হবে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের যাতে সুযোগ থাকে অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং অর্থনীতির সুফল যাতে তাদের কাছে যায়।

তিনি বলেন, তৃতীয় কথা হচ্ছে, এটা সফলভাবে করতে হলে আমাদের সিরিয়াস ডিরেগুলেশন করতে হবে। বাংলাদেশ একটি ওভার রেগুলেটেড কান্ট্রি হয়ে গেছে। এটা হয়েছে পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি করতে করতে।

তিনি আরও বলেন, আমাকে সিরিয়াস ডিরেগুলেশন করতে হবে। লিবারলাইজেশন করতে হবে। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে হবে। যাতে সকলের সমান অধিকার থাকে। অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং অর্থনীতির সুফল যাতে সকলের কাছে যায়।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ২০০১ সালে খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকারে বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এবার বিএনপির নতুন সরকারে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তাকে অর্থের সঙ্গে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন।


**Law Office of Mahfuzur Rahman**

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

**Appointment : 347-856-1736**

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com



**সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন**

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেটে প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

**(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)**

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

## এলডিসি উত্তরণ পেছানো কতটা

১০ পৃষ্ঠার পর

বেরিয়ে তাঁরা অন্য কথা বলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তিন বছর পিছিয়ে গেলে এবং নির্বাচিত সরকার দায়িত্বে এলে কি বিদ্যুৎ সমস্যা, যানজট সমস্যা ইত্যাদি সমাধান হয়ে যাবে? বৈশ্বিক রাজনীতি এখন খুবই টালমাটাল-এটা মাথায় রেখে আমাদের রেখে কাজ করতে হবে।' জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসিতে (সিডিপি) সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রথম আলোকে বলেন, 'এলডিসি উত্তরণের সময় পেছানোর জন্য বাংলাদেশের যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে। আট বছর সময় পাওয়ার পরও প্রস্তুত নয়-এই কারণ দেখিয়ে সময় পেছানো যাবে না। সম্প্রতি এক সেমিনারে একজন বিশেষজ্ঞ অ্যাঙ্গোলা ও মিয়ানমারের এলডিসি উত্তরণ পেছানোর কারণ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য দেননি। আসল তথ্য হলো-তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় অ্যাঙ্গোলার আর্থসামাজিক সূচক পড়ে যায়। আর মিয়ানমারের উত্তরণ সিডিপি নিজেই পিছিয়ে দেয়। কারণ, এই সিদ্ধান্তের দুই সপ্তাহ আগে সেখানে সামরিক ক্যু হয়।' দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের এখন সব মনোযোগ দেওয়া উচিত মসৃণ উত্তরণ কৌশলে (এসটিএস)। এ জন্য শিল্প উৎপাদক, ওষুধ খাত ও কৃষি খাতের উদ্যোক্তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করা উচিত। তিনটি বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। এগুলো হলো-এক. অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনা; দুই. শ্রম ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; তিন. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সময় পেছাতে কী করতে হবে

২০১৮ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণপ্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। সাধারণত ৬ বছরে এ প্রক্রিয়া শেষ হয়। কিন্তু কোভিডের কারণে বাংলাদেশসহ অন্য দেশকে আরও দুই বছর সময় দেওয়া হয়।

গত ১৩ মার্চ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়, ২০২৬ সালে নির্ধারিত সময়েই বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটবে। এ নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এখন এলডিসি উত্তরণ পেছাতে হলে উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বদলাতে হবে।

জানা গেছে, এলডিসি উত্তরণ পেছানোর আবেদনের দুটি প্রক্রিয়া আছে। প্রথম প্রক্রিয়াটি হলো, সরকারপ্রধানকে সরাসরি ইকোসকের সিডিপির প্রধানের কাছে চিঠি লিখতে হবে। চিঠিতে যৌক্তিক কারণ দেখাতে হবে যে নির্দিষ্ট এক বা একাধিক নতুন ও অপ্রত্যাশিত কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এখন উত্তরণ পেছানো ছাড়া আর বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আবেদন পেলে সিডিপি একটি মূল্যায়ন করবে এবং এই মূল্যায়নের ওপর পেছানোর বিষয়টি নির্ভর করবে। দ্বিতীয় উপায়টি হলো, বাংলাদেশ সরাসরি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আবেদন করতে পারে। তখন সাধারণ পরিষদই সিদ্ধান্ত নেবে। সে ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভূমিকা রাখতে পারে এমন শক্তিশালী দেশের সহায়তা লাগবে এবং যৌক্তিক কারণ দেখাতে হবে।

গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়। এরপর অর্থনীতিতে কিছু সংস্কার হয়েছে। তবে এক বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হয়েছে, রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বেড়েছে। ব্যাংক খাতেও কিছু সংস্কার হয়েছে, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ওই খাতে। মূল্যস্ফীতি কমেছে। সরকারের নীতিনির্ধারকদের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছে। তাহলে এলডিসি উত্তরণের সময় পেছাতে গেলে বাংলাদেশ কী কারণ দেখাবে, সেটাও এখন প্রশ্ন। তবে দক্ষ শ্রমশক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক খাতে সংস্কার, রাজস্ব খাত, বিনিয়োগ পরিবেশসহ নানা খাতে দুর্বলতা আছে।

কোন দেশ কী কারণে পিছিয়েছে

এলডিসি উত্তরণের সময় পেছানোর আবেদন করে সফল হয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। ২০২৩ সালে দেশটির সরকার গৃহযুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ দেখিয়ে বাড়তি সময় চেয়ে সিডিপির কাছে আবেদন করে। সিডিপি মূল্যায়ন করে তিন বছর সময় বাড়িয়ে দেয়।

কয়েক বছর আগে আফ্রিকার দেশ অ্যাঙ্গোলা এলডিসি উত্তরণ পেছানোর আবেদন করে। সব প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ায় দেশটি সরাসরি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আবেদন করে। দেশটি কারণ দেখায়, তেলের দাম পড়ে যাওয়ায় তাদের অর্থনীতি ও সামাজিক খাতের সব সূচক পড়ে গেছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পর্তুগালের সহায়তায় তারা বাড়তি সময় পায়। অন্যদিকে মিয়ানমার নিজে চেয়েছিল এলডিসি থেকে বের হতে। কিন্তু সিডিপি বা জাতিসংঘ সেই সুযোগ দেয়নি। কারণ, চার বছর আগে যখন দেশটি নিয়ে পর্যালোচনা হচ্ছিল, তার দুই সপ্তাহ আগে মিয়ানমারে সামরিক ক্যু হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতায় পড়ে দেশটি। তাই ২০২৭ সাল পর্যন্ত দেশটির এলডিসি উত্তরণ পিছিয়ে দেয় সিডিপি।

এ ছাড়া সুনামির কারণে মালদ্বীপ এবং ভূমিকম্পের কারণে নেপালের এলডিসি উত্তরণ নির্ধারিত সময়ে হয়নি।

ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন কেন

পোশাক, ওষুধসহ রপ্তানির বিভিন্ন খাতের ব্যবসায়ীরা এলডিসি উত্তরণ ৩ থেকে ৬ বছর পেছানোর দাবি করছেন। গত বৃহস্পতিবার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশের (আইসিসিবি) এক সেমিনারে তাঁরা এই দাবি জানান। সেমিনারে আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমান এলডিসি থেকে উত্তরণের সময় বাড়ানোর জন্য পাঁচটি কারণ বা যুক্তি তুলে ধরেন। সেগুলো হচ্ছে ১. ভালো বাণিজ্য দর-কষাকষির জন্য, ২. তৈরি পোশাকের বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্য আনা, ৩. শিল্প খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা, ৪. বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ৫. প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো ও জলবায়ু সহনশীলতা টেকসই করা। তাঁর মতে, এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে শুল্ক বাড়বে ১২ শতাংশ। আর জিএসপিসহ অন্যান্য বাণিজ্যসুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে রপ্তানি কমবে ৬ থেকে ১৪ শতাংশ।

যেভাবে উত্তরণ হয়

এলডিসি থেকে কোন দেশ বের হবে, সে বিষয়ে সুপারিশ করে সিডিপি। এ জন্য প্রতি তিন বছর পরপর এলডিসিগুলোর ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা-এই তিন সূচক দিয়ে একটি দেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে পারবে কি না, সেই যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। যেকোনো দুটি সূচকে যোগ্যতা অর্জন করতে হয় কিংবা মাথাপিছু আয় নির্দিষ্ট সীমার দ্বিগুণ হতে হয়। এই মানদণ্ড সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মানদণ্ডের তিনটিতেই উত্তীর্ণ হয়। ২০২১ সালেই বাংলাদেশ চূড়ান্ত সুপারিশ পায় যে ২০২৪ সালে এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবে বাংলাদেশ। কিন্তু করোনার কারণে প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে এলডিসি তালিকায় যুক্ত হয় বাংলাদেশ। এলডিসিভুক্ত দেশ হওয়ার কারণে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য-সুবিধাসহ নানা সুবিধা পেয়েছে বাংলাদেশ।

আট দেশের এলডিসি উত্তরণ

বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে। এলডিসি দেশগুলোও একধরনের উন্নয়নশীল দেশ। যেসব দেশের সক্ষমতা তুলনামূলক কম, তাদের এই তালিকায় রাখা হয়। আগামী পাঁচ বছরে এলডিসি তালিকা থেকে বের হতে অপেক্ষায় আছে ছয়টি দেশ। বাংলাদেশ ছাড়াও ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের তালিকায় লাওস ও নেপালও আছে।

১৯৭১ সালে প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা করা হয়। এ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে সব মিলিয়ে আটটি দেশ এলডিসি থেকে বের হয়েছে। দেশগুলো হলো ভুটান, বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, ইকুয়েটোরিয়াল গিনি, মালদ্বীপ, সামোয়া, ভানুয়াতু, সাও টোমো অ্যান্ড প্রিন্সেপ। - জাহাঙ্গীর শাহ - ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

## ফেব্রুয়ারির প্রথম ১৬ দিনে এল

১০ পৃষ্ঠার পর

ডলার, যা আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ২৯ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। ৭ ফেব্রুয়ারি রিজার্ভ ছিল ৩৪ দশমিক শূন্য ৬ বিলিয়ন ডলার, যা তখন আইএমএফের হিসাব পদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৯ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলার। নির্বাচন সামনে রেখে চলতি মাসে প্রতিদিন গড়ে ১১.২৫ মিলিয়ন ডলার করে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই মাস ধরে দেশে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স আসা বেড়েছে। এর আগে চলতি বছরের প্রথম মাস; অর্থাৎ জানুয়ারিতে প্রবাসী আয় এসেছে ৩১৭ মিলিয়ন ডলার। তার আগের মাস ডিসেম্বরে এসেছিল ৩২২ মিলিয়ন ডলার। তার আগে তিন মাসে ৩ বিলিয়ন ডলারের কম প্রবাসী আয় এসেছিল।

আহলান সাহলান
মাহে রামাদান

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

খোশ আমদেদ
মাহে রামাদান

بسم الله الرحمن الرحيم

In The Name of Allah The Most Merciful Beneficent

# Astoria Welfare Society USA Inc

(Non Profit)

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখ রোজ সোমবার সন্ধ্যা ৫.১৫ মিনিটে
এষ্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএস এ ইন্ক- উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

স্থান: আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার
৩৫-১৯, ৩৬ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া নিউইয়র্ক ১১১০৬

সভাপতি
সোহেল আহমেদ
(718) 307-9543

দাওয়াতক্রমে

সাধারন সম্পাদক:
মো: জাবেদ উদ্দিন
(347) 898-8383

## TIME TABLE FOR RAMADAN 1447 A.H. 2026 A.D.

**10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS**

| Ramadan | Day | Date | Stop Eating | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Ifter/Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | Feb 18 | 5:26 | 5:31 | 6:46 | 12:12 | 3:52 | 5:36 | 6:52 |
| 02 | Thu | Feb 19 | 5:25 | 5:30 | 6:45 | 12:12 | 3:53 | 5:37 | 6:53 |
| 03 | Fri | Feb 20 | 5:24 | 5:29 | 6:44 | 12:12 | 3:54 | 5:39 | 6:55 |
| 04 | Sat | Feb 21 | 5:22 | 5:27 | 6:42 | 12:12 | 3:55 | 5:40 | 6:56 |
| 05 | Sun | Feb 22 | 5:21 | 5:26 | 6:41 | 12:12 | 3:56 | 5:41 | 6:57 |
| 06 | Mon | Feb 23 | 5:19 | 5:24 | 6:39 | 12:11 | 3:57 | 5:42 | 6:58 |
| 07 | Tue | Feb 24 | 5:18 | 5:23 | 6:38 | 12:11 | 3:58 | 5:43 | 6:59 |
| 08 | Wed | Feb 25 | 5:16 | 5:21 | 6:36 | 12:11 | 3:59 | 5:44 | 7:00 |
| 09 | Thu | Feb 26 | 5:15 | 5:20 | 6:35 | 12:11 | 4:00 | 5:46 | 7:02 |
| 10 | Fri | Feb 27 | 5:13 | 5:18 | 6:33 | 12:11 | 4:01 | 5:47 | 7:03 |
| **10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS** | | | | | | | | | |
| 11 | Sat | Feb 28 | 5:12 | 5:17 | 6:32 | 12:11 | 4:02 | 5:48 | 7:05 |
| 12 | Sun | Mar 01 | 5:10 | 5:15 | 6:30 | 12:10 | 4:04 | 5:50 | 7:07 |
| 13 | Mon | Mar 02 | 5:08 | 5:13 | 6:28 | 12:10 | 4:05 | 5:51 | 7:08 |
| 14 | Tue | Mar 03 | 5:06 | 5:11 | 6:26 | 12:10 | 4:06 | 5:52 | 7:10 |
| 15 | Wed | Mar 04 | 5:04 | 5:09 | 6:25 | 12:10 | 4:07 | 5:54 | 7:11 |
| 16 | Thu | Mar 05 | 5:03 | 5:08 | 6:23 | 12:09 | 4:08 | 5:55 | 7:12 |
| 17 | Fri | Mar 06 | 5:01 | 5:06 | 6:21 | 12:09 | 4:09 | 5:56 | 7:13 |
| 18 | Sat | Mar 07 | 4:59 | 5:04 | 6:19 | 12:09 | 4:11 | 5:57 | 7:15 |
| 19 | Sun | Mar 08 | 5:58 | 6:03 | 6:18 | 1:09 | 5:11 | 6:58 | 8:15 |
| 20 | Mon | Mar 09 | 5:54 | 6:02 | 7:17 | 1:08 | 5:12 | 6:59 | 8:17 |
| **10 DAYS ARE TO BE FREE FROM HELL FIRE** | | | | | | | | | |
| 21 | Tue | Mar 10 | 5:55 | 6:00 | 7:15 | 1:08 | 5:13 | 7:00 | 8:17 |
| 22 | Wed | Mar 11 | 5:53 | 5:58 | 7:13 | 1:08 | 5:14 | 7:01 | 8:18 |
| 23 | Thu | Mar 12 | 5:51 | 5:56 | 7:11 | 1:08 | 5:14 | 7:02 | 8:19 |
| 24 | Fri | Mar 13 | 5:50 | 5:55 | 7:10 | 1:07 | 5:15 | 7:04 | 8:20 |
| 25 | Sat | Mar 14 | 5:48 | 5:53 | 7:08 | 1:07 | 5:16 | 7:06 | 8:22 |
| 26 | Sun | Mar 15 | 5:47 | 5:52 | 7:07 | 1:07 | 5:17 | 7:06 | 8:23 |
| 27 | Mon | Mar 16 | 5:45 | 5:50 | 7:05 | 1:06 | 5:18 | 7:07 | 8:24 |
| 28 | Tue | Mar 17 | 5:43 | 5:48 | 7:03 | 1:06 | 5:19 | 7:08 | 8:25 |
| 29 | Wed | Mar 18 | 5:41 | 5:46 | 7:02 | 1:06 | 5:19 | 7:09 | 8:26 |
| 30 | Thu | Mar 19 | 5:40 | 5:45 | 7:00 | 1:06 | 5:20 | 7:10 | 8:27 |

### রোজার নিয়েত:

নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন শাহরি রামাদ্বানাল মুবারাকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাছ ছামিউল আলীম।

**NIYAT OF SAUM:**

*Nawaitu-Un-Assuma Gadam Min Shahri Ya Allah Fatakabbal Minni Innaka Antas Samiul Alim*

"When Ramadan begins any person who intends to fast should express to Allah the following :
"O Allah I Intend to keep the fast today in the month of Ramadan."

### ইফতারের দোয়া:

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজক্কিকা আফতারতু বিরাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

**SUPPLICATION - DU'A:**

Allahumma Laka Sumtu Wa Tawakkltu, Wa'alaa Rizkika Aftartu. "O Allah, I have fasted for you.
I believe in you and I make iftar with the rizq (food) provided by you".

SM PRINTING: 929 328 9192

* First day and last day of ramadan depend on moon sighting

## ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC.

## এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক

(Non Profit)

29-11, 36 Ave, Astoria, NY 11106, Tel: (347) 898-8383
email: mjabed1969@gmail.com www.astoriawelfaresoceity.com

## সৌজন্যে: Astoria Digital Travel

## বিগত চার সংসদের চেয়ে এবারে

৮ পৃষ্ঠার পর

ঋণ ছিল এক হাজার ১০৭ কোটি টাকা। দশম সংসদে তা বেড়ে দাঁড়ায় তিন হাজার ৬২৪ কোটি টাকা, একাদশ সংসদে ছয় হাজার ৪২৩ কোটি টাকা এবং দ্বাদশ সংসদে ১০ হাজার ৩৯২ কোটি টাকা। সর্বশেষ ত্রয়োদশ সংসদে এই অঙ্ক আরও বেড়ে ১১ হাজার ৩৫৬ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ত্রয়োদশ সংসদের প্রায় অর্ধেক সংসদ সদস্যই ঋণগ্রস্ত। দলভিত্তিক হিসাবে বিএনপির সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬২ দশমিক ০২ শতাংশ এবং জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এই হার ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

সংসদভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, দায় ও ঋণগ্রস্ত সংসদ সদস্যের হার নবম সংসদে ছিল ৫৩ দশমিক ৬৮ শতাংশ, দশম সংসদে ৫৬ দশমিক ০১ শতাংশ, একাদশ সংসদে ৫১ দশমিক ৩০ শতাংশ, দ্বাদশ সংসদে ৫২ শতাংশ এবং ত্রয়োদশ সংসদে তা কিছুটা কমে ৪৯ দশমিক ৮৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

## পুতিন মডেলের ক্ষমতা চান ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

এবং পুরো পশ্চিমা বিশ্বকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। ক্লিনটনের ভাষায়, ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো 'জবাবদিহিহীন ক্ষমতা'র মডেল অনুসরণ করতে চান।

চেক প্রজাতন্ত্রের উপপ্রধানমন্ত্রী ম্যাসিনকা তখন রসিকতা করে বলেন, 'আমার মনে হয়, আপনি তাঁকে সত্যিই পছন্দ করেন না।' এই মন্তব্যে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে। কিন্তু ক্লিনটনের মুখে বিরক্তির হাসি দেখা যায়। তিনি মোটেও আনন্দিত ছিলেন না সে সময়। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ম্যাসিনকার মন্তব্যে অনেকেই হাসলেও সাবেক ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সেটিকে মজার কিছু মনে করেননি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'এটা একদমই সত্য। আমি শুধু তাঁকে পছন্দ করি না, তা নয়। আমি তাঁকে পছন্দ করি না, কারণ তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বকে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন তার কারণে। আপনি যদি মনে করেন, এতে ভালো কিছু আসবে, তাহলে বিষয়টি ভালোভাবে ভেবে দেখুন।'

ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে ম্যাসিনকা বলেন, বর্তমানে দুই দফা প্রেসিডেন্ট হওয়া ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়াশীল কৌশল আসলে আমেরিকার এমন নীতির প্রতিক্রিয়া, যা 'সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে' এবং 'বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।' তিনি বলেন, তথাকথিত 'ক্যানসেল কালচার', 'জলবায়ু আতঙ্কবাদ' এবং 'ওয়োক' মতাদর্শ এসব নীতির অংশ।

ম্যাসিনকা ডানপন্থীদের প্রচলিত অভিযোগগুলো একের পর এক তুলতে থাকলে ক্লিনটন মাথা নেড়ে ও হালকা হেসে প্রতিক্রিয়া জানান। কিন্তু যখন ম্যাসিনকা তথাকথিত 'জেন্ডার বিপ্লব' নিয়ে মন্তব্য করেন, তখন তিনি তাঁকে থামিয়ে দেন। ক্লিনটন কটাক্ষ করে বলেন, 'কোন জেন্ডার? নারীরা তাদের অধিকার পাবে-এটাই কি সমস্যা?' জবাবে ম্যাসিনকা বলেন, এমন কিছু মানুষ আছেন যারা বিশ্বাস করেন 'দুইয়ের বেশি জেন্ডার রয়েছে।'

ম্যাসিনকা দাবি করেন, তিনি যা যা বলেছেন, সেগুলো প্রমাণ করে বামপন্থীরা 'অতিরিক্ত দূরে চলে গেছে।' তখন ক্লিনটন প্রশ্ন তোলেন, 'এতে কি ইউক্রেনের মানুষদের বিক্রি করে দেওয়া ন্যায্য হয়? যারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে?' জবাবে ম্যাসিনকা কটাক্ষ করে বলেন, 'আমি কি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি? দুঃখিত, এটা আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলছে।'

## অভিযোগ তুলে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপে

৭ পৃষ্ঠার পর

বৃহত্তম দ্বীপ' প্রায় ৩০০ বছর ধরে কোপেনহাগেন (ডেনমার্কের রাজধানী)-এর নিয়ন্ত্রণে। নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি পরিচালনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব দ্বীপটির স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ পালন করেন। আর বিদেশ এবং প্রতিরক্ষানীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি নেয় ডেনমার্ক সরকার। দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে ট্রাম্প গত এক বছরে একাধিক বার গ্রিনল্যান্ড দখলের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ট্রাম্পের দাবি, ওই দ্বীপে রাশিয়া এবং চিনের প্রভাব কমাতেই আমেরিকার হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন। এই আবহে গ্রিনল্যান্ডে ট্রাম্পের ভাসমান হাসপাতাল পাঠানোর সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

## চীনে ইরানি তেল বিক্রি বন্ধে একমত

৬ পৃষ্ঠার পর

চীন যদি ইরানের তেল কেনার কারণে শুল্কের মুখে পড়ে, তাহলে তা ইতিমধ্যেই উত্তেজনাপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রচীন সম্পর্ককে আরও জটিল করবে। যুক্তরাষ্ট্র একদিকে গুরুত্বপূর্ণ রেয়ার আর্থ ম্যাগনেটের সরবরাহ ধরে রাখতে চায়, অন্যদিকে এপ্রিল মাসে বেইজিংয়ে পরিকল্পিত শীর্ষ বৈঠকও সুরক্ষিত রাখতে চায়।

ইরান বড় তেল উৎপাদনকারী দেশ হলেও বাজার বেশি উদ্বিগ্ন আঞ্চলিক অস্থিরতা নিয়ে। বিশেষ করে যদি ইরান অন্য দেশগুলোর তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বুধবারের বৈঠকে নেতানিয়াহু ও ট্রাম্প একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে একমত হয়েছেন। সেই লক্ষ্য হলো, এমন একটি ইরান যার পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পথ নিয়ে তাদের মতভেদ আছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে বলেছেন ইরানের সঙ্গে ভালো কোনো চুক্তি করা সম্ভব নয়। এমনকি চুক্তি হলেও ইরান তা মানবে না।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে জানিয়েছেন-তিনি মনে করেন, ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর সুযোগ আছে। ট্রাম্প বলেছেন, 'দেখা যাক এটা সম্ভব কি না। চেষ্টা করে দেখা যাক।'

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ট্রাম্প তাঁর উপদেষ্টা স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারের কাছে জানতে চান, ইরানের সঙ্গে চুক্তির সম্ভাবনা কতটা। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, উইটকফ ও কুশনার ট্রাম্পকে বলেছেন, ইতিহাস বলছে ইরানের সঙ্গে ভালো চুক্তি করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তবে তাঁরা এটাও বলেছেন, এখন পর্যন্ত ইরানিরা আলোচনায় সঠিক কথাই বলছে।

কুশনার ও উইটকফ ট্রাম্পকে জানিয়েছেন, তাঁরা আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং কঠোর অবস্থান বজায় রাখবেন। যদি ইরান এমন কোনো চুক্তিতে রাজি হয় যা তারা সন্তোষজনক মনে করেন, তাহলে তারা তা ট্রাম্পের সামনে উপস্থাপন করবেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি তা গ্রহণ করবেন কি না। মঙ্গলবার উইটকফ ও কুশনার জেনেভায় ইরানিদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে বসবেন। এর আগে এই সপ্তাহে উইটকফ ওমানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে ইরানিদের কাছে বার্তা পাঠান। যুক্তরাষ্ট্র আশা করছে, জেনেভার বৈঠকে তারা ইরানের জবাব পাবে।

এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা ইরানিদের বিষয়ে সতর্ক ও বাস্তববাদী। এখন বল তাদের কোর্টে। যদি এটা বাস্তব চুক্তি না হয়, আমরা তা নেব না।' আরেক মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন, তার মতে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সম্ভাবনা 'শূন্য।' উল্টো দিকেও একই কথা প্রযোজ্য।

ইরানি সাংবাদিক আলি গোলহাকি এক্সে লিখেছেন, উইটকফের বার্তায় একটি মার্কিন প্রস্তাব ছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, ইরান তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থগিত রাখবে। এই সময় পার হলে ইরান খুব নিম্ন মাত্রায় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে পারবে। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রস্তাবে আরও ছিল যে ইরানের কাছে বর্তমানে থাকা ৪৫০ কেজি উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশের বাইরে সরিয়ে নেওয়া হবে। ইরানি ওই সাংবাদিক দাবি করেন, ইরান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে এক মার্কিন কর্মকর্তা অস্বীকার করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র এমন কোনো প্রস্তাব ইরানিদের কাছে দিয়েছে।

## ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনে

৬ পৃষ্ঠার পর

অগ্রহণযোগ্য।' তিনি আরো বলেন, 'সুতরাং যেকোনো উপায়ে আমরা ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের অগ্রযাত্রা থামাব, তাকে নিবৃত্ত করব।

জেনেভায় মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তারা আলোচনা করেন, যার লক্ষ্য ছিল তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক হস্তক্ষেপ এড়ানো।

আলোচনার পর ইরান জানায়, সংঘাত এড়াতে একটি চুক্তির জন্য তারা 'নির্দেশনামূলক নীতিমালা'তে একমত হয়েছে।

তবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেন, তেহরান এখনো ওয়াশিংটনের সব 'রেড লাইন' মেনে নেয়নি।

## এলিয়েন ও ইউএফও সংক্রান্ত নথি

৭ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা (ইউএপি) এবং অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তু (ইউএফও)সম্পর্কিত সরকারি নথি চিহ্নিত করে প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু করেন।'

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহান্তে ট্রাম্পের পূর্বসূরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মন্তব্য ভাইরাল হয়। পডকাস্ট উপস্থাপক ব্রায়ান টাইলার কোহেন সাবেক প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভিনগ্রহবাসীরা কি 'বাস্তব?'

ওবামা জবাব দেন, 'ওরা বাস্তব, কিন্তু আমি তাদের দেখিনি।' তিনি আরও বলেন, 'ওদের এরিয়া ৫১এ আটকে রাখা হয়নি। কোনো ভূগর্ভস্থ স্থাপনাও নেই। যদি না বিশাল কোনো ষড়যন্ত্র থাকে এবং সেটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে।'

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ওবামা 'গোপন তথ্য' প্রকাশ করেছেন। এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, 'ওরা বাস্তব কি না, আমি জানি না।' ওবামাকে নিয়ে তিনি বলেন, 'আমি হয়তো নথি গোপনীয়তার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে ঝামেলা থেকে বের করে আনতে পারি।'

এই সপ্তাহের শুরুতে ওবামা স্পষ্ট করে বলেন, ভিনগ্রহবাসীরা 'আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে'-এমন কোনো প্রমাণ তিনি দেখেননি। তবে তিনি বলেন, 'পরিসংখ্যানগত দিক থেকে মহাবিশ্ব এত বিশাল যে, কোথাও না কোথাও প্রাণ থাকার সম্ভাবনা বেশ ভালো।'

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ভিনগ্রহের আগন্তুকদের সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর কোনো মতামত নেই। তিনি বলেন, 'এ নিয়ে আমার কোনো মত নেই। আমি এ বিষয়ে কখনো কথা বলি না। অনেকেই কথা বলেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন।' তবে ট্রাম্পের পুত্রবধূ লারা ট্রাম্প এ সপ্তাহে এক পডকাস্টে বলেন, প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে কথা বলার জন্য প্রস্তুত। তিনি দাবি করেন, ভিনগ্রহবাসী নিয়ে ট্রাম্পের একটি ভাষণ প্রস্তুত আছে। সঠিক সময় হলে তিনি সেটি দেবেন। এই মন্তব্যে হোয়াইট হাউসও কিছুটা বিস্মিত হয়। বুধবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট হেসে বলেন, 'ভিনগ্রহবাসী নিয়ে কোনো ভাষণ-এটা আমার কাছেও নতুন খবর।'

এর আগে, ২০১৭ সালে পেন্টাগন ও সরকারের কয়েকজন সাবেক কর্মকর্তা মার্কিন গণমাধ্যমে নৌবাহিনীর কিছু অজ্ঞাত বস্তুর ভিডিও ফাঁস করেন। এরপরই ইউএফও এবং ভিনগ্রহের প্রাণ নিয়ে সরকার গোপন তথ্য লুকিয়ে রাখছে-এমন জনআগ্রহ আবার জোরালো হয়ে ওঠে। নতুন করে এই আলোচনার জেরে ২০২২ সালের মে মাসে কংগ্রেস ৫০ বছরের মধ্যে প্রথ মবারের মতো ইউএফওবিষয়ক শুনানি আয়োজন করে। তবে কর্মকর্তারা বলেন, নৌবাহিনীর একটি জাহাজের ওপর সবুজ ত্রিভুজের মতো ভাসতে থাকা যে বস্তুগুলো দেখা গিয়েছিল, সেগুলো সম্ভবত ড্রোন ছিল।

এর পর থেকে পেন্টাগন এ বিষয়ে আরও স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় সামরিক বাহিনীর করা ইউএফওসংক্রান্ত অধিকাংশ প্রতিবেদন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে যেগুলোর পরিচয় শনাক্ত করা গেছে, সেগুলোর বেশির ভাগই ক্ষতিকর নয়।

## ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামিয়েছি ২০০

৭ পৃষ্ঠার পর

তাঁর বক্তব্য ছিল, তারা সত্যিই বিধ্বংসী লড়াইয়ে নেমেছিল এবং বিষয়টি পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে যাচ্ছিল। ১০টি বিমান ভূপাতিত হয়েছিল।

গত বছরের মে মাসে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছিল। পেহেলগামে ২৬ জন বেসামরিক নাগরিক নিহতের জেরে গত বছরের ৭ মে পাকিস্তান ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসী অবকাঠামো লক্ষ্য করে অপারেশন সিঁদুর পরিচালনা করে নয়াদিল্লি। এরপর দুই দেশের মধ্যে আকাশপথে সংঘাত শুরু হয়।

এরপর ১০ মে ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর হস্তক্ষেপে দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৮১ বার এই সাফল্যের দাবি করেছেন। তবে নয়াদিল্লি বরাবরই ট্রাম্পের এই দাবিকে 'অতিরঞ্জিত' বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

## খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা

৮ পৃষ্ঠার পর

বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি নানা ইস্যুতে খলিলুর রহমানের সমালোচনা করতে দেখা গেছে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের। তখন শুধু সমালোচনায় থেমে থাকেননি তারা, বিএনপি তাকে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানিয়েছিল। সর্বশেষ নির্বাচনের কয়েকদিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ব্যবসায়ী-অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি বিএনপি নেতাদেরও কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছিলেন, দেশের স্বার্থ রক্ষা হয়নি। ওই চুক্তি ঘিরেও অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ সময়ে বিএনপি নেতাদের অনেকে প্রকাশ্যে খলিলুর রহমানের সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু আলোচনা-সমালোচনা থাকলেও খলিলুর রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক সরকারে। নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় এটিই বড় ব্যতিক্রম।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিএনপি কেন তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিলে? খলিলুর রহমান নিজেও এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হন। জবাবে তিনি বলেছেন, বিএনপির মন্ত্রিসভায় তিনি জোর করে যাননি।

**বিএনপির নেতাকর্মীরাও অবাক**

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের পতনের পর গত ১২ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মানুষের মাঝে প্রত্যাশা তৈরি হয়। সেই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে বিএনপি। ফলে নির্বাচিত এই সরকারের মন্ত্রিসভায় কারা আসছেন, এ নিয়ে মানুষের মধ্যে বেশ কৌতুহল ছিল।

সংবাদমাধ্যমেও কয়েকদিন ধরে সম্ভাব্য মন্ত্রীদের অনেক তালিকা প্রকাশ হয়েছে, সেসব তালিকাও ছিল বিএনপির তরুণ-প্রবীণ এবং মিত্র দলগুলোর নেতাদের নিয়ে। একেবারে শেষ সময়ে সরকার গঠনের আগমুহূর্তে বিএনপির মন্ত্রিসভার জন্য খলিলুর রহমানের নাম আলোচনায় আসে সামাজিক মাধ্যমে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমেও তিনি মন্ত্রী হতে পারেন বলে খবর প্রকাশ হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নির্বাচিত সংসদ নেতা তার সরকারের মন্ত্রিপরিষদে কাকে নেবেন বা কাকে রাখবেন, সেটা একান্ত তার এখতিয়ার। তিনি চাইলে দলের কারও কারও সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন। সে কারণে মন্ত্রিসভা গঠনের আগে সম্ভাব্যদের নাম গোপন থাকে। এরপরও সংবাদমাধ্যমে আলোচনা হয় অনেক নাম নিয়ে। এবারও তাই হয়েছে। তবে খলিলুর রহমান যে মন্ত্রী হচ্ছেন, তা আলোচনায় এসেছে শেষ মুহূর্তে। বিএনপির নেতাকর্মীরাও অবাক হয়েছেন বলে মনে হয়েছে। দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতার নেতা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, খলিলুর রহমান তাদের সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাবেন, এটি তাদের ধারণায় ছিল না।

সরকার গঠনের আগমুহূর্তে সংবাদমাধ্যমে খবর দেখে তারা অবাক হয়েছেন। তারা বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে বিভিন্ন ইস্যুতে খলিলুর রহমানের ভূমিকা নিয়ে তারাও সমালোচনা করেছেন। তার পদত্যাগও তারা চেয়েছিলেন। এখন তাদের সরকাররই খলিলুর রহমানের মন্ত্রী হওয়ার বিষয়টি তাদের জন্য বিব্রতকর ও অস্বস্তিকর হয়েছে।

কয়েকটি জেলায় দলটির তৃণমূলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ আবার খলিলুর রহমানকে মন্ত্রী করার ব্যাপারে তাদের শীর্ষ নেতার সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন।

**জোর করে যাইনি**

বিএনপি সরকারের যাত্রার প্রথম দিনে বুধবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকায় সফররত নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দ শর্মার সঙ্গে বৈঠক করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। এরপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

তখন সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব থেকে নির্বাচনে বিজয়ী দলের মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়া স্বার্থের সংঘাত তৈরি করে কি না। এর জবাবে খলিলুল রহমান বলেছেন, "আমি তো জোর করে যাইনি। একেকজনের একেকজন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকতে পারে, সেটা পরিবর্তনও হয়।"

আরেকটি প্রশ্ন ছিল, একটা কথা অনেকেই বলছেন, আপনি আগের সরকারেও ছিলেন। নির্বাচনে রেফারির ভূমিকায় ছিলেন। আপনি বিজয়ী দলের সঙ্গে আসলেন। সেটা কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছে, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট তৈরি করে কি না। এমনকি বিএনপির এই বিজয়ে আগের সরকারের যুক্ততা নিয়ে কথা উঠছে।

এর জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "অনেকে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা বলছে। তার মানে গণনা ঠিক হয়নি। তাই তো। এটা বলছে তো! গুণে নেন আরেকবার। গুনতে তো মুশকিল নাই।"

**পদত্যাগও চেয়েছিল বিএনপি**

খলিলুর রহমানকে প্রথমে বিগত অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টার মর্যাদায় রোহিঙ্গা বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ করা হয়েছিল। *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

## লুৎফে সিদ্দিকী ও আশিক চৌধুরী

৮ পৃষ্ঠার পর

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার বিদেশী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ খাতে অভিজ্ঞ দুই বাংলাদেশী পেশাদারকে যুক্ত করে। তারা হলেন লুৎফে সিদ্দিকী ও চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। লুৎফে সিদ্দিকীকে ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যদিকে আশিক চৌধুরীকে একই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে আনা হয়। লুৎফে সিদ্দিকীর মূলত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ওপর কাজ করার কথা। পাশাপাশি তিনি আগের সরকারগুলোর সময়ে সংঘটিত অর্থনৈতিক অপরাধ ও খেলাপি ঋণ (নন-পারফর্মিং লোন) তদন্তের জন্য একটি 'ট্রুথ কমিশন' গঠনের কথাও বলেছিলেন। অন্যদিকে আশিক চৌধুরীর মূল ম্যান্ডেট ছিল বিনিয়োগ আনয়নে সংস্কার ও বিনিয়োগবান্ধব কাঠামো তৈরি। অর্থাৎ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীর আস্থা ফেরানো।

কিন্তু এ দুজনের সক্রিয় ও আগাম উদ্যোগী ভূমিকা চোখে পড়লেও তাদের বেশকিছু কর্মতৎপরতা নিয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। অনেকের মতে, সংস্কারের অগ্রভাগে অবস্থান করলেও এ দুজনের কর্মকাণ্ডে তাদের ঘোষিত মূল কাজের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে রাষ্ট্রীয় কেনাকাটা, বন্দর ও বড় অবকাঠামো চুক্তির মতো 'হাই-ভ্যালু ডিল'। রাষ্ট্র পুনর্গঠনে নীতিগত সংস্কার ও ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নের বদলে তাদের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছে এমন সব বিষয়ে, যেগুলো দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন তোলে।

সংস্কারে লুৎফে সিদ্দিকী ও আশিক চৌধুরীর ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ইকোনমিক মডেলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ বিনিয়োগ পরিবেশের বিষয়ে কার্যকর কোনো ভূমিকা যে লুৎফে সিদ্দিকী ও আশিক চৌধুরী রাখতে পারেননি, সেটা দৃশ্যমান। তবে তাদের উদ্যোগ ছিল, কর্মস্পৃহাও ছিল। কিন্তু তাদের একার পক্ষে কোনো কিছুই সম্ভব না। তাদের কর্মতৎপরতার পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগেরও প্রয়োজন ছিল।'

'আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত' হিসেবে নিয়োগের আগে লুৎফে সিদ্দিকী ইউবিএস, বার্কলেসের মতো বহুজাতিক ব্যাংকে কাজ করেছেন। জন্মসূত্রে বাংলাদেশী হলেও দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন; যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও আছে। বৈবাহিক সূত্রেও সিঙ্গাপুরে রয়েছে স্থায়ী ও অবাধ বিচরণ। নিয়োগের এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি আইএমএফের অতিরিক্ত ঋণ ও শর্ত বাস্তবায়নে সমন্বয়কের ভূমিকা নেন। লক্ষ্য ছিল ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের কর্মসূচির সঙ্গে আরো ৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি আইএলও রোডম্যাপ অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) ও বে-টার্মিনালে বিদেশী অপারেটর নিয়োগ চুক্তির আলোচনা নিয়েও তিনি সক্রিয় ছিলেন।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে আগাম উদ্যোগী ছিলেন স্কাইডাইভিংয়ে খ্যাতি অর্জন করা চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বিডা-বেজার দায়িত্ব নেয়ার আগে তার ক্যারিয়ারের সিংহভাগ কেটেছে অর্থায়ন খাতে। দায়িত্ব গ্রহণের পর তার তৎপরতার বড় অংশ ছিল চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনায় বিদেশী কোম্পানিকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া। পতেঙ্গা ও নিউমুরিং টার্মিনালে বিদেশী কোম্পানি নিয়োগের তৎপরতায় তিনি ভূমিকা রাখেন। এছাড়া মহেশখালী-মাতারবাড়ী অঞ্চলে 'মিডা' গঠন, প্রায় ৬৫ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ লক্ষ্য এবং গভীর সমুদ্রবন্দর ও শিল্পাঞ্চলের জন্য বিশ্বব্যাংক, জাইকা ও এডিবির ঋণ প্রস্তাব নিয়েও তিনি কাজ করছেন।

লুৎফে সিদ্দিকী প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূতের দায়িত্ব নেয়ার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে তার 'হাই প্রায়োরিটি' তালিকায় রাখেন। বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল (পিসিটি) এবং বে-টার্মিনালে বিদেশী অপারেটরদের নিয়োজিত করার বিষয়টি নিয়ে ছিলেন বেশ সক্রিয়। বিশেষ করে সিঙ্গাপুরভিত্তিক পোর্ট অপারেটর পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল এর সঙ্গে যেসব আলোচনা হয়েছে সেখানে লুৎফে সিদ্দিকীর দীর্ঘদিনের সিঙ্গাপুর প্রবাসের পেশাগত সম্পর্কগুলো প্রভাব ফেলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। লুৎফে সিদ্দিকীর কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি সরাসরি বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং পরোক্ষভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বন্দর নিয়ে একাধিক সভা করেছেন। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কমপক্ষে চারটি বড় সভায় অংশ নিয়েছেন তিনি।

লুৎফে সিদ্দিকীর চট্টগ্রামকেন্দ্রিক চারটি সফর ও কর্মসূচির মধ্যে প্রথমটি হয় ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বরে। ওই সফরে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তুতি নিয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন। পিসিটি পরিচালনায় সিঙ্গাপুরভিত্তিক অপারেটর পিএসএ ইন্টারন্যাশনালকে যুক্ত করার বিষয়ে কারিগরি আলোচনা হয়। পাশাপাশি বে-টার্মিনাল প্রকল্পের নির্ধারিত ভূমি পরিদর্শন করে ভূমি ও আইনি জটিলতা নিরসনে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা বলা হয় এবং বন্দরের পেপারলেস ট্রেডিং/ডিজিটাল সিস্টেমে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া চালুর নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়। এরপর ২০২৫ সালের ১৩ মে তিনি চট্টগ্রাম ইপিজেড এলাকায় প্যাসিফিক জিন্সসহ পরিবেশবান্ধব 'গ্রিন ফ্যাক্টরি' পরিদর্শন করেন; উৎপাদন প্রক্রিয়া আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের সামনে উপস্থাপনের জন্য ভিডিও-স্থিরচিত্র ধারণের ব্যবস্থা করা হয় এবং রফতানিকারকদের সঙ্গে বৈঠকে 'গ্রিন চ্যানেল' লজিস্টিক সুবিধার আশ্বাস দেন। ২৩ আগস্টে মিরসরাইয়ের শিল্প নগর পরিদর্শনে বিডা-বেজার অধীন অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অবকাঠামো প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন; সম্ভাব্য 'এনক্লেভ' জোন নিয়েও নির্দেশনার কথা আসে। গত বছরের ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের র‍্যাডিসন ব্লুতে আন্তর্জাতিক লজিস্টিকস সম্মেলনে তিনি দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতাকে এফডিআইয়ের বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করে রোডম্যাপ বলেন এবং সিঙ্গাপুর-ইউএই বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বিনিয়োগ আহ্বান জানান।

সরকারি কেনাকাটায় সিঙ্গাপুরভিত্তিক বিশেষ কিছু বিক্রেতা বা ট্রেডিং হাউজ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও লুৎফে সিদ্দিকীর নেপথ্য ভূমিকা ছিল বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট অনেকে। সরকারি ক্রয়ে গৃহীত নীতির মাধ্যমে খাদ্য, জ্বালানি ও কারিগরি প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, সেখানে সিঙ্গাপুরভিত্তিক নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানির প্রতি লুৎফে সিদ্দিকীর বিশেষ আনুকূল্যের অভিযোগও উঠেছে সংশ্লিষ্ট মহলে।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বড় ধরনের সরকারি কেনাকাটা, বিশেষ করে জ্বালানি, গম ও চাল আমদানির সিদ্ধান্তের নেপথ্যে লুৎফে সিদ্দিকী মূল ভূমিকা পালন করছেন। উৎপাদক দেশ না হওয়া সত্ত্বেও অনেক পণ্য সরাসরি সিঙ্গাপুরের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কেনা হচ্ছে। এমনকি ভারত থেকে চাল কেনা হলেও এর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সিঙ্গাপুরের। এছাড়া লুৎফে সিদ্দিকী উপদেষ্টা পদমর্যাদার বিশেষ দূত হলেও তার কর্মসময়ের উল্লেখযোগ্য অংশ সিঙ্গাপুরে অবস্থান করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

লুৎফে সিদ্দিকী আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশের রফতানিমুখী খাতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) রোডম্যাপ অনুযায়ী শ্রম আইন সংশোধন করা। এ ধারাবাহিকতায় দায়িত্ব গ্রহণের পর লুৎফে সিদ্দিকী জেনেভায় আইএলওর গভর্নিং বডির সভায় একাধিকবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল ২০২৬ সালের মধ্যে শ্রম আইনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা। এক্ষেত্রে তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা।

লুৎফের উদ্যোগগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সহজীকরণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যার হার সীমা ২০ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ বা তার নিচে নামিয়ে আনার প্রস্তাব ছিল, আইএলওর চাপে যা মেনে নেয়া হয়। এ বিষয়ে স্থানীয় শিল্প উদ্যোক্তারা বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পসংশ্লিষ্টরা এ সংশোধনীর উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও বেশকিছু বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের প্রধান অভিমতগুলোর অন্যতম ছিল অসম প্রতিযোগিতা। উদ্যোক্তাদের মতে, হুট করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন সহজ করলে বাইরের রাজনৈতিক বা ভেস্টেড গ্রুপের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, যা কারখানার উৎপাদনশীলতা ও শৃঙ্খলা নষ্ট করবে। আবার হয়রানিবিষয়ক কনভেনশনের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে সংশ্লিষ্টদের।

শ্রম আইন সংশোধনবিষয়ক আলোচনাগুলোয় যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'শ্রম উপদেষ্টা নিজে নিশ্চিত করেছিলেন বেশকিছু বিষয় শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যেমন শ্রমিকের সংজ্ঞার আওতায় কর্মচারী আসবে না। আমি নিজে সাক্ষী এ ধরনের বিষয়গুলো আইনের মধ্যে থাকবে না, সরকারের পক্ষ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। দুই সপ্তাহ পরে দেখা গেল শ্রম আইন আগের জায়গায় চলে গেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'বন্দর (চট্টগ্রাম বন্দর) নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলার কথা। কিন্তু তা হয়নি। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে একচেটিয়া। প্রশ্ন জাগে বন্দরে তিন বছর ধরে যদি মুনাফা হয়, তাহলে চার্জ বাড়ানোর কী দরকার ছিল? বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি কেন অনুসরণ করা হলো না। এটা বোধগোম্য নয় যে এসব ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়ার কী আছে? সংস্কারের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রও ছিল।'

চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুনের কর্মকাণ্ড নিয়েও বিভিন্ন মহলে সমালোচনা রয়েছে। তার কর্মপদ্ধতি, নীতিনির্ধারণী ক্ষমতার পরিসর এবং কৌশলগত খাতে বিদেশী করপোরেটদের সম্পৃক্ততা নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষক প্রশ্ন তুলছেন। বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, এ বিতর্কের সূচনা হয় লুইজিয়ানাভিত্তিক জ্বালানি প্রতিষ্ঠান আর্জেন্ট এলএনজির ২০২৫ সালের ২৪ জানুয়ারির এক বিবৃতির পর। ওই বিবৃতিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে বছরে ২ কোটি ৫০ লাখ টন সক্ষমতার একটি এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটি অ-বাধ্যতামূলক (নন-বাইন্ডিং) চুক্তি হয়েছে, যার আওতায় বাংলাদেশ বছরে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টন এলএনজি কিনতে পারবে। তবে প্রকল্পটি গ্রিনফিল্ড হওয়ায় ২০৩০ সালের আগে গ্যাস সরবরাহের সম্ভাবনা নেই বলে জানা যায়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে আশিক চৌধুরী স্বাক্ষর করেন। সে সময় গ্যাসসংক্রান্ত একটি চুক্তিতে বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর নিয়েও সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন ও আলোচনা তৈরি হয়েছিল।

এছাড়া তার বিডা, বেজা, পিপিপি ও মিডার শীর্ষপদে থাকা নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো একক ব্যক্তির হাতে দেশের বিনিয়োগ, শিল্পাঞ্চল ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের এমন একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল না। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় একই ব্যক্তির নেতৃত্ব থাকায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ তৈরি হতে পারে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

আশিক চৌধুরী দায়িত্ব নেয়ার পর পিসিটি এবং বে-টার্মিনাল প্রকল্পের কাজ ত্বরান্বিত করার নামে সিঙ্গাপুরভিত্তিক পিএসএ এর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন। এমনকি আশিক চৌধুরী বন্দরসংশ্লিষ্ট আইনি জটিলতা নিরসনে বিচার বিভাগের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিদেশী বিনিয়োগের নামে অসম সুযোগ সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে আশিক চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্টদের মতে, বিডা ও বেজার নেতৃত্বে বিদেশী কোম্পানিকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে পারেন। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এ নীতির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে দেশীয় শিল্পমালিকদের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে বহুজাতিক করপোরেটদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বন্দরের মতো কৌশলগত রাষ্ট্রীয় সম্পদে বিদেশী করপোরেটদের সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়াটি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে নানা ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন রয়েছে। কিছু পর্যবেক্ষকের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত প্রশ্ন সামনে আনে।

সংশ্লিষ্টদের মতে, লুৎফে সিদ্দিকীর নিয়োগ ও কার্যপরিধির মধ্যে স্পষ্টতা ঘাটতি ছিল এবং দায়িত্বের সীমারেখা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিষয় বলতে দেশের ভেতরের অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অংশগুলো কীভাবে কাভার হবে-এ বিষয়ে শুরুতেই পরিষ্কার নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন ছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো দেশের সঙ্গে ট্যারিফ নেগোসিয়েশন বা আইএমএফের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করা স্পেশাল এনভয়ের কাজের মধ্যে পড়ে না। বিষয়গুলো সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়-যেমন অর্থ, বাণিজ্য বা নৌ-পরিবহনের দায়িত্বের আওতায় পড়ে। যদিও লুৎফে সিদ্দিকী এসব জায়গায় ভূমিকা রাখছেন। অন্যদিকে বিডার পূর্বতন চেয়ারম্যানদের তুলনায় আশিক চৌধুরীকে বেশি সক্রিয় দেখা গেলেও বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কারে দীর্ঘমেয়াদি ও কাঠামোগত কর্মসূচির অগ্রগতি প্রত্যাশিত মাত্রায় হয়নি। নীতিগত সংস্কারের চেয়ে উদ্যোগগুলোর চমকপ্রদ উপস্থাপনের দিকটি তুলনামূলক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের আর্জেন্ট এলএনজির বিষয়ে তাদের ঘোষণাটি ছিল বিভ্রান্তিকর। আবার ইনভেস্টমেন্ট সামিট আয়োজন করাও প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। এমন সময় ওই সামিটে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আনা হয় যখন দেশে মব সহিংসতা বেড়ে চলছিল। সামিটে দাবি করা হয়েছিল বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে নাসা ও স্টারলিংকের মতো প্রতিষ্ঠান। তাদের এমন দাবিকে শুধু লোক দেখানো কর্মকাণ্ড বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।

গত ১৬ মাসে অর্থনৈতিক সুশাসন, প্রবৃদ্ধির চাকা বেগবান এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের চমৎকার সুযোগ এসেছিল বলে মনে করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. এম মাশরুর রিয়াজ। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলোও সেদিকেই ছিল। শুরুতে তারা কিছু ভালো পদক্ষেপও নিয়েছিল। কিন্তু পরে বেশির ভাগ উদ্যোগকে আর নেক্সট লেভেলে নেয়া হয়নি। বড় গ্যাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ওই সময় সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সহায়ক পরিবেশ ছিল। আমলাতন্ত্রের সহযোগিতা চাইলে পাওয়া যেত। দেশী-বিদেশী বেসরকারি খাত সরকারের পক্ষে জোরালো অবস্থানে ছিল। তার পরও অর্থনৈতিক সংস্কার খুবই সামান্য এবং ধীরগতিতে কাজ করেছে। দেড় বছরে আমরা সবকিছু শেষ করতে হয়তো পারতাম না, কিন্তু অন্তত সংস্কারের কর্মসূচি চালু করতে পারতাম।'

বিনিয়োগ পরিবেশের কর্মসূচি নেয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, 'দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ নিচের দিকে চলে গেছে গত দেড় বছরে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, বাণিজ্য কাঠামো ও দক্ষতাবিষয়ক যে পুঞ্জীভূত সমস্যা ছিল সেখানে কোনো সমন্বিত সংস্কার কর্মসূচি শুরু হয়নি। উল্টো বেসরকারি খাতের সঙ্গে সরকারের ব্যাপক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি দেশীয় বেসরকারি খাতকে দূরে রাখা হয়েছে। বেসরকারি খাতের সঙ্গে সংলাপের ঘাটতির কারণে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকট তৈরির পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংস্কারগুলোকেও ব্যাহত করেছে। বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক আশা থাকলেও তা পূরণ হয়নি।'

(সংশোধনী: প্রতিবেদনে ভুলবশত লুৎফে সিদ্দিকীর কর্মজীবনের ক্ষেত্রে 'গোল্ডম্যান স্যাকস'-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইউবিএস ও বার্কলেসে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন; গোল্ডম্যান স্যাকসে তার পেশাগত কর্মসম্পৃক্ততা ছিল না।) সংবাদসূত্র দৈনিক বণিকবার্তা

## কে এই নতুন সড়ক মন্ত্রী শেখ

৯ পৃষ্ঠার পর

১৩৬ ভোট। ৫৮ বছর বয়সী এই রাজনীতিক বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সঙ্গে তিনি ধানমন্ডি থানা বিএনপির সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং রিয়েল এস্টেট কোম্পানি'প্লিজেন্ট প্রপার্টিজ লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনেও তিনি ঢাকা-১০ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, তবে সেবার আওয়ামী লীগের শেখ ফজলে নূর তাপসের কাছে পরাজিত হন। ১৯৭১ সালের ৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করা শেখ রবিউল আলমের স্থায়ী ঠিকানা বাগেরহাটে হলেও বর্তমানে তিনি ঢাকার হাতিরপুলে বসবাস করেন। নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত তার হলফনামায় এই নবনিযুক্ত মন্ত্রীর সম্পদ, মামলা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হলফনামা অনুযায়ী, আয়ের বিবরণীতে স্নাতকোত্তর পাস রবিউল আলম জানিয়েছেন, ব্যবসা থেকে তার বার্ষিক আয় ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া চাকরি (ডিরেক্টর রেমুনারেশন) থেকে তিনি বছরে ৬ লাখ টাকা আয় করেন। সব মিলিয়ে তার বার্ষিক আয় ১১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। হলফনামা জমা দেয়াকালীন, শেখ রবিউল আলমের হাতে নগদ অর্থ ছিল ৪ লাখ ৭২ হাজার ৬৮৬ টাকা এবং তার স্ত্রীর হাতে নগদ ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮০ টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নামে জমা আছে ৪ লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৮০ টাকা। এছাড়া শেয়ার বাজারে তার নামে ২১ লাখ টাকার এবং স্ত্রীর নামে ৯ লাখ টাকার শেয়ার রয়েছে। স্ত্রীর নামে ৪৫ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র এবং ১৫ লাখ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট রয়েছে।

ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত মোটরযান হিসেবে তার নামে ২৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের গাড়ি রয়েছে। স্বর্ণালংকারের ক্ষেত্রে স্ত্রীর নামে ৪০ ভরি সোনা থাকলেও নিজের নামে কোনো সোনা নেই বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। নিজের ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং স্ত্রীর নামে ১ লাখ ২০ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী রয়েছে। আসবাবপত্র বাবদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকার সম্পদ রয়েছে তার। সব মিলিয়ে তার নিজের নামে অস্থাবর সম্পদের মোট মূল্য (অর্জনকালীন) ৫৭ লাখ ২২ হাজার ৬৮৬ টাকা এবং স্ত্রীর নামে থাকা অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৮০ লাখ ৮৪ হাজার ২৬০ টাকা। তবে আয়কর রিটার্নে তিনি নিজের সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ২ কোটি ১৫ লাখ ৫৪ হাজার ৬২৩ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ১ কোটি ৭ লাখ ২০ হাজার ৭৯৫ টাকার সম্পদ রয়েছে। শেখ রবিউল আলমের বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে একাধিক মামলা রয়েছে বা ছিল। হলফনামা অনুযায়ী, তার বিরুদ্ধে মোট ৭টি মামলা বর্তমানে বিচারাধীন বা তদন্তাধীন অবস্থায় রয়েছে।

HALAL

Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL

Ramadan kareem

# IFTER CATERING

## Appetizer

- Chicken lollipop
- Dates
- Cucumber
- Egg chop
- Chili pakora
- Peyaju
- Shami kebab
- Malta
- Angur (Grapes)
- Jalebi
- Chicken samosa \Spring Rolls
- Chola boot

## Dinner Combo

- Fried Rice+Chili Chiken

OR

- Polao + Rost

OR

- Khichuri+Chiken/Beef Curry

OR

- Any Biryani

$13.99 Only

37-43 74TH STREET, JACKSOII HEIGHTS, IIY 11372

718-255-1235 | 646-371-3614
570-592-2567

To Go
Ifter Box
$9.99

In House
Ifter
$13.99 PP

# ইউনূস সরকারের ১৪ মাসে ঋণ

৫ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশি-বিদেশি মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২১ লাখ ৪৯ হাজার ৪৪ কোটি টাকা।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার মেগা প্রকল্প থেকে সরে আসার পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন ব্যয় ব্যাপকভাবে কমালেও ঋণনির্ভরতা কমাতে পারেনি। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ করতে না পারা এবং আগের ঋণ পরিশোধের চাপের পাশাপাশি-পরিচালন ব্যয়ে লাগাম টানতে না পারায় ঋণ বাড়াতে হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, "অন্তবর্তীকালীন সরকারের সময়ে ঋণ বৃদ্ধির মৌলিক কারণ হলো রাজস্ব আহরণ অনেক কমে যাওয়া। ফলে ঋণ না নিয়ে সরকার চালানোই কঠিন ছিল। ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা ও পরবর্তীতে এনবিআর কর্মকর্তাদের আন্দোলনের কারণে গত অর্থবছর রাজস্ব আহরণ কম হয়েছে। ফলে সরকারের আর্থিক পরিসর সংকুচিত হয়েছে।"

বাড়ছে ঋণের বোঝা

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের সময় দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল প্রায় ২ লাখ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আগের সরকারের পতনের আগে, ওই বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ঋণ দাঁড়িয়েছিল ১৮ লাখ ৮৮ হাজার ৭৮৭ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের পূর্ণাঙ্গ তথ্য যুক্ত হলে ঋণের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

হাসিনা সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ডেবট বুলেটিনে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ১৮ লাখ ৩২ হাজার ২৮২ কোটি টাকা উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে বৈদেশিক ঋণকে নতুন বিনিময় হারে রূপান্তর করার কারণে এর পরিমাণ ৫৬ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা বেড়েছে।

সরকারের ঋণ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অন্তবর্তীকালীন সরকার অভ্যন্তরীণ ঋণের চেয়ে বৈদেশিক উৎস থেকে বেশি ঋণ নিয়েছে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলআইএমএফ এর ঋণের কিস্তি পাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর থেকে বাজেট সহায়তা নিয়েছে। গত অর্থবছর সরকার ৩৪৪ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা নিয়েছে, আগের অর্থবছর এর পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি ডলার। ফলে ১৪ মাসে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ ৮ লাখ ১২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯ লাখ ৫১ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

অন্যদিকে, আগের সরকারের পতনের এক মাস আগে যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল ১০ লাখ ৭৬ হাজার কোটি টাকা, তা গত সেপ্টেম্বর নাগাদ বেড়ে হয়েছে ১১ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা।

তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার টাকা-যা সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সে তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় ছিল ১ লাখ ৬৭ হাজার কোটি টাকা এবং আগের সরকারের শেষ অর্থবছর ২০২৩-২৪এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ দশমিক ৫ লাখ কোটি টাকায়।

উন্নয়ন ব্যয় কমলেও ঋণ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। বিশ্লেষকদের মতে, আগের সরকারের রেখে যাওয়া বকেয়া বিল, ভর্তুকিসংক্রান্ত দায়সহ নানা বকেয়া পরিশোধের কারণেও ঋণের চাপ বেড়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ বলেন, অন্তবর্তীকালীন সরকার মূলত ঋণ নিয়েছে পুরনো ঋণ পরিশোধ করতে এবং ঋণ পরিশোধসংক্রান্ত চাপ সামাল দিতে।

একই সঙ্গে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে অনেক মানুষ সঞ্চয়পত্র ভেঙ্গেছে, সেগুলোর আসল ও সুদ সরকারকে পরিশোধ করতে হয়েছে। অন্তবর্তী সরকার ব্যয় কমাতে অনেক প্রকল্প বাতিল করেছে, কিছু প্রকল্প স্থগিত করেছে। তবে এভাবে উন্নয়নখাতে ব্যয় কমালেও আয়ের তুলনায় সরকারের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে ঋণনির্ভর হতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর অতিরিক্ত পরিচালক (গবেষণা) তৌফিকুল ইসলাম খান টিবিএসকে বলেন, আগের ঋণ পরিশোধের চাপ এবং ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নও মোট ঋণের পরিমাণ বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে।

পরবর্তী সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ

অন্তর্বর্তী সরকার আগের আওয়ামী সরকারের রেখে যাওয়া বহু বকেয়া দায় পরিশোধ করলেও- নতুন সরকারের কাঁধে আবারও বেশকিছু আর্থিক বোঝা দিয়ে যাবে। এর মধ্যে রয়েছে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বিতরণ এবং নতুন জাতীয় বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন।

ঋণ-নির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার গঠন করছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলবিএনপি। ফ্যামিলি কার্ড চালু করা, সরকারি চাকরিজীবদের নতুন বেতন কাঠামো বিবেচনা করাসহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার গঠন করা বিএনপিকে আগামী ১০০ দিনের মধ্যেই নতুন বাজেট ঘোষণা করতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, আগামী অর্থবছর কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণ করতে না পারলে-নতুন সরকারের জন্য বাজেটের অংক মেলানো কঠিন হতে পারে।

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সাড়ে ৩ মাসের মাথায় নতুন বাজেট ঘোষণা করতে হবে, যে বাজেটে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দের হিসাব চূড়ান্ত করে গেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। তা সত্ত্বেও আগামী জুনে যে বাজেট ঘোষণা করা হবে, তাকেই বিএনপি সরকারের প্রথম আর্থিক পরীক্ষা হিসেবে দেশবাসী মনে করবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন।

তিনি বলেন, "প্রথম বাজেটেই বিএনপিকে কিছু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে নতুন সরকারের জন্য বাজেটের অংক মেলানো কঠিন হবে। বিএনপি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা প্রথম বাজেটেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় জিডিপির অনুপাতে বরাদ্দ ৫ শতাংশ করার কথা বলেছে, ফ্যামিলি কার্ড চালু করা এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করার অঙ্গীকার করেছে। এসব উদ্যোগে সরাসরি ও বিপুল সরকারি ব্যয় প্রয়োজন হবে।"

ড. জাহিদ বলেন, ''একইসঙ্গে বিএনপি ঋণ-নির্ভর অর্থনীতি থেকে বের হয়ে আসার অঙ্গীকার করেছে। এর অর্থ হলো, বাজেট ঘাটতি সীমিত রাখবে। বিএনপি সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামো দেওয়ারও অঙ্গীকার করেছে। তবে সুপারিশ করা নতুন বেতন কাঠামোর এক-তৃতীয়াংশ বাস্তবায়ন করা হলেও-অতিরিক্ত ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। তাই রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়াতে না পারলে, নতুন সরকারকেও ঋণের উপর নির্ভর করতে হবে। আবার সরকার ঋণগ্রহণ বাড়ালে বেসরকারিখাতে ঋণপ্রবাহ আরও কমবে। বর্তমানে তা কমে ৬ শতাংশের নিচে নেমে গেছে।"

অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মাহবুব আহমেদ বলেন, বিএনপি আগামী পাঁচ বছরে ১ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে অঙ্গীকার করেছে, তা বাস্তবায়নে ঋণ-নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি নতুন সরকারকে রাজস্ব আহরণ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ হবে নিতে হবে। দেশের জিডিপি বৃদ্ধির যে হিস্যা ট্যাক্স হিসেবে সরকারের পাওয়ার কথা, তা আদায়ে মনোযোগ দিতে হবে।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অনেক প্রকল্প বাতিল করেছে, অনেক প্রকল্প হাফ ডান (অর্ধ-সম্পন্ন) অবস্থায় ফেলে রেখে অর্থায়ন স্থগিত রেখেছে। যেসব প্রকল্পে ইতোমধ্যে অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং তা বাস্তবায়ন করলে দেশের মানুষ প্রকৃতঅর্থে সুফল পাবে, সেগুলো নতুন সরকারকে বাস্তবায়ন করতে হবে। "কিন্তু, এজন্য বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হবে। রাজস্ব আহরণ বাড়ানোর মাধ্যমে তা সম্ভব না হলে তাদেরকেও ঋণনির্ভর হতে হবে।"

মাহবুব আহমেদ আরও বলেন, ''সরকারি চাকরিজীবীদের নতুন বেতন কাঠামো দেওয়া, কৃষি কার্ড, ফ্যামিলি কার্ড দেওয়াসহ বিএনপি যেসব অঙ্গীকার করেছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আমাদের ঋণ যে পর্যায়ে চলে গেছে, তাতে আতঙ্কিত না হলেও আশঙ্কা প্রকাশ করার যথেষ্ঠ কারণ আছে।"

সিপিডির তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, "নতুন সরকারকে ঋণ পরিশোধসূচি বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ, প্রতিবছরই দেখা যায়, বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্য ইআরডি যে প্রাক্কলন করে, তার চেয়ে বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হচ্ছে।

তিনি বলেন, "নতুন সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে শুরুতেই সংশোধিত বাজেট পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে, যাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রক্ষেপণগুলো বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। একইসঙ্গে তাদের নির্বাচনী ইশতিহার পূরণে নতুন বাজেট প্রণয়নে বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। তা না হলে প্রথম বাজেট দেখেই মানুষের মধ্যে হতাশা চলে আসবে।"

আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া যেসব ঋণ পুনঃদরকষাকষির সুযোগ আছে, সেগুলো নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের রেখে যাওয়া 'ঋণের বোঝা' নিয়ে নতুন সরকারকে কাজ শুরু করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন করে দেখতে হবে কোন কোন মেগা প্রকল্পে অপচয় হচ্ছে।

"এসব প্রকল্পের মধ্যে যেগুলো বাংলাদেশের স্বার্থে কাজে দেবে, সেগুলো আমরা রাখব," বলেন তিনি।

# জাতির উদ্দেশে দেয়া ১ম ভাষণে যা

৯ পৃষ্ঠার পর

দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে চান জানিয়ে তিনি বলেন, 'মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান তথা দলমত ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে পাহাড়ে কিংবা সমতলে বসবাসকারী, এই দেশ আমাদের সবার। প্রতিটি নাগরিকের জন্যই এই দেশকে আমরা একটি নিরাপদ ভূমিতে পরিণত করতে চাই। একটি স্বনির্ভর নিরাপদ মানবিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই বিএনপি সরকারের লক্ষ্য।'

আইনের শাসনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার শেষ কথা

সরকার প্রধান বলেন, 'ফ্যাসিবাদের সময়কালের দুর্নীতি দুঃশাসনে পর্যুদস্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল শাসন কাঠামো আর অবনতিশীল আইনশৃংখলা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নতুন সরকার যাত্রা শুরু করেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং কঠোরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের মনে শান্তি নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে আমাদের সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার। সারা দেশে জুয়া এবং মাদকের বিস্তারকেও বর্তমান সরকার আইনশৃঙ্খলা অবনতির অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং, জুয়া এবং মাদক নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী সবরকমের কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক এবং সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চলবে বিধিবদ্ধ নীতি নিয়মে। দলীয় কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি অথবা জোর জবরদস্তি নয়, আইনের শাসনই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার শেষ কথা।'

দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা

দেশবাসীকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'রমজান আত্মশুদ্ধির মাস। আমরা যদি আত্মশুদ্ধি শব্দটির মর্মার্থ উপলব্ধি করি তাহলে এই মাসে মানুষের ভোগান্তি বাড়ার কথা নয়। যদিও আমাদের অনেকের মধ্যেই এই মাসটিকে ঘিরে ব্যবসায় অধিক মুনাফা লাভের প্রবণতা লক্ষণীয়। আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, রমজানের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এই মাসটিকে আপনারা ব্যাবসায় মুনাফা লাভের মাস হিসেবে পরিগণিত করবেন না। দ্রব্যমূল্য যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে না যায় এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা সতর্ক থাকবেন।'

সব অনাচার অনিয়মের সিন্ডিকেটে ভেঙে দিতে বদ্ধ পরিকর সরকার

হাজারো প্রাণের বিনিময়ে একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের পতন ঘটিয়ে, রাষ্ট্র এবং সরকারের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জানিয়ে তিনি বলেন, 'বিএনপি সরকার সবক্ষেত্রেই অনাচার অনিয়মের সব সিন্ডিকেটে ভেঙে দিতে বদ্ধ পরিকর।'

যেকোনো ধরনের পরামর্শ কিংবা অভিযোগ শুনতে প্রস্তুত সরকার

ক্ষুদ্র মাঝারি কিংবা ছোট বড়, সব ব্যবসায়ীদের প্রতি বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সহজ এবং স্পষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা সাধারণ উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই। কী ধরনের উদ্যোগ নিলে বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে কিংবা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থ রক্ষা হবে, এ ব্যাপারে আপনাদের যেকোনো পরামর্শ কিংবা অভিযোগ শুনতে সরকার প্রস্তুত। ক্রেতা বিক্রেতা গ্রহীতা, এই সরকার সবার।'

রমজানে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশনা

রমজানে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'রোজাদাররা ইফতার, তারাবি, সেহরির সময়গুলোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে চান। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এরইমধ্যে আমি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে নির্দেশনা দিয়েছি। অপচয় রোধ করে কৃচ্ছতা সাধন প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অফিস আদালতে বিনা প্রয়োজনে কিংবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্যাস বিদ্যুৎ পানি খরচের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করাও ইবাদাতের অংশ বলেই আমি মনে করি।'

সরকারের মন্ত্রী এবং বিএনপির এমপিদের দিয়েই কৃচ্ছতা সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন

তিনি আরও বলেন, 'দেশের সব সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী এবং জনসাধারণের প্রতি কৃচ্ছতা সাধনের আহ্বান জানানোর আগে আমি সরকারের মন্ত্রী এবং বিএনপির সংসদ সদস্যদের দিয়েই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। বিএনপির সংসদীয় দলের প্রথম সভাতেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিএনপি থেকে নির্বাচিত কোনো সংসদ সদস্য সরকারি সুবিধা নিয়ে ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি আমদানি করবেন না এবং প্লট সুবিধা নেবেন না। আমি আপনাদের সামনে বলেছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে বিএনপি সরকার মহানবীর 'ন্যায়পরায়নতার' আদর্শ অনুসরণ করবে। আমি মনে করি, বিএনপির সংসদীয় দলের এসব সিদ্ধান্ত 'ন্যায়পরায়নতার আদর্শেরই প্রতিফলন।'

সরকার প্রধান বলেন, 'বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় যানজট প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন। হাটে মাঠে ঘাটে অফিস আদালতে জনগণের ভোগান্তির শেষ নেই। জন জীবনের নানা ক্ষেত্রে জন দুর্ভোগ লাঘব করা না গেলে জনমনে স্বস্তি ফিরবে না। রাজধানীতে জনসংখ্যার চাপ কমাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে। মানুষ তার নিজ জেলায় কিংবা নিজের বাসাবাড়িতে থেকেও যাতে সহজভাবে সঠিক সময়ে অফিস আদালত ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সারা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই রেল নৌ সড়ক এবং সেতু মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয় করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, সারা দেশে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজ সুলভ এবং নিরাপদ করা করা গেলে একদিকে যেমন জনগণের শহর-নগরকেন্দ্রিক নির্ভরতা কমবে অপরদিকে পরিবেশেরও উন্নতি হবে।'

জনসংখ্যাই আমাদের 'জনসম্পদ'

তিনি বলেন, 'আমাদের চারপাশে সমস্যার শেষ নেই। তবে সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনাও কিন্তু কম নয়। আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি তাহলে এই জনসংখ্যাই হবে আমাদের 'জনসম্পদ'। আমরা নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে শুধু বাংলাদেশই নয় বিশ্ব বাজারও আমাদের জন্য উন্মুক্ত। তথ্য প্রযুক্তির সিঁড়ি বেয়ে বিশ্ব এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে প্রবেশ করেছে। প্রযুক্তির এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে সম্মান এবং স্বচ্ছলতার সঙ্গে টিকে থাকতে হলে আমাদের কোনো না কোনো একটি বিষয়ে বা কাজে পারদর্শী হতে হবে।'

শিক্ষার্থী এবং তরুণ যুবশক্তির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মেধায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য যতরকমের সহযোগিতা দেয়া যায়, সবরকমের সহযোগিতা দিতে বর্তমান সরকার প্রস্তুত। কর্মসংস্থান এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার যাত্রা শুরু করেছে।'

পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু

তিনি বলেন, 'দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর পর দেশে ফিরে গত বছরে ২৫ ডিসেম্বর আমি বলেছিলাম, দেশ এবং জনগণের জন্য 'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'। ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশের বিভিন্নস্থানে ঘুরে আমার পরিকল্পনার অনেক কিছুই আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম। আপনারা স্বাধীনতার ঘোষকের প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়েছেন। এখন এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সব অঙ্গীকার পূরণ করার দায়িত্ব বিএনপি সরকারের। আমরা আমাদের পরিকল্পনা এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে দিয়েছি, ইনশাআল্লাহ। অঙ্গীকার পূরণের এই যাত্রাপথে আমরা ভবিষ্যতের দিনগুলোতেও আপনাদের অব্যাহত সমর্থন প্রত্যাশা করি।'

দলমত ধর্ম দর্শন যার যার, রাষ্ট্র সবার

তারেক রহমান বলেন, 'সরকার প্রধান হিসেবে আমি দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, নবগঠিত সরকার গঠনের সুযোগ দিতে যারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন কিংবা দেননি অথবা কাউকেই ভোট দেননি, এই সরকারের প্রতি আপনাদের সবার অধিকার সমান। বিএনপি সরকার বিশ্বাস করে, দলমত ধর্ম দর্শন যার যার, রাষ্ট্র সবার। এই দেশে, এই রাষ্ট্রে একজন বাংলাদেশি হিসেবে, আপনার আমার আমাদের প্রতিটি বাংলাদেশি নাগরিকের অধিকার সমান।'

CHEF'S MAHAL
BY Mannan
Iftar Special
Ramadan Mubarak
$20
Iftar buffet
IFTAR BOX
SPECIAL
$7.99
TO GO
Iftar Box
Jilapi
$8/lb
$8
BEST IFTAR IN TOWN
3719 73rd st, 2ND FLOOR, Jackson Heights, NY 11372
HALAL MONITORING SERVICES
HMS
HALAL
CERTIFIED HAND ZABIHA

# মর্টগেজ
## এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

SMG FUNDING

**স্বল্প আয়?**
**কোনো সমস্যা নেই**

### ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

**AKIB HUSSAIN**
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799



# Empire Care Agency

*LHCSA Licensed Home Health Care*

## PCA / HHA SERVICE

**WHY CHOOSE US?**
**We Pay The Highest Rate**
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

**OUR SERVICES**
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি

**$23** Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

**NURUL AZIM**
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

# প্রাণঢালা অভিনন্দন

বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কান্ডারী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিলাল চৌধুরী

রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর ও

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

ফোন: 718-749-4045

## ধার করে ঘি খাওয়ার প্রয়োজন কেন

১৬ পৃষ্ঠার পর

রেকর্ড পরিমাণ বাজেট সহায়তা গ্রহণ করে, যদিও আইএমএফের ঋণ এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। এসব বাজেট সহায়তা দেশের ব্যালান্স অব পেমেন্ট ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে স্বস্তি দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণের দায়ও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ প্রায় ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। তাই নতুন সরকারকে শুরু থেকেই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও সংযত ও বাস্তবসম্মত নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কঠিন শর্তযুক্ত বা অনমনীয় ঋণ এড়িয়ে চলা এবং দ্রুত সুফল পাওয়া যায়-এমন প্রকল্পেই বৈদেশিক ঋণ নেওয়া উচিত। ইআরডির প্রাথমিক হিসাবে আরও দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে পাইপলাইনে বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২ দশমিক ৬০ বিলিয়ন ডলারে, যার প্রায় পুরো অংশই ঋণ। আগের অর্থবছরে এই অঙ্ক ছিল ৪২ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার।

সব মিলিয়ে বাজেট সহায়তা ও বড় প্রকল্পের অর্থছাড়ের কারণে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বাড়লেও নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে ঋণ পরিশোধের চাপ ও বিনিময় হারজনিত ঝুঁকি। এখনই সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে এই ঋণের বোঝা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর বড় চাপ তৈরি করতে পারে। আর 'গোদের উপর বিষফোড়া'র কারণ হচ্ছে আমাদের স্বল্প রাজস্ব আদায় ও বৈদেশিক মুদ্রায় অপেক্ষাকৃত কম আয়। উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়াতে না পারলে আমাদের ব্যয় বা ঋণ ফেরত সক্ষমতাও বাড়বে না। এমনকি সংকুচিত করতে হতে পারে অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়। মামুন রশীদ অর্থনীতি বিশ্লেষক। দৈনিক প্রথম আলো-র সৌজন্যে

## যুক্তরাষ্ট্রকে 'খ্রিষ্টান রাষ্ট্র' বানাতে কেন মরিয়া ট্রাম্প

১৪ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন খুব নম্রভাবে এতে আপত্তি জানিয়েছিল। ২০১১ সালেও কংগ্রেস আবারও এই মূলমন্ত্রের পুনঃসমর্থন জানায়। আইসেনহাওয়ার প্রশাসন ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এর ফলে ১৯৪০ সালে যেখানে ৪৯ শতাংশ আমেরিকান নিজেকে ধর্মে বিশ্বাসী বলতেন, ১৯৬০ সালে তা বেড়ে হয় ৬৯ শতাংশ।

ট্রাম্প দাবি করেন, ২০২৫ সালে গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাইবেল বিক্রি হয়েছে। অনেক গির্জায় উপস্থিতি বেড়েছে। তিনি ২০২৬ সালের ১৭ মে ন্যাশনাল মলে জাতীয় প্রার্থনার আহ্বান জানান। ট্রাম্পের খ্রিষ্টান পরিচয়ের জোরালো ঘোষণায় বিভিন্ন আন্তধর্মীয় সংগঠন আপত্তি জানায়। তিনি গত বছর বিচার বিভাগে রিলিজিয়াস লিবার্টি কমিশন গঠন করেন।

বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন অভিযোগ তোলে যে এই কমিশন খ্রিষ্টান জাতীয়তাবাদকে উৎসাহ দিচ্ছে। ওই কমিশনের সহসভাপতি জেডি ভ্যান্স দাবি করেন, ধর্মীয় সহনশীলতাও খ্রিষ্টান ধারণা। অন্যদিকে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় ইহুদি ভোটারদের নিয়ে মন্তব্যও বিতর্ক সৃষ্টি করে।

হেগসেথ নিজেকে আরও প্রকাশ্যভাবে খ্রিষ্টান হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর শরীরে ক্রুসেডের প্রতীকী ট্যাটু রয়েছে। তিনি ট্রাম্পকে ক্রুসেডার ইন চিফ বলেছেন। তবে এটি নতুন কিছু নয়। বাইডেন প্রশাসনও খ্রিষ্টান জায়নবাদে সমর্থন দিয়েছে।

হেগসেথের নিয়োগে মুসলিম সংগঠনগুলো আপত্তি জানালেও ইসরায়েলপন্থী ইহুদি গোষ্ঠীগুলো তাকে সমর্থন করে। ইতিহাসে ক্রুসেডের সময় মুসলিম, ইহুদি ও অর্থোডক্স খ্রিষ্টান সবাই হামলার শিকার হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিষ্টান প্রজাতন্ত্রের ধারণা ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতিতেও প্রভাব ফেলেছে। বড়দিন উপলক্ষে ট্রাম্প নাইজেরিয়ায় বোমা হামলা করেছেন। একদিকে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনার কথা বলেন, অথচ যুদ্ধবিরতির পরও শত শত ফিলিস্তিনিকে হত্যা তার অনুভূতি স্পর্শ করে না। এসব মৃত্যু যেন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিষ্টান ঈশ্বরের বেদিতে উৎসর্গ করা বিষয়। জোসেফ মাসাদ নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক আরব রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের অধ্যাপক।


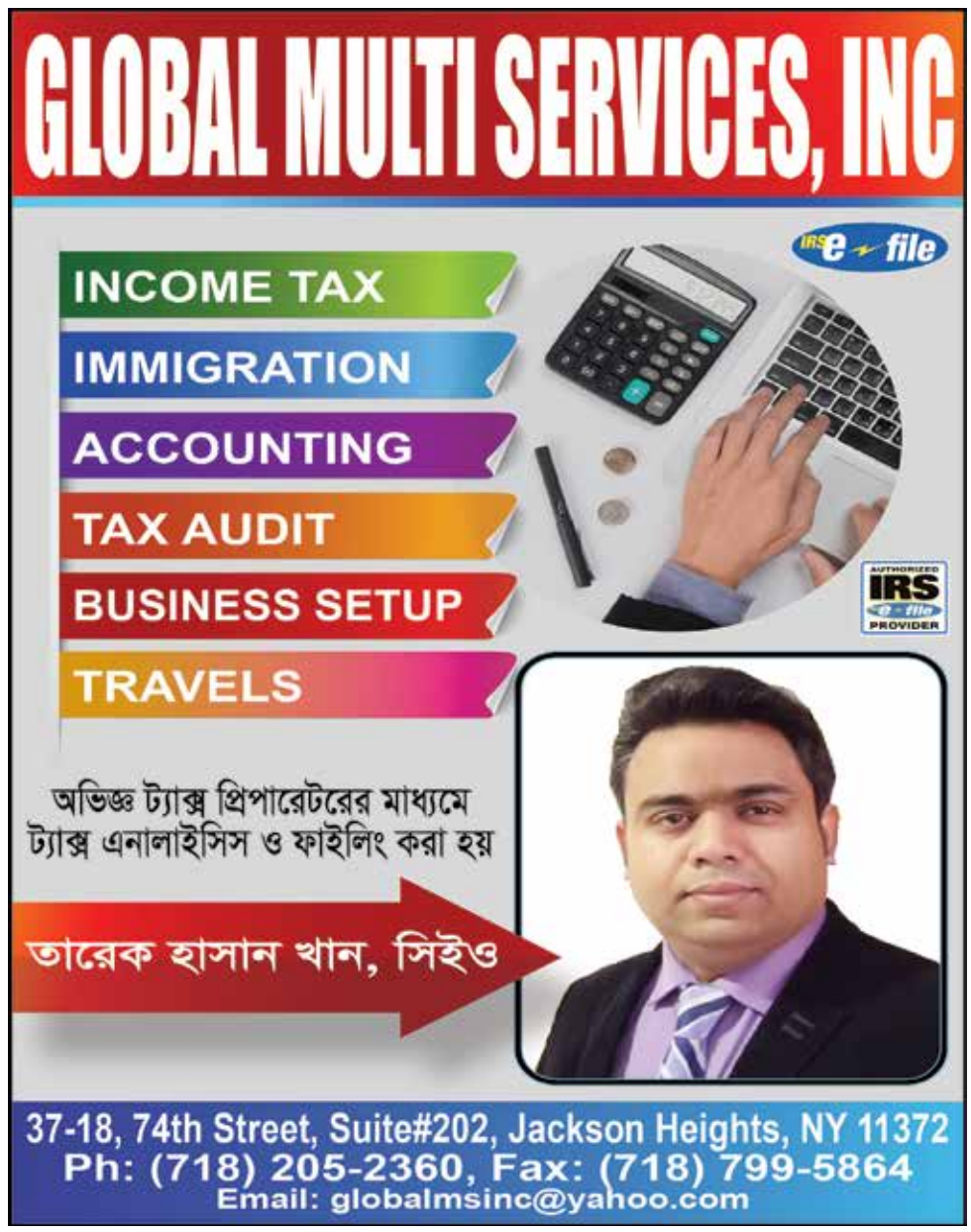

## বাংলাদেশে নতুন সরকারের সামনে

১৪ পৃষ্ঠার পর

সেটাও মাথায় রাখতে হবে।''

'মানুষ দুর্নীতি-চাঁদাবাজির অবসান চায়'

নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'ভয়েস ফর রিফর্ম' এর সহ-সমন্বয়ক ফাহিম মাশরুর মনে করেন, সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে তা মোকাবেলা করতে না পারলে হয়তো আবার তরুণরা মাঠে নামবে। তিনি বলেন, ''সাধারণ মানুষের কাছে বড় ব্যাপার হলো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি। সাধারণ মানুষ এর অবসান চায়। পালাবদলে কিন্তু অনেক চাঁদাবাজি হয়েছে। এখন যেহেতু বিএনপি সরকার গঠন করতে যাচ্ছে তাই তৃণমূলে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে তাদের কঠোর অবস্থান নিতে হবে। আর কর্মসংস্থান একটা বড় চ্যালেঞ্জ।''

ফাহিম মাশরুর বলেন, ''ঢাকার দুই সিটিতে ১৫টি আসনের সাতটিই কিন্তু জামায়াত ও এনসিপি পেয়েছে। অতীতে বিরোধী দল কখনোই ঢাকায় এত আসন পায়নি। এটা একটা বড় সিগন্যাল। বিএনপি যদি প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু তরুণরা আবার মাঠে নামবে।''

তিনি আরো বলেন, ''সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মুখোমুখি অবস্থান তৈরি হতে পারে। সেটা হয়তো রাজনৈতিক সংকট তৈরি করবে। মনে রাখতে হবে গণভোটে ভোটাররা সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি বেশ কিছু বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে। ফলে এটা নিয়ে আমি বড় ধরনের সংকট ও সাংবিধানিক সংকটের আশঙ্কা করছি।''

''আমরা মনে করি এই নির্বাচনের পর কোনো ধরনের হামলা বা সহিংসতা হওয়া উচিত নয়। এরইমধ্যে কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপির উচিত অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করা উচিত,'' বলেন ফাহিম মাশরুর।

সরকারকে প্রশ্নের মুখে রাখতে চায় বিরোধীরা

বিএনপির স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনি বলেন, ''মানুষ চাঁদাবাজি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমি সামনে আমাদের সরকারের জন্য দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অর্থনীতি এসব বিষয়ে চ্যালেঞ্জ দেখি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতেও বড় চ্যালেঞ্জ দেখছি।''

তিনি বলেন, ''যদি চাঁদাবাজি, দুর্নীতি বন্ধ না হয় তাহলে মানুষ বিএনপিকে ভোট দিলো কেন? এটা বন্ধ করতে হবে। তৃণমূলে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হলে আইনের অনুশাসন লাগবে। যেই এটা করুক তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমার বাবা করলেও তাকে ছাড় দেয়া যাবে না।''

সংস্কার প্রশ্নে নিলোফার চৌধুরী মনি বলেন, ''আমরা তো বলেছি এটা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন হবে। এখন সংসদ বসবে সংসদে যাবে বিষয়গুলো। আলাপ আলোচনা হবে তার মধ্যমে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন হবে।'' এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিন বলেন, ''নির্বাচনের পরই আমরা ভিন্ন মতের ওপর বিরোধীদের ওপর দমন পীড়নের অভিযোগ শুনছি। নোয়াখালীতে ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েছি। হাতিয়াতে হামলা হয়েছে। আরো অভিযোগ পাচ্ছি। বড়িঘর লুটের অভিযোগ পাচ্ছি। বাড়িঘরে হামলার অভিযোগ পাচ্ছি। এগুলো বন্ধ করাই এই সময়ে বিএনপির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।''

''আমরা ১৭ বছর ধরে যে রাজনৈতিক কালচার দেখেছি, আমরা কিন্তু তার অবসান চাই। সেটা ফিরে আসতে আমরা দেব না। আমরা বিরোধী দল সংসদ এবং সংসদের বাইরে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন করতে থাকবো। বিএনপি চাইলেও যেন ফ্যাসিস্ট হাসিনা হতে না পারে আমরা কিন্তু সেদিকে খেয়াল রাখব। বিএনপিকে আমাদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে,'' বলেন তিনি। মনিরা শারমিন বলেন, ''বাংলাদেশের মানুষ দুর্নীতি, চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে। বিএনপির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে সেখান থেকে তাদের বের হয়ে আসতে হবে। আর সংস্কারের পক্ষে দেশের মানুষ রায় দিয়েছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংস্কার শেষ করতে হবে।'' তিনি আরো বলেন, ''এছাড়া অর্থনৈতিক, সামাজিক, আইনশৃঙ্খলা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান- এসব নিয়ে তো চ্যালেঞ্জ আছেই।''

জামায়াত ও এনসিপির কয়েকজন নেতা এরইমধ্যে ছায়া সরকার গঠনের কথা বলেছেন। এর মাধ্যমে তারা সরকারকে জাবাবদিহিতা ও প্রশ্নের মুখে রাখতে চায়। ফাহিম মাশরুর একে ভালো উদ্যোগ বলে মনে করেন। তারা কথা, ''সরকারকে জবাবদিহির মধ্যে রাখতে এটা একটা ভালো কৌশল।''

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ১১ দল সোমবার বিকেলে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ, হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ডাক দিয়েছে। মনিরা' শারমিন বলেন, ''আমরা যেকোনো অন্যায় অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জারি রাখব সব সময়।''

সংস্কার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

নতুন সংসদ সদস্যদের সাংসদ এবং গণপরিষদ সদস্য হিসাবে শপথ নেয়ার কথা রয়েছে। ১৮০ দিনের মধ্যে সংস্কার বাস্তবায়ন করার পর গণপরিষদের কাজ শেষ হবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদের দাবি, ''এই গণভোটের কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। সংবিধান পরিবর্তন হয় সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। আর তা করতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগে। বিএনপির সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। এখন বিএনপি যতটুকু চাইবে তার বেশি সম্ভব নয়। আসলে ঐকমত্য কমিশনে যা হয়েছে তা একটি রাজনৈতিক আলোচনা। এর কিছু বিষয়ে বিএনপি একমত হয়েছে, কিছু বিষয়ে হয়নি। আর অন্তর্বর্তী সরকারতো এটা নিয়ে কোনো অধ্যাদেশ জারি করেনি। ফলে এটা সংসদে ব্যাটিফাই করারও প্রশ্ন নেই।''- জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে বাংলার সৌজন্যে

তিনি বলেন, ''বিএনপি উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন চায় সংসদে প্রাপ্ত আসনের ভিত্তিতে। কিন্তু জামায়াত-এনসিপি চায় প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে। এটা নিয়ে একটা রাজনৈতিক সংকট হতে পারে। এটা নিয়ে রাজনীতি হতে পারে। কিন্তু বিএনপি যেসব বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে তা তো তারা বাস্তবায়ন করবে না।''

অন্যদিকে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জ আছে বলে মনে করেন সাবেক কূটনীতিক মেজর(অব.) এমদাদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ''ভারত বিরোধিতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা বড় ইস্যু। সেটাকে সামলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে একটা ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক তৈরি করতে হবে নতুন সরকারকে। চীন এবং ভারত এই দুই প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন কীভাবে ঘাটাবে সেটাও দেখার বিষয়।''

## সংসদ সদস্যের দুই শপথ বিতর্ক

১৬ পৃষ্ঠার পর

প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার ফল। একবার যদি রাজনৈতিক সমঝোতা বা সাময়িক প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে নতুন প্রথা তৈরি করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সেটি একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতে সংবিধান ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সমঝোতার নথিতে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়, যা একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অষ্টমত, বাস্তব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। যদি রাজনৈতিক শক্তিগুলো সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে নতুন কর্তৃত্ব তৈরি করতে শুরু করে, তাহলে তা রাষ্ট্রের আইনি স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করতে পারে। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার মূল শক্তি হলো প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করা।

সব শেষে বলা যায়, সংসদ সদস্যদের দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণের ধারণা রাজনৈতিক বা একাডেমিক আলোচনায় স্থান পেতে পারে, কিন্তু সাংবিধানিক বাস্তবতায় এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। বরং বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর ভেতরে থেকেই সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, আইনের শাসন এবং গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার জন্য অধিকতর নিরাপদ পথ। সাংবিধানিক রাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো বৈধতা এবং সেই বৈধতা রক্ষাই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আবু আহমেদ ফয়জুল কবির: মানবাধিকারকর্মী । দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

## রাতে কিশোররা অযাচিত ঘোরাঘুরি

৯ পৃষ্ঠার পর

মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন তিনি। এসময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন,আমি জীবনে দুর্নীতি করব না, কাউকে দুর্নীতি করতে দেব না, এটি আমার প্রমিজ (প্রতিজ্ঞা)। তিনি বলেন,আমার এই প্রমিজের সঙ্গে যারা থাকতে পারবেন না, তারা দয়া করে এখান থেকে অন্যত্র বদলি হয়ে চলে যান। আর না হয় আমাকে বলবেন আমি ভালো জায়গা দেখে বদলি করে দেব। কিন্তু আমি এখানটাকে পবিত্র রাখব। চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার রবিউল হাসান, কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান রাসেল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বোরহান উদ্দিনসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।


সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

## ট্রাম্পের শুল্ক বাতিল হওয়ায় ঢাকা-

৫ পৃষ্ঠার পর

সীমাহীন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা দেয় না।

রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট-এর চেয়ারম্যান ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক বলেন, এই রায়টি আইনগতভাবে স্পষ্ট হলেও বাস্তবে বেশ জটিল।

তিনি টিবিএসকে বলেন, 'আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অস্পষ্টতার সুযোগ খুব একটা নেই। তবু এর বাস্তব প্রভাব কী হবে তা এখনও অনিশ্চিত, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কীভাবে এর প্রতিক্রিয়া জানাবেন তা স্পষ্ট নয়।'

মার্কিন প্রশাসনের হাতে থাকা বেশ কয়েকটি আইনি হাতিয়ারের মধ্যে এই আইন একটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এ সিদ্ধান্ত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে প্রশাসনের বৃহত্তর ক্ষমতাকে বাতিল করে দেয় না। অন্যান্য আইনি বিকল্পগুলো এখনও উন্মুক্ত রয়েছে।'

তবে সেই বিকল্প পথগুলোর জন্য কংগ্রেসের সম্পৃক্ততা অথবা মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজন হতে পারে, যার ফলে বিলম্ব ও রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া মার্কিন আমদানিকারকদের কাছ থেকে আগে আদায় করা শুল্ক ফেরত দেওয়া হবে কি না, তা-ও এখনও স্পষ্ট হয়নি।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, এই রায়ের ফলাফল পুরোপুরি বোঝার জন্য বাংলাদেশের কিছু সময় নেওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'চুক্তি সই করার অর্থ এই নয় যে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়ে যায়। তাছাড়া পাল্টা শুল্ক প্রত্যাহার করা হলেও দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতিগুলোর আলাদা প্রভাব থাকতে পারে।'

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, চুক্তিটি এখনও কোনো পক্ষই র‍্যাটিফাই (অনুমোদন) করেনি। অর্থাৎ চুক্তিটি এটি এখনও কার্যকর হয়নি।

ডব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের রায় বাংলাদেশের জন্য ভালো খবর। 'আমরা চুক্তি করলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। দুই দেশ চুক্তি র‍্যাটিফাই করার পর এটি কার্যকর হবে। ট্যারিফ বাতিল হলে বাংলাদেশ চুক্তি র‍্যাটিফাই করা থেকে বিরত থাকার সুযোগ পাবে,' বলেন তিনি।

জাতীয় জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি একটি আইনের অধীনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ঢালাও শুল্ক আরোপ করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গতকাল তা বাতিল করে দিয়েছে।

মূলত বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপ করা আমদানি শুল্ক নিয়ে ছিল আদালতের এই আইনি লড়াই।

শুরুতে এই শুল্ক মেক্সিকো, কানাডা ও চীনের ওপর আরোপ করা হয়। পরে গত এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর পরিধি বাড়িয়ে আরও ডজনখানেক বাণিজ্য অংশীদারের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়।

হোয়াইট হাউস ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট-এর (আইইইপিএ) বরাত দিয়ে দাবি করেছিল, এই আইন প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থায় বাণিজ্য 'নিয়ন্ত্রণের' ক্ষমতা দেয়।

কিন্তু এ পদক্ষেপের ফলে দেশে-বিদেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে হুট করে বাড়তি করের মুখে পড়েছিল, তারা প্রতিবাদ জানায়। এ শুল্কের কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে বলেও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।

গত বছর আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে প্রতিবাদকারী অঙ্গরাজ্য ও ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনজীবীরা বলেন, ট্রাম্প শুল্কারোপের জন্য যে আইন ব্যবহার করেছেন, সেখানে 'শুল্ক (ট্যারিফ)' শব্দটির কোনো উল্লেখই নেই।

তারা বলেন, কংগ্রেস তাদের কর আদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি। এমনকি বিদ্যমান অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক বিধিগুলোকে 'বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টকে সীমাহীন ক্ষমতা' দেওয়ার উদ্দেশ্যও কংগ্রেসের ছিল না।

রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস তার মতামতে এই যুক্তির পক্ষেই অবস্থান নেন।

শুল্ক বাতিলের এই সিদ্ধান্তে আদালতের তিনজন উদারপন্থি বিচারপতির সঙ্গে যোগ দেন ট্রাম্পের মনোনীত দুই বিচারপতি-অ্যামি কোনি ব্যারেট ও নিল গোরসাচ। আর তিন রক্ষণশীল বিচারপতি-ক্ল্যারেন্স টমাস, ব্রেট কাভানাফ ও স্যামুয়েল আলিটো এই রায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

বিচারপতিদের সমর্থিত এই আইনি নীতি অনুযায়ী, সরকারের নির্বাহী বিভাগের 'ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ' যেকোনো পদক্ষেপে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট অনুমোদন থাকতে হয়। এর আগে সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদক্ষেপ আটকাতেও আদালত এই নীতি ব্যবহার করেছিল।

ট্রাম্প আমদানি শুল্ককে তার অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার করার পর ট্রাম্প যে বৈশ্বিক বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, এই শুল্কগুলো ছিল তার কেন্দ্রবিন্দুতে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদাররা দূরে সরে গেছে, আর্থিক বাজারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে।

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ট্রাম্পের এসব শুল্ক আগামী এক দশকে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয় এনে দেবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।

১৪ ডিসেম্বরের পর থেকে ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ক আদায়ের কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। তবে গতকাল পেন-ওয়ার্টন বাজেট মডেল-এর অর্থনীতিবিদরা হিসাব করে দেখেছেন, আইইইপিএর ওপর ভিত্তি করে ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক থেকে আদায় করা অর্থের পরিমাণ ১৭৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

আদালতের রায়ের পর সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'দেশের জন্য সঠিক কাজটি করার সাহস দেখাতে না পারায় আদালতের নির্দিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে আমি লজ্জিত, ভীষণ লজ্জিত।'

ট্রাম্প আরও বলেন, এ রায়ের কারণে 'যেসব বিদেশি রাষ্ট্র বছরের পর বছর আমাদের ঠকিয়ে আসছিল, তারা এখন উচ্ছ্বসিত। তারা এতটাই খুশি যে রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে। তবে তারা বেশিদিন এই নাচ নাচতে পারবে না, এটুকু আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি।'

বিকল্প হাতিয়ারগুলোর বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আদালত ভুলবশত যেসব সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে, সেগুলোর জায়গায় এখন অন্যান্য বিকল্প ব্যবহার করা হবে। আমাদের কাছে বিকল্প আছে-দারুণ সব বিকল্প। এর মাধ্যমে হয়তো আরও বেশি অর্থ আয় হতে পারে। আমরা আরও বেশি অর্থ আদায় করব এবং আরও অনেক শক্তিশালী হব।'

এই রায়ের কয়েক ঘণ্টা পরই ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি পাল্টা শুল্কের বদলে নতুন করে বিশ্বব্যাপী ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশে সই করেছেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প নিশ্চিত করেন, তিনি ওভাল অফিসে বসে এই নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। তিনি আরও জানান, এই আদেশ 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই' কার্যকর হবে।

হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইতোমধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলা দেশগুলোর ওপরও এই নতুন ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক আরোপ হবে। এসব দেশ এখন নিজেদের চুক্তিতে নির্ধারিত শুল্ক হারের বদলে সেকশন ১২২-এর অধীনে বৈশ্বিক ১০ শতাংশ শুল্ক দেবে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ১০ শতাংশ শুল্ক হারের আওতাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রয়েছে। তবে তালিকাটি এখানেই শেষ নয়।

## দুর্নীতি, অতিমূল্যায়িত মেগাপ্রকল্প

৫ পৃষ্ঠার পর

উপস্থাপনায় সতর্ক করে বলা হয়েছে, দুর্নীতি ও অতিমূল্যায়িত মেগা প্রকল্প বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণঝুঁকি বাড়াচ্ছে। তাই আর্থিক চাপ তীব্র আকার ধারণের আগেই নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গবেষকরা।

"করাপশন ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড শ্রীলংকা: ইমপ্লিকেশন্স ফর পাবলিক ডেবট" শীর্ষক এ গবেষণাটি পরিচালনা করেন লন্ডনের সোয়াস (এসওএএস) ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। এতে সহায়তা দিয়েছে ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনস অ্যান্ড চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ।

ঢাকায় সিরডাপ সম্মেলনের এক সেমিনারে গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে সোয়াস- এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ মুশতাক খান বলেন, অবকাঠামো চুক্তির দরে সামান্য পার্থক্যও দীর্ঘমেয়াদে শত শত মিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত ব্যয়ে রূপ নিতে পারে।

অর্থনীতিবিদরা উল্লেখ করেন, বিদ্যুৎ বা অবকাঠামো প্রকল্পে ট্যারিফ বা চুক্তিমূল্য মাত্র কয়েক সেন্ট বেশি নির্ধারণ করা হলেও প্রকল্পের পুরো আয়ুষ্কালে তার সম্মিলিত প্রভাব কয়েক বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তারা বলেন, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো ক্রয়প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার, প্রতিযোগিতা সীমিত করা এবং অতিরিক্ত দামে চুক্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে পারে।

দুই ধরনের শাসনব্যবস্থাগত ব্যর্থতা

গবেষকদের মতে, অবকাঠামো বিনিয়োগে দুটি বড় ধরনের শাসনব্যবস্থাগত ব্যর্থতার কারণে ঋণের স্থিতিশীলতা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

প্রথমত, প্রকল্প কারিগরিভাবে সঠিক হলেও অতিমূল্যে নির্ধারিত হতে পারে। এ ধরনের সম্পদ কার্যকরভাবে পরিচালিত হলেও উচ্চ বিনিয়োগ ব্যয়ের কারণে-অর্জিত রাজস্ব থেকে ব্যয় পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে।

দ্বিতীয়ত, প্রকল্প নিম্নমানের নির্মাণ, অনুপযুক্ত নকশা বা অপর্যাপ্ত পরিকল্পনার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল না-ও দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবকাঠামো আংশিক ব্যবহৃত হয় বা প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক মুনাফা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়, যা আবারও ঋণচাপ বাড়ায়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, এসব ফলাফল কেবল কারগরি ত্রুটির কারণে ঘটেনি; বরং বহু ক্ষেত্রে তা ছিল ইচ্ছাকৃত শাসনব্যবস্থাগত ব্যর্থতার প্রতিফলন; যেখানে দুর্নীতি, রাজনৈতিক আঁতাত কিংবা নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় প্রকল্পের ক্রয়প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী প্রয়োগব্যবস্থা (এনফোর্সমেন্ট মেকানিজম), ক্রয়প্রক্রিয়ায় অধিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি নতুন করে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের আহ্বান জানানো হয়েছে।

অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ ও ঋণ বৃদ্ধি

২০০৮২০০৯ সালের পর বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা উভয় দেশই অবকাঠামো-নির্ভর উন্নয়ন কৌশল বেগবান করে।

শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ শেষে সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকসার আমলে বন্দর, মহাসড়ক ও বিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক ঋণের প্রায় ৬৫ শতাংশই অবকাঠামো খাতে ব্যয় করা হয়েছে; তবে পরবর্তী সময়ে একাধিক প্রকল্প আংশিক ব্যবহৃত বা অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর হিসেবে চিহ্নিত হয়। এতে প্রকল্পের আয় থেকে পর্যাপ্ত রাজস্ব আহরণ না হওয়ায় ঋণ পরিশোধের চাপ বেড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তা শ্রীলঙ্কার ঋণসংকটে ভূমিকা রাখে।

একই সময়ে বাংলাদেশও সড়ক, সেতু ও বিদ্যুৎ নির্মাণে বিস্তৃত পরিসরে বিনিয়োগ করে। ফলে ২০০৯ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ যেখানে ছিল ২৪ বিলিয়ন ডলার, তা ২০২৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১১২ বিলিয়ন ডলারে। একই সঙ্গে এসব ঋণের সুদ পরিশোধে এখন রাজস্ব বাজেটের ক্রমবর্ধমান অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে।

কেস স্টাডি: মান্নার ও গোড্ডা প্রকল্প

প্রতিবেদনে শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলের মান্নার বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিকভাবে ২৫০ মেগাওয়াট সঃক্ষমতার এ প্রকল্পের আলোচনা শুরু হয় ২০২১ সালে এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ছাড়াই সমঝোতা স্মারক ঘোষণা করা হয়।

২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা তাদের বিদ্যুৎ আইন সংশোধন করে প্রতিযোগিতা ছাড়াই চুক্তিটি কার্যকরের সুযোগ দেয়, যেখানে আদানিকে জিটুজির অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২০২২ সালের আরগ্যলয়া গণআন্দোলনের সময় এ চুক্তি কমিউনিটি সংগঠন, সংসদ সদস্য ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। এসব ক্রমবর্ধমান চাপ ও সম্ভাব্য পুনঃআলোচনার প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে আদানি প্রকল্পটি থেকে সরে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎচুক্তির জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি (এনআরসি) জানিয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদকদের সঙ্গে চুক্তিমূল্য এত বেশি যে খুচরা বিদ্যুতের দাম সহনীয় রাখতে বছরে প্রায় ৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিতে হয় সরকারকে।

ভর্তুকি না দিলে বিদ্যুতের দাম ৮৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে হতে পারে, যা শিল্পখাতের সংকুচিত হওয়া ও ভোক্তাদের দুর্ভোগ ডেকে আনতে পারে।

২০১১ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদকদের বিল পরিশোধ ১১ গুণ বেড়েছে, আর ক্যাপাসিটি চার্জ বেড়েছে ২০ গুণ; অথচ প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে মাত্র চার গুণ।

বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তিসংগত মানদণ্ডের তুলনায় ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ বেশি চুক্তিমূল্য এবং দুর্বল পরিকল্পনার কারণে বহু বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালানি সংকটে অচল অবস্থায় পড়ে আছে-যেগুলোকে প্রায়ই 'ঘোস্ট প্ল্যান্ট' বলা হয়।

ভারতের ঝাড়খণ্ডে নির্মিত ১,৬০০ মেগাওয়াট সঃক্ষমতার আদানির গোড্ডা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ড কয়লা সমৃদ্ধ হলেও এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানিকৃত কয়লা ব্যবহার করা হয়, আর এই কয়লার দাম নির্ধারণের পদ্ধতি অতিমূল্যায়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

গোড্ডা থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দীর্ঘ সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ৫০০ মিলিয়ন ডলার এবং এই ব্যয়কেও বিদ্যুতের দামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

চুক্তিকৃত সমন্বিত ট্যারিফ নির্ধারিত হয়েছে প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা ৮ দশমিক ৬১ মার্কিন সেন্ট দরে, যেখানে ভারতের অন্যান্য উৎস থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুতের দাম প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা ৪ দশমিক ৪৬ সেন্ট। গবেষকদের হিসাবে, যুক্তিসংগত মানদণ্ডের চেয়ে প্রকল্পটির বিদ্যুতের মূল্য অন্তত ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বেশি। একারণে ২৫ বছরে বাংলাদেশকে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হতে পারে, যার মধ্যে অতিমূল্যায়নের অংশই ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি।

এনআরসিতে জমা দেওয়া হুইসেলব্লোয়ারের তথ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে জড়িত আমলাদের কাছে উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ প্রদানের ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরকারি তদন্ত চলমান রয়েছে।

ঋণের স্থিতিশীলতা নিয়ে সতর্কবার্তা

গবেষণায় উপসংহারে বলা হয়েছে, অতিমূল্যায়িত চুক্তিগুলো পুনর্মূল্যায়ন, দুর্নীতির অভিযোগে লক্ষ্যভিত্তিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া জোরদার না করা হলে-ধীরে ধীরে আর্থিক সমন্বয়ের পরিবর্তে-ব্যয়বহুল অবকাঠামোর দায় একসময় আকস্মিক ঋণসংকট সৃষ্টি করতে পারে।

## বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে

৮ পৃষ্ঠার পর

লস্করদিয়ায় নিজ বাড়িতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। শামা ওবায়েদ বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো দেশের মেরুদণ্ড সোজা রেখে বিদেশে একটি স্থিতিশীল এবং সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, সরকার ভিসা সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করবে। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্থগিত থাকা ভিসা প্রক্রিয়া দ্রুত পুনরায় চালু করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনেও তিনি তার বলিষ্ঠ ভূমিকা বজায় রাখবেন বলেও এ সময় জানান।

## মারা গেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম

৮ পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে নিশ্চিত করেন তার সাবেক সহকর্মী ও মার্কিন কূটনীতিক জন এফ ড্যানিলোভিচ।

এ ছাড়া মেক্সিকোতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুশফিকুল ফজল আনসারী এবং বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালও মাইলামের প্রয়াণে শোক জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

মাইলামের মেয়ে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এরিকা মাইলামের ইমেইলের বরাত দিয়ে মুশফিকুল ফজল আনসারী তার মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য জানান।

উইলিয়াম বি মাইলাম ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে এবং দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষিত ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চলতি বছরের মার্চে মাইলামের সঙ্গে ড্যানিলোভিচও ঢাকা সফর করেন। মাইলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে মুশফিকুল ফজল এক্স পোস্টে লেখেন, মাইলামের সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে কূটনীতিক হিসেবে কাজ করেন। অবসরের পরও তারা আবার এক সঙ্গে কাজ করেন।

# বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

**Ultracare Family Wellness of NY, Inc.**
**Diana's Angels Home Care Inc.**

# PCA/HHA HOME CARE
## Service Provider

**Home care PCA/PA** দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
**Home care** সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
**We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate**
**We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish**

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

## PCA সেবা নিতে চান?
## আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

**NYS- licensed LHCSA Agency Offering**
**Professional, compassionate care -**
**we are ready to help you to Enroll**
**PCA/HHA services.**
**Our Expert Team will guide you through the**
**LHCSA transition with trained PCA ready to help.**

# THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

**Head Office:**
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

**Woodside Office:**
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

**Brooklyn Office:**
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**Buffalo Office:**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Bari Tower:**
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

**CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901**
**Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com**

# পাল্টা শুল্ক অবৈধ ঘোষণার পর সব দেশের ওপর নতুন

৫ পৃষ্ঠার পর

শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি এই পদক্ষেপ নিলেন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, তিনি ওভাল অফিসে বসে এই নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। তিনি আরও জানান, এই আদেশ 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই' কার্যকর হবে। এর আগে শুক্রবারই ট্রাম্প ভিন্ন একটি আইনি ক্ষমতাবলে শুল্কারোপের বিকল্প পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে 'অত্যন্ত হতাশাজনক' ও 'ভয়ংকর' আখ্যা দিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। হোয়াইট হাউসের ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'আদালত ভুলবশত যেসব সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে, সেগুলোর জায়গায় এখন অন্যান্য বিকল্প ব্যবহার করা হবে। আমাদের কাছে বিকল্প আছে-দারুণ সব বিকল্প। এর মাধ্যমে হয়তো আরও বেশি অর্থ আয় হতে পারে। আমরা আরও বেশি অর্থ আদায় করব এবং আরও অনেক শক্তিশালী হব।'হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইতোমধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করে ফেলা দেশগুলোর ওপরও এই নতুন ১৫ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক আরোপ হবে। এসব দেশ এখন নিজেদের চুক্তিতে নির্ধারিত শুল্ক হারের বদলে সেকশন ১২২-এর অধীনে বৈশ্বিক ১০ শতাংশ শুল্ক দেবে।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ১৫ শতাংশ শুল্ক হারের আওতাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রয়েছে। তবে তালিকাটি এখানেই শেষ নয়। এর ফলে ট্রাম্পের করা অনেক চুক্তিতে শুল্কের হার আগের চেয়ে কমে যাবে। যেমন, আগের বাণিজ্য চুক্তিগুলোতে জাপানের ওপর ১৫ শতাংশ ও ভারতের ওপর ১৮ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছিল।

হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন আশা করছে, বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ওই দেশগুলো যেসব ছাড় দিতে রাজি হয়েছিল, তারা সেটি মেনে চলবে। সুপ্রিম কোর্টের ৯ জন বিচারপতির মধ্যে ৬ জন ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপকে অবৈধ ঘোষণার পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন, প্রেসিডেন্ট তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন। এই সিদ্ধান্তটি ওইসব এই শুল্কবিরোধী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও মার্কিন অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য বড় বিজয়। এর ফলে ইতিমধ্যে শুল্ক বাবদ দেওয়া শত শত কোটি ডলার ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে একইসঙ্গে এই রায় বিশ্ব বাণিজ্যে নতুন করে অনিশ্চয়তারও জন্ম দিয়েছে।

শুক্রবার হোয়াইট হাউস থেকে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, আইনি লড়াই ছাড়া এই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে না। তিনি আশা করছেন, বিষয়টি নিয়ে বছরের পর বছর আদালতে আইনি লড়াই চলতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, নিজের শুল্কনীতি এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি অন্য আইনের আশ্রয় নেবেন। তার মতে, এই শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।

মূলত বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর আরোপ করা আমদানি শুল্ক নিয়ে ছিল আদালতের এই লড়াই। শুরুতে এই শুল্ক মেক্সিকো, কানাডা ও চীনের ওপর আরোপ করা হয়। পরে গত এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর পরিধি বাড়িয়ে আরও ডজনখানেক বাণিজ্য অংশীদারের ওপর তা প্রয়োগ করা হয়।

হোয়াইট হাউস ১৯৭৭ সালের ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট-এর (আইইইপিএ) বরাত দিয়ে দাবি করেছিল, এই আইন প্রেসিডেন্টকে জরুরি অবস্থায় বাণিজ্য 'নিয়ন্ত্রণের' ক্ষমতা দেয়।

কিন্তু এ পদক্ষেপের ফলে দেশে-বিদেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেসব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাতে হুট করে বাড়তি করের মুখে পড়েছিল, তারা প্রতিবাদ জানায়। এ শুল্কের কারণে পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে বলেও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। গত বছর আদালতে যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে প্রতিবাদকারী অঙ্গরাজ্য ও ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনজীবীরা বলেন, ট্রাম্প শুল্কারোপের জন্য যে আইন ব্যবহার করেছেন, সেখানে 'শুল্ক (ট্যারিফ)' শব্দটির কোনো উল্লেখই নেই।

তারা বলেন, কংগ্রেস তাদের কর আদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি। এমনকি বিদ্যমান অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক বিধিগুলোকে 'বাতিল করার জন্য প্রেসিডেন্টকে সীমাহীন ক্ষমতা' দেওয়ার উদ্দেশ্যও কংগ্রেসের ছিল না। রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস তার মতামতে এই যুক্তির পক্ষেই অবস্থান নেন

শুল্ক বাতিলের এই সিদ্ধান্তে আদালতের তিনজন উদারপন্থি বিচারপতির সঙ্গে যোগ দেন ট্রাম্পের মনোনীত দুই বিচারপতি-অ্যামি কোনি ব্যারেট ও নিল গোরসাচ। আর তিন রক্ষণশীল বিচারপতি-ক্ল্যারেন্স টমাস, ব্রেট কাভানাফ ও স্যামুয়েল আলিটো এই রায়ের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন।

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প বলেন, আদালতে রিপাবলিকান দলের মনোনীত যেসব বিচারপতি তার বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তাদের নিয়ে তিনি 'ভীষণ লজ্জিত'।

তিনি বলেন, 'দেশের জন্য সঠিক কাজটি করার সাহস দেখাতে না পারায় আদালতের নির্দিষ্ট কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে আমি লজ্জিত, ভীষণ লজ্জিত।'

ট্রাম্প আরও বলেন, এ রায়ের কারণে 'যেসব বিদেশি রাষ্ট্র বছরের পর বছর আমাদের ঠকিয়ে আসছিল, তারা এখন উচ্ছ্বসিত। তারা এতটাই খুশি যে রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে। তবে তারা বেশিদিন এই নাচ নাচতে পারবে না, এটুকু আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি।' সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক প্রায় ০.৭ শতাংশ বেড়ে দিনের লেনদেন শেষ করে।

তবে শুল্কের খরচ থেকে মুক্তি ও অর্থ ফেরতের যে আশা করা হচ্ছে, তা হয়তো শেষ পর্যন্ত অধরাই থেকে যেতে পারে। শুক্রবার ট্রাম্প সেকশন ১২২ নামক এক অব্যবহৃত আইনের আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ শুল্কারোপের ঘোষণাপত্রে সই করেছেন। এ আইন ব্যবহার করে ১৫০ দিনের জন্য সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কারোপের ক্ষমতা পাওয়া যায়। এরপর বিষয়টি নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসকে পদক্ষেপ নিতে হয়।

আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এই নতুন শুল্ক কার্যকর হবে।

এ আদেশে নানা ধরনের পণ্যে শুল্কছাড়ের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু খনিজ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও সার; কমলা ও গরুর মাংসের মতো কিছু কৃষিজাত পণ্য; ওষুধসামগ্রী; কিছু ইলেকট্রনিক পণ্য ও নির্দিষ্ট কিছু যানবাহন। ঠিক কোন কোন নির্দিষ্ট পণ্য এই ছাড় পাবে, আদেশে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ইউএসএমসিএ-র আওতায় কানাডা ও মেক্সিকো তাদের সিংহভাগ পণ্যের ওপর শুল্কছাড়ের সুবিধা অব্যাহত রাখবে।

বিশ্লেষকরা ধারণা করছেন, হোয়াইট হাউস হয়তো সেকশন ২৩২ ও সেকশন ৩০১-এর মতো অন্যান্য হাতিয়ারও ব্যবহারের চিন্তা করবে। এসব আইনের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি ও অন্যায্য বাণিজ্য চর্চা মোকাবিলায় আমদানি শুল্ক আরোপের সুযোগ রয়েছে।

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

# ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক অবৈধ ঘোষণা

৫ পৃষ্ঠার পর

বিবেচিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী এই বেঞ্চ এতদিন ট্রাম্পের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রচেষ্টার প্রতি মোটামুটি সহানুভূতিশীল ছিল এবং তার দ্বিতীয় মেয়াদের এজেন্ডাগুলো বিনা বাধায় বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছিল। তবে শুক্রবারের এই রায় সেই গতিকে নাটকীয়ভাবে থামিয়ে দিয়েছে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট কী রায় দিয়েছে?

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করতে ট্রাম্প গত বছর 'ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ারস অ্যাক্ট' (আইইইইপিএ)-এ নিহিত জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করেছিলেন।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারক রায় দেন, এই আইন প্রেসিডেন্টকে শুল্ক আরোপের অনুমতি দেয় না।

সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতামতে প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট একতরফাভাবে অসীম পরিমাণ, সময়কাল এবং পরিধির শুল্ক আরোপের অসাধারণ ক্ষমতা দাবি করছেন।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এটি প্রয়োগ করতে হলে ট্রাম্পকে অবশ্যই কংগ্রেসের স্পষ্ট অনুমোদন দেখাতে হবে।'

রবার্টস উল্লেখ করেছেন, আইইইইপিএ আইনে 'শুল্ক বা করের কোনো উল্লেখ নেই'। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, অন্য কোনো প্রেসিডেন্ট শুল্ক আরোপের জন্য এই আইন ব্যবহার করেননি।

শুক্রবার ট্রাম্প বিচারপতিদের 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে তারা বিদেশি স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

রায়ে ৬-৩ ব্যবধানে বিভক্তি ছিল। উদারপন্থী বিচারপতি সোনিয়া সোটোমায়র, এলেনা কেগান এবং কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসনের সঙ্গে রক্ষণশীল রবার্টস, নিল গোরসুচ এবং অ্যামি কোনি ব্যারেট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে যোগ দেন।

বিচারপতি ব্রেট ক্যাভানা প্রধান দ্বিমত পোষণকারী রায়টি লেখেন এবং তার সঙ্গে রক্ষণশীল ক্লারেন্স থমাস ও স্যামুয়েল আলিতো যোগ দেন।

ক্যাভানা যুক্তি দেন, যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচার এবং বাণিজ্য বৈষম্য নিয়ে ট্রাম্প যে জাতীয় জরুরি অবস্থার কথা বলেছিলেন, তা তাকে শুল্ক আরোপের জন্য আইইইইপিএ ব্যবহারের অধিকার দিয়েছে।

তিনি লিখেছেন, 'এখানে শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিচক্ষণ নীতি হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। কিন্তু নথিপত্র, ইতিহাস এবং নজির হিসেবে এগুলো আইনত বৈধ।'

এরপর কী ঘটবে?

সর্বোচ্চ আদালত মূলত জরুরি ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের শুল্ক আরোপের অনুমোদন বৈধ ছিল কি না, সেটির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অন্য সব প্রশ্ন তারা নিম্ন আদালতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং ট্রাম্পের শুল্ক চ্যালেঞ্জ করা মামলার একটি আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন।

মামলাটি মূলত ১২টি মার্কিন অঙ্গরাজ্য ও একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দায়ের করেছিল। মামলায় ট্রাম্পের 'পারস্পরিক' শুল্ক এবং প্রাণঘাতী ওপিওড ফেন্টানাইল বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগে চীন, কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর আরোপিত শুল্ককে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল।

ফেডারেল সার্কিটের আপিল আদালত গত বছর রায় দিয়েছিলেন, শুল্ক আরোপে আইইইইপিএ ব্যবহার করে ট্রাম্প তার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। তবে তারা সুপ্রিম কোর্টের মতোই সব শুল্ক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এবং হলে তা কীভাবে হবে-আপিল আদালত সিআইটিকে সেটি পুনরায় মূল্যায়ন করতে বলেন।

এখন সিআইটি সম্ভবত মামলাটি হাতে নেবে, যদিও এর সময়সীমা এখনও নির্ধারিত হয়নি। তিনজন বিচারকের একটি প্যানেল মামলার প্রথম ধাপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর মধ্যে দুজন ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টদের নিয়োগপ্রাপ্ত এবং একজন বারাক ওবামার নিয়োগপ্রাপ্ত।

আইনি প্রতিষ্ঠান ডেচার্টের অংশীদার স্টিভেন এঙ্গেল বলেছেন, সুপ্রিম কোর্ট 'সাধারণত প্রথা অনুযায়ী এমন কোনো বিষয়ে প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয় না যা নিয়ে নিম্ন আদালত কোনো সুরাহা করেনি।'

তিনি আরও বলেছেন, 'যেসব ক্ষেত্রে জটিল আইনি প্রশ্ন বা বিতর্ক দেখা দেয়, সেগুলো আপিল হতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তা আবারও সুপ্রিম কোর্টে ফিরে আসতে পারে।'

শুল্ক আরোপের জন্য ট্রাম্পের হাতে আরও কী উপায় আছে?

শুক্রবারের রায় ট্রাম্প প্রশাসনকে শুল্ক আরোপের বিকল্প উপায়ের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করছে।

তবে কোনোটিই আইইইইপিএ-এর মতো দ্রুত ও সহজে প্রয়োগযোগ্য নয়, ফলে শুল্ক আদায়ে কিছুটা বিলম্বের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বাণিজ্য আইনে বিদেশি পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপের আগে সাধারণত পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার জানিয়েছেন, তিনি পাল্টা শুল্কের বদলে (১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ১২২ ধারার অধীনে) নতুন করে বিশ্বব্যাপী ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট তার আরোপ করা বেশিরভাগ শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি এই পদক্ষেপ নিলেন।

শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, তিনি ওভাল অফিসে বসে এই নির্বাহী আদেশে সই করেছেন। তিনি আরও জানান, এই আদেশ 'প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই' কার্যকর হবে।

ট্রাম্প আরও জানিয়েছেন, তিনি নতুন করে বাণিজ্য তদন্ত শুরু করবেন, যার ফলে আরও একগুচ্ছ বাড়তি শুল্ক আরোপ হতে পারে।

১২২ ধারা ছাড়াও, ক্যাটো ইনস্টিটিউট ১৯৩০ সালের শুল্ক আইনের ৩৩৮ ধারাকে প্রশাসনের জন্য সবচেয়ে সম্ভাব্য পথ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই ধারাটি প্রেসিডেন্টকে এমন দেশগুলোর ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের অনুমতি দেয়, যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। ১২২ ধারা ট্রাম্পকে তাৎক্ষণিকভাবে ১৫০ দিনের জন্য ১৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের সুযোগ দেয়। এর জন্য ট্রেড এক্সপানশন অ্যাক্টের ২৩২ ধারার আওতায় ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের মতো পণ্যের ওপর শুল্ক বসাতে যে সময়সাপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন হয়, তা লাগে না।

ক্যাটো বলেছে, তাৎক্ষণিক এই বিকল্পটি ট্রাম্পের কাছে "যথেষ্ট আকর্ষণীয়" মনে হতে পারে। তবে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতাও উল্লেখ করেছে-এই ১৫ শতাংশ শুল্ক মাত্র ১৫০ দিনের জন্য বৈধ থাকবে এবং এর মেয়াদ বাড়াতে হলে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

বাণিজ্য বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন, ১২২ ধারাসহ বিকল্প আইনি পথ থাকলেও, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট যে আইইইইপিএ শুল্ক বাতিল করেছে, তার মতো বিস্তৃত হবে না।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফ্লিন্ট গ্লোবালের বাণিজ্য প্রধান স্যাম লো গ্রাহকদের উদ্দেশে লেখা এক নোটে বলেছেন, 'এই হাতিয়ারগুলো আইইইইপিএ-এর মতো বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়। বাতিল হওয়া আইইইইপিএ শুল্কের তুলনায় নতুন করে আরোপিত শুল্কের সময়সীমা ও পরিধির মধ্যে ব্যবধান থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।' আইইইইপিএ-এর আওতায় শুল্ক রাজস্ব ও বাণিজ্য চুক্তির কী হবে? আইইইইপিএ-এর আওতায় আদায়কৃত শুল্ক রাজস্ব সরকারকে ফেরত দিতে হবে কি না, তা এখনও অস্পষ্ট। সর্বোচ্চ আদালত এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়নি। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, গত এক বছরে এই অর্থের পরিমাণ অন্তত ১৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি ক্যাভানা তার ভিন্নমতের রায়ে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে 'হয়তো আমদানিকারকদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ফেরত দিতে হতে পারে যারা আইইইইপিএ শুল্ক পরিশোধ করেছিলেন, যদিও কিছু আমদানিকারক ইতোমধ্যে সেই খরচ ভোক্তাদের বা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন'। তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'মৌখিক যুক্তিতর্কের সময় যেমন স্বীকার করা হয়েছিল, ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্ভবত একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে'।

ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স জানিয়েছে, কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুল্ক ফেরতের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানালেও, এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তারা আরও জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এ বিষয়ে 'উদ্বেগজনক নীরবতা' রয়েছে।


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com



# ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

## সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com



Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com



# WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি



# WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

## ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

# ট্রাম্পের শুল্ক বাতিলের রায়ে

৫ পৃষ্ঠার পর

কমেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য শুল্কহার যতটা গুরুত্বপূর্ণ, প্রায় ততটাই গুরুত্বপূর্ণ পূর্বানুমানযোগ্যতা। ট্রাম্প যদিও ভিন্ন একটি আইনি বিধানের আওতায় নতুন করে ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন; তবে এ শুল্ক সব দেশের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় তা আগের বৈষম্যমূলক পারস্পরিক শুল্ক ব্যবস্থার তুলনায় স্বল্পমেয়াদে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে।

তাৎক্ষণিক রপ্তানি কার্যাদেশের প্রবাহ খুব দ্রুত বেড়ে যাবে, এমনটি আশা করছি না। মার্কিন ক্রেতারা সাধারণত কয়েক মাস আগেই পোশাকের অর্ডার দিয়ে থাকে। তাদের সোর্সিংয়ে কৌশল মূলত ব্যয়, কমপ্লায়েন্স ও লজিস্টিকসের মতো দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। তবে আদালতের এই সিদ্ধান্ত আইনি অনিশ্চয়তা ও পূর্বপ্রযোজ্য শুল্ক আরোপের আশঙ্কা কমিয়ে ক্রেতাদের আস্থা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। ট্রাম্প যেহেতু বিকল্প আইনি ক্ষমতাবলে শুল্কারোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাই পরিবর্তিত নীতিগত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কিছু মার্কিন রিটেইলার সাময়িকভাবে বিরতি নিতে পারে। নতুন ১০ শতাংশ শুল্ক ব্যবস্থা যদি আগের জরুরি ক্ষমতার ভিত্তিতে আরোপিত শুল্কের চেয়ে বেশি স্থিতিশীল ও অনুমানযোগ্য প্রমাণিত হয়, তবে এটি ধীরে ধীরে মার্কিন আমদানিকারকদের কাছ থেকে আরও স্থিতিশীল ক্রয়াদেশ পেতে সহায়তা করবে। তবে আমার আশঙ্কা, মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে নতুন করে আরও কিছু বিধিনিষেধমূলক বাণিজ্য পদক্ষেপ আসতে পারে, যা বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি অব্যাহত রাখতে পারে।

এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে অন্তর্বর্তী সরকারের তড়িঘড়ি করে সই করা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য চুক্তিটি ইতিমধ্যেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। এছাড়া পরিবর্তিত আইনি ও নীতিগত পরিস্থিতিতে এ চুক্তির ভবিষ্যৎও এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ তুলনামূলক সুবিধা পেতে পারে, যদি চীনসহ প্রধান প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর উচ্চ শুল্ক সীমিত থাকে বা আইনি যাচাইয়ের মুখে পড়ে। বাংলাদেশের সঙ্গে যদি উচ্চ-ব্যয়ের সরবরাহকারীদের শুল্ক-ব্যবধান বাড়ে বা আরও পূর্বানুমানযোগ্য হয়, তবে মার্কিন ব্র্যান্ডগুলো বহুমুখীকরণের জন্য আরও দ্রুত বাংলাদেশের কারখানাগুলোর দিকে ঝুঁকতে পারে। তবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখাটা নির্ভর করবে উৎপাদনশীলতা, লিড টাইম, কমপ্লায়েন্স মানদণ্ড ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর-শুধু শুল্কের ওপর নয়। বৃহত্তর পরিসরে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নির্বাহী বিভাগের বাণিজ্যক্ষমতার সাংবিধানিক সীমা পুনর্ব্যক্ত করেছে।

# নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও সেভ দ্যা পিপল'র উদ্যোগে 'ফ্রি ফুড' বিতরণ

পরিচয় ডেস্ক:পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ও সেভ দ্যা পিপল-এর উদ্যোগে বিনামুল্যের হালাল খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর ১৬৭ ও ১৬৮ স্ট্রীট থেকে সর্বস্তরের এক জাহার মানুষের মাঝে ১৫ ধরনের ফুড বিতরণ করা হয়। লাইনে দাঁড়িয়ে সংশ্লিস্টরা খাবারগুলো গ্রহণ করেন এবং বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেন। উল্লেখযোগ্য খাবারের মধ্যে ছিলো তেল, পিয়াজ, আলু, মুড়ি, গাজর, আনারস প্রভৃতি।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার এবং সেভ দ্যা পিপল-এর কর্ণধার মওলানা শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে পরিচালিত 'ফ্রি ফুড' বিতরণ কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম চুন্নু, উপদেষ্টা প্রফেসর বাছের ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী, সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সি, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হিমু মিয়া, সাহিত্য সম্পাদক রিমি ভূইয়া, প্রচার সম্পাদক সাঈদুল ইসলাম রিয়াদ, অন্যতম কর্মকর্তা নওশাদ হায়দার, শরীফ হোসেন, রিফোজ কবীর প্রমুখ কর্মকর্তা। খবর ইউএনএ'র

# টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র ইফতার ১ মার্চ, নতুন কমিটির সভাপতি আশরাফুল আলম জঙ্গী, সম্পাদক আরিফ, কোষাধ্যক্ষ রাজ্জাক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। ২০২৬-২০২৭ সালের জন্য গঠিত নতুন কমিটির সভাপতি পদে মোহাম্মদ আরাফুল আলম জঙ্গী, সাধারণ সম্পাদক পদে খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ ও কোষাধ্যক্ষ পদে আব্দুর রাজ্জাক মনোনীত হয়েছেন। গত ৮ ফেব্রুয়ারী রোববার অনুষ্ঠিত সংগঠনের সাধারণ সভায় আলোচনার ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়াও সভায় আগামী ১ মার্চ জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি হলে পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খবর ইউএনএ'র।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র বিদায়ী সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ ভূঁইয়া টনি। সভায় সাবেক সভাপতি দেওয়ান আমিনুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও খন্দকার মাহবুব হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র নতুন কর্মকর্তা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ আরাফুল আলম জঙ্গী, সহ সভাপতি- মোহাম্মদ ইউনূস আলী, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি ও মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক- খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ, সহ সাধারণ সম্পাদক- রকিবুল হাসান তালুকদার রকি, কোষাধ্যক্ষ- আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ ইসমাইল হোসাইন, ক্রীড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ লাভলু তালুকদার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কাওসার আহমেদ মন্টু, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- তাসনিম এ সুনিম, সমাজকল্যাণ ও ধর্ম সম্পাদক- কাজী এ জুয়েল এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান, মোহাম্মদ আশরাফ আলী ভূইয়া টনি, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, খন্দকার মাহবুব হোসাইন, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম শহীদ, ইমরুল আলম শাহেদ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, মির্জা নূওে আলম, হাফিজুল ইসলাম হাফিজ, মোহাম্মদ শহীদুর রহমান শহীদ, মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, মোহাম্মদ তাজউদ্দিন, মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ও দেলোয়ার হোসেন।

# ট্রাম্পের শুল্কনীতি বাতিলের পেছনে কে এই ভারতীয়

৭ পৃষ্ঠার পর

পাওয়ারস অ্যাক্ট (আইইইপিএ) ব্যবহার করে প্রায় সব বাণিজ্য অংশীদার দেশের ওপর শুল্ক আরোপ করেছিল। ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, বাণিজ্য ঘাটতি ও ফেন্টানিল সংকট জাতীয় জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করায় এমন শুল্কারোপ করা প্রয়োজন পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে লিবার্টি জাস্টিস সেন্টারের সহায়তায় প্রেসিডেন্টের শুল্কারোপের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এ মামলায় আইনজীবী কাতিয়াল আদালতে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, এই আইন প্রেসিডেন্টকে অন্যায্য ও অসাংবিধানিক কর আরোপের অনুমতি দেয় না। রায়ের পর কাতিয়াল বলেন, আজ যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট আইনের শাসন ও আমেরিকান জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। বার্তাটি পরিষ্কার যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শক্তিশালী কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আরও শক্তিশালী। আমেরিকায় কর আরোপের ক্ষমতা কেবল কংগ্রেসের। তিনি জোর দিয়ে বলেন, শুল্ক মানেই কর, আর কর আরোপের অধিকার একমাত্র কংগ্রেসের।

শিকাগোতে জন্ম নেওয়া নীল কাতিয়ালের বাবা ছিলেন প্রকৌশলী এবং মা ছিলেন চিকিৎসক। ডার্টমাউথ কলেজ ও ইয়েল ল' স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্টিফেন ব্রেয়ারের সহকারী হিসেবে আইন পেশায় কাজ শুরু করেন। ২০১০ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তাকে অ্যাক্টিং সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ দেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে ৫০টির বেশি মামলা লড়েছেন যা সংখ্যালঘু তথা অভিবাসী আইনজীবীদের মধ্যে রেকর্ডসংখ্যক বলে জানা গেছে। বর্তমানে তিনি মিলব্যাঙ্ক এলএলপির অংশীদার এবং জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি ল' সেন্টারের অধ্যাপক। তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে-২০১৭ সালের ট্রাম্পের ট্রাভেল ব্যান চ্যালেঞ্জ করা, ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন রক্ষা, পরিবেশ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় সর্বসম্মত রায় অর্জন, জর্জ ফ্লয়েড হত্যা মামলায় মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের বিশেষ কৌঁসুলি হিসেবে দায়িত্ব পালন

নীল কাতিয়ালের লেখা একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে, ইমপিচঃ দ্য কেস অ্যাগেনেস্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

শুল্কারোপের এমন অযৌক্তিক মামলার বিষয়ে এক সাক্ষাৎকারে কাটিয়াল বলেন, অভিবাসীর ছেলে হিসেবে আমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছি যে প্রেসিডেন্ট বেআইনিভাবে কাজ করছেন। কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি, তীব্র শুনানি হয়েছে, আর শেষে আমরা জিতেছি। নীল কাতিয়ালের মতে, এই রায় প্রমাণ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক কাঠামো নিজেকে সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ হলেও সংবিধান ভাঙতে পারবেন না। এই রায় প্রেসিডেন্টের জরুরি ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট করেছে এবং কংগ্রেসের কর আরোপের একচ্ছত্র অধিকার পুনর্ব্যক্ত করেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। সূত্র: দ্য স্টেটসম্যান

# ইতিহাসের সর্বোচ্চ করদাতা হওয়ার পথে মাস্ক,

৬ পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে, ইলন মাস্কের সম্পদ আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টেসলা শেয়ারহোল্ডাররা তাঁর জন্য একটি বিশেষ 'মার্স শট' পে-প্যাকেজ অনুমোদন করেছেন। আগামী ১০ বছরে টেসলা যদি তার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারে, তবে মাস্ক অতিরিক্ত ১ ট্রিলিয়ন ডলার সমমূল্যের শেয়ার পেতে পারেন। এমনটি হলে তিনি হবেন বিশ্বের প্রথম 'ট্রিলিয়নিয়ার'। বর্তমানে টেসলায় মাস্কের ১২ শতাংশ শেয়ার রয়েছে, যার মূল্য ১৭৮ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া তাঁর কাছে ১২৪ বিলিয়ন ডলার সমমূল্যের স্টক অপশন রয়েছে।

# শেরপুরে শীতার্ত হতদরিদ্র পরিবারের হাতে কম্বল তুলে দিলেন নিউ ইয়র্ক প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত সাদেক আলী ফাউন্ডেশন

পরিচয় ডেস্ক: শেরপুরে শীতার্ত হতদরিদ্র মানুষের হাতে কম্বল তুলে দিলেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশন। সম্প্রতি শেরপুরে সদর উপজেলাধীন চর জংগলদী গ্রামে মরহুম সাদেক আলীর নিজ বাড়িতে প্রায় দু'শতাধিক দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক আবুল বাশেম প্রতিষ্ঠিত সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে খালেদ মোশাররফ জনি'র পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জামালপুর জেনারেল পোষ্ট অফিসের সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল শেখ ফরিদ,স্হানীয় ওয়ার্ডের মেম্বার মোহাম্মদ জাবেদ আলী,খুনুয়া মৌলভীনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ সাইফুল ইসলাম, সমাজকর্মী শামীম হোসেন, ও চর জংগলদীর মধ্য পাড়া জামে মসজিদের সভাপতি মোহাম্মদ সোহাগ মিয়া প্রমুখ।

সুন্দর কম্বল হাতে পেয়েই খুশি হয়ে উঠেন বৃদ্ধা খুশি হাজেরা বেগম। তিনি বলেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশন প্রতি বছরের মত এবারও হাঁড় কাঁপানো শীতে আমার মত গরীব মানুষদের মাঝে অনেক কম্বল দিয়েছেন এ জন্য আমরা ভীষন খুশী। তিনি সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

শীতবস্ত্র প্রাপ্ত আয়নাল হক বলেন, সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান নিউ ইয়র্ক প্রবাসী আবুল কাশেম কিছু একটা দিবে এই আশায় আমরা বসে থাকি। সারা বছর এ দিনের জন্য অপেক্ষায় করি। প্রতি বারের মত এবারও সুন্দর একটা কম্বল পেয়েছি এ জন্য আমি খুব খুশী। আমি তাঁর মরহুম বাবার জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাঁর বাবাকে বেহেস্ত নছিব করেন।চকচকে রংয়ের কম্বল হাতে পেয়ে 'অশীতিপর বৃদ্ধা মালেকা বিবি তার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, আমি খুবই গরিব মানুষ প্রচন্ড ঠান্ডায় গরম কাপড়ের অভাবে ভীষণ কষ্ট করছি । সমাজের ধনী মানুষেরা ভুলেও আমাদের মনে করেনা । আমেরিকার দেশে এত দুরে থেকেও আমাদের জন্য লেবু মিয়া কম্বল দিয়েছে এ জন্যে আমি ভীষণ খুশী। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি।

বিশেষ অতিথি উপস্থিত থেকে স্থানীয় ইউপি সদস্য জাবেদ আলী তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাংবাদিক আবুল কাশেম লেবু একজন উদার সমাজসেবী নরম মনের ও পরোপকারী একজন মানুষ। তাঁর কাছে সাহায্য চেয়ে কেউ খালি হাতে ফিরেছেন এমন তথ্য আমার জানা নেই। আমাদের সমাজে অনেক ধনী মানুষ রয়েছে কিন্তু, তাঁদের দান করার মত উদার মন মানসিকতা নেই। আবুল কাশেম লেবু তাঁদের ব্যতিক্রম একজন মানুষ।এ জন্য তিনি প্রশংসা পাবার দাবিদার। তিনি বলেন, আবুল কাশেমের সাংস্কৃতিক সেবী,শিক্ষানুরাগী-বিদ্যুৎসাহী মরহুম বাবা সাদেক আলীর নামে ফাউন্ডেশন করে প্রতি বছর হাজার হাজার টাকা খরচ করে শিক্ষা বৃত্তি, দরিদ্র মানুষের মাঝে অর্থ, বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন তা আমাদের কাছে শিক্ষনীয়। প্রবাসী ভাইয়েরা ও সমাজের ধনী মানুষেরা যদি এ ভাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করে তাহলে আমাদের সমাজের দরিদ্র মানুষের অনেক উপকারে আসবে। তিনি তাঁর মতো সমাজের ধনী মানুষদের এ ভাবে দান-খয়রাত করার আহ্বান জানান।

অন্যান্য দের মধ্য বক্তব্য রাখেন সাদেক আলী ফাউন্ডেশনের পরিচালক পরিচালক রেজাউল করিম রিফাত, আইনুল ইসলাম,আনিসুর রহমান,ও জাহাংগীর আলম প্রমূখ। উল্লেখ্য, নিউ ইয়র্ক প্রবাসী সাংবাদিক আবুল কাশেম ২০১৬ সালে তাঁর বিদুৎসাহী বাবা মরহুম সাদেক আলীর নামে এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়মিত ভাবে শেরপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চর জংগলদী রাহেতুন নেছা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি বছর পাঁচটি ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে মেধা বৃত্তি দিয়ে আসছেন। ইতোমধ্যেই এলাকায় ছেলেমেয়েদের মাঝে লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কে এবার পরীক্ষায় ভালো করে সাদেক আলী বৃত্তি পাবে? করোনা মহামারীর সময়েও দুঃসহ ও ছিন্নমুল মানুষদের মাঝে দুই দুইবার নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করেছেন।

এ ছাড়াও সাদেক আলী জামে মসজিদে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করে আসছেন। অনুষ্ঠানে তাঁর বাবা মরহুম সাদেক আলী ও মা মরহুমা বেগম চাঁন বানুর জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন স্থানীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মমিনুল হক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে বাংলাদেশ সময়ের সাথে মিলিয়ে নিউ ইয়র্কে একুশ ও আনন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপিত

পরিচয় ডেস্ক: একটানা দীর্ঘ ৩৫ বছর উপস্থিত সর্বকণিষ্ঠ শিশুর শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে বাংলাদেশ সময়ের সাথে মিলিয়ে নিউ ইয়র্কে একুশ ও আনন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপিত হয়। প্রচন্ড বৃষ্টি ও বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে সম্মিলিত কণ্ঠে ভাষা দিবসের গান, কবিতা আবৃত্তি ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয়। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোাচনা অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ও নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ২০২৬ সালের আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যে ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের সদর দফতরের সামনে একুশ উদযাপন এবং বইমেলা শুরুর গুরুত্ব আরোপ এবং

পরবর্তীতে প্রবাস জীবনে তার প্রভাব বিস্তারের কথা তুলে ধরেন। ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাঙালির চেতনা মঞ্জের চেয়ারম্যান আব্দুর রহিম বাদশা, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজউদ্দীন আহমেদ, ব্রঙ্কস সোসাইটির জহির উদ্দীন ও বিজয় সাহা বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘের সামনে ৩৫ বছর একুশ উদযাপন উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নব নির্বাচিত সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর ভিডিও বার্তা প্রদাণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নবনির্বাচিত সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব নিতাই রায় চৌধুরী একটি ভিডিও বার্তা প্রদান করেছেন। তাঁর শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য ''আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করেছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অমর একুশে ভাষার গৌরব, আত্মত্যাগের ইতিহাস, আর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার।'' বার্তাটি পাঠ করেন আয়োজক সংগঠনের পক্ষে কমিউিনিটি ওয়ার্কার ছাখাওয়াৎ আলী।

মোহাম্মদ শাহীন হোসেন এর পরিচালনায় ৩টি একুশের গানের একটি বিশেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রয়ারি রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনও করিলিরে বাঙালি ও দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা-কারো দানে পাওয়া নয় গানগুলো সম্মিলিত কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। তবলায় ছিলেন হারাধন কর্মকার। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গানটি গীটার বাজিয়ে পরিবেশন করেন কাব্য। 'একুশ আগুণ রঙোগর পাখী' -কবিতা আবৃত্তি করেন ভাষা সাহা। বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে নতুন প্রজন্মের ধীরাজ, কৃতী ও শ্যামার একুশের অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা জানাতে আসা ছিল উল্লেখ করার মত। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহীদদের সম্মানে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শেষে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্বজিত সাহা নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীকে এই উপলক্ষে বাণী প্রদাণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। টাইমস স্কয়ার দুর্গা উৎসব এসোসিয়েশনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা ব্রঙ্কস সোসাইটি, জন জে কলেজ বাংলাদেশী স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, বাঙালীর চেতনা মঞ্চ, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন , আবাহনী ক্লাব ছাড়াও মিটি মেয়র অফিসের সারা রওশন, কমিউনিটি একটিভিস্ট শক্তি দাস গুপ্তসহ অনেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

### বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক এর বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন

# কমিটির মেয়াদ হলো ৩ বছর; বাড়লো আরো ২টি সম্পাদকীয় পদ ও জ্যামাইকার ভবন ক্রয় হচ্ছে না

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির বিশেষ সাধারণ সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়েছে। সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে গত ১৫ ফেব্রুয়ারী, রোববার সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্কসিটির উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে গঠনতন্ত্র সংশোধিত হয়। সভায় সোসাইটির কার্যকরী কমিটির মেয়াদ ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর, কার্যকরি পরিষদ ১৯ সদস্যে স্থলে বৃদ্ধি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এবং তিন বছরের জন্য চাঁদা ৩০ ডলার ধার্য করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কার্যকরী পরিষদে নতুন পদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক ও ইয়ুথ এবং আইটি বিষয়ক সম্পাদক যুক্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর হবে।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোসাইটির সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। সভামঞ্চে ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান, সদস্য সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, তাজুল ইসলাম এসএমএ রহমান সেলিম ও রিজু মোহাম্মদ উপবিষ্ট ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রবাসে মাদার সংগঠন হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির এ সাধারণ সভা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সভায় আমাদের গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটি তাদের সংশোধনী উপস্থাপন করবেন। সংগঠনের স্বার্থেই আমরা সংশোধনীগুলো এনেছি। আজকের সভায় যা পাশ হবে তা আগামী কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আমাদের কমিটি ২ বছরের জন্যই থাকবে।

সভায় সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গঠনতন্ত্র সংশোধনী কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান তার বক্তব্যে বলেন, এবারের সংশোধন বাংলাদেশ সোসাইটির ৬ষ্ঠ গঠনতন্ত্র সংশোধনী। আমরা মোট ৪৩ ক্লজে সংশোধনী করেছি। যার মধ্যে ২৪টি মত উপস্থাপন করছি। এক এক করে তিনি সংশোধনী উপস্থাপন করেন। অধিকাংশ সংশোধনীর সঙ্গে সবাই একমত থাকলেও কার্যকরী কমিটির মেয়ার তিন বছরের বিপক্ষে ছিলেন কেউ

কেউ। তবে পাস হয় সব সংশোধনীই। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- কার্যকরি কমিটির মেয়াদ ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর। কার্যকরি পরিষদের ১৯ পদের স্থলে করা হয়েছে ২১ পদ। নতুন পদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক ও ইয়ুথ এবং আইটি বিষয়ক সম্পাদক। তিন বছরের জন্য চাঁদা ধার্য করা হয়েছে ৩০ ডলার। আরো একটি সংশোধনী পাস হয়, সেটি হলো- বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকান্ড নিয়ে কেউ মামলা করতে পারবেন না। তবে নির্বাচন নিয়ে মামলা করতে পারবেন। এই সংশোধনী যেকেউ অধিকার হরণ উল্লেখ করে মামলা করতে পারেন। যিনি কোর্টে মামলা করবেন তার ব্যয় তাকেই বহন করতে হবে।

সভায় শাহ নেওয়াজ বলেন, আমরা সোসাইটির ভবন ক্রয়ের জন্য কুইন্সের জ্যামাইকায় যে ভবনটি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেটির কন্ট্রাক্ট সাইন করতে গিয়ে শর্ত দেয়া হয় যে ভবনটিতে যেসকল ভায়োলেন্স রয়েছে তা সহ কন্ট্রাক্ট সাইন করতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে আমরা ভনটি ক্রয় থেকে পিছিয়ে এসেছি এবং জামানতও ফিরিয়ে নিয়েছি। তবে হতাশ হয়ার কিছু নেই। আমরা নতুন ভবন খুজছি এবং যা করার সবাইকে নিয়ে ও জানিয়েই তা করা হবে।

সভার শেষ পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও ট্রাষ্টি বের্ডের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন।

সমাপনী বক্তব্যে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বিশেষ সাধারণ সভা সফল করার জন্য উপস্থিত সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন আজকের সভায় গৃহীত সংশোধিত সিদ্ধান্তগুলো আগামী বছরের জানুয়ারী মাস থেকে কার্যকরী হবে।

উল্লেখ্য, সভায় সোসাইটির সদস্যদের উপস্থিতি কম থাকায় এনিয়ে সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন প্রশ্ন তুলে বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান সদস্য অনুযায়ী ১৯১ জন সদস্য প্রয়োজন, কিন্তু উপস্থিত রয়েছে ১৪৪ সদস্য। এত কোরাম হয়নি। এসময় সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এটা বিশেষ সাধারণ সভা, আগের সাধারণ সভার এক্সটেনশন। এখানে কোরামের কোনো প্রয়োজন বা বিষয় নেই। খবর ইউএনএ'র।

# নিউইয়র্ক স্টেট ৩০ অ্যাসেম্বলি আসনে স্টিভেন রাগা প্রার্থী হচ্ছেন না, প্রার্থিতা ঘোষণা অবসরপ্রাপ্ত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা শামসুল হকের

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেট ৩০ অ্যাসেম্বলি আসনে আসন্ন জুনের প্রাইমারি নির্বাচনে বর্তমান অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা প্রার্থী হচ্ছেন না। ফলে উডসাইড, এলমহার্স্ট, ইস্ট এলমহার্স্ট, মাসপেথ ও জ্যাকসন হাইটস-এই বহুজাতিক ও কর্মজীবী অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে গঠিত আসনটি এখন উন্মুক্ত। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন প্রাইমারি নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অবসরপ্রাপ্ত এনওয়াইপিডি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার শামসুল হক। শূন্য হওয়া ৩০তম অ্যাসেম্বলি আসন ঘিরে শামসুল হকের প্রার্থিতা কর্মজীবী ও অভিবাসী ভোটারদের মধ্যে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

শামসুল হক জানিয়েছেন, শূন্য হওয়া ডিস্ট্রিক্ট ৩০ এখন নতুন নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত। কুইন্সের এই আসনটি ঐতিহ্যগতভাবে বহুসাংস্কৃতিক ও অভিবাসীবান্ধব রাজনীতির কেন্দ্র। এখানে এশীয়, লাতিনো ও দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের শক্ত উপস্থিতি রয়েছে।

শৈশবে পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন, নিউইয়র্কে ছাত্রনেতৃত্বের অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘদিনের পুলিশি পেশাজীবন-এই তিন অভিজ্ঞতাকে শামসুল হক জনসেবার ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরছেন। তাঁর দাবি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীতে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁকে নিরাপত্তা, কমিউনিটি সম্পর্ক ও নীতি বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র বুঝতে সহায়তা করেছে।

শামসুল হক নিজেকে কর্মজীবী মানুষ, অভিবাসী পরিবার ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরছেন। আমি কর্মজীবী মানুষের পক্ষে দাঁড়াতে চাই। তিনি তাঁর প্রচারণায় কর্মজীবী মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সুরক্ষা এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, "আমি সেই পরিবারগুলোর কথা বলছি, যারা প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করেও নিউইয়র্কে টিকে থাকার লড়াই করছেন।

আগামী জুনে অনুষ্ঠিতব্য প্রাইমারির দিকে নজর এখন কুইন্সের রাজনৈতিক মহলে। তাদের মতে, এই আসনে প্রার্থীদের জন্য স্থানীয় ইস্যু-যেমন জননিরাপত্তা, আবাসন ব্যয়, ছোট ব্যবসার টিকে থাকা, শিক্ষা ও অভিবাসী অধিকার-অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# ভুল রায়ে ৪০ বছর কারাগারে; জেল থেকে বেরোতেই

৫৬ পৃষ্ঠার পর

থেকে নির্দোষ হিসেবে মুক্তির প্রহর গুনছিলেন ৬৪ বছর বয়সী সুব্রামানিয়াম 'সুবু' ভেদাম, ঠিক তখনই ঘটল এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। কারাগারের ফটক দিয়ে মুক্ত মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসার পরিবর্তে তাঁকে আবারও আটক করে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন এনফোর্সমেন্ট কর্তৃপক্ষ (আইসিই)। সুবু ভেদাম যখন শিশু ছিলেন, তখন ভারত থেকে সপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। দীর্ঘ ৪০ বছর পর তাঁর বিরুদ্ধে আনা খুনের অভিযোগ আদালত থেকে খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর আইনজীবীর তথ্যমতে, কয়েক দশক পুরোনো একটি 'ডিপোর্টেশন' আদেশের অজুহাতে তাঁকে আবারও বন্দি করা হয়। গত মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারী) সকালে এক ফেডারেল অভিবাসন বিচারক সুবুর জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। সুবুর আইনজীবী আভা বেনাখ জানিয়েছেন, তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। সুবুর এই দীর্ঘ কারাবাসের নেপথ্যে ছিল এক বড় অবিচার। গত আগস্টে আদালত দেখতে পান, কয়েক দশক আগে সুবুর যখন বিচার চলছিল, তখন কৌঁসুলিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রমাণ গোপন করেছিলেন। সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই আদালত তাঁর সাজা বাতিল করেন এবং তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের 'বোর্ড অব ইমিগ্রেশন অ্যাপিলস' সুবুর অভিবাসন মামলাটি পুনরায় পর্যালোচনার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সুবুর মুক্তি ঠেকাতে অনড় যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)।

ট্রাম্প প্রশাসনের কড়া অবস্থানের কথা উল্লেখ করে ডিএইচএস-এর একজন মুখপাত্র বলেন, 'একটি সাজা বাতিল হলেই কেউ ছাড় পাবেন না। আপনি যদি আইন ভাঙেন, তবে আপনাকে তার পরিণতি ভোগ করতেই হবে।' ডিএইচএস সুবুকে 'অপরাধী অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, তিনি একজন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা। ১৯৮০-এর দশকের দিকের কথা। বন্ধু ও রুমমেট টমাস কিনসারকে খুনের দায়ে সুবু ভেদামের সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। প্রায় ৪০ বছর তিনি কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি ছিলেন। কিন্তু সুবু বরাবরই দাবি করে আসছিলেন, তিনি এই খুন করেননি। অবশেষে চার দশক পর জানা গেল, সুবু নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু বিড়ম্বনা যেন তাঁর পিছু ছাড়ছে না।

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে নিখোঁজ হন ১৯ বছর বয়সী কলেজছাত্র টমাস কিনসার। নিখোঁজ হওয়ার দিন তিনি সুবুকে নিয়ে পাশের একটি শহরে যাচ্ছিলেন। এর ৯ মাস পর কিনসারের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। তাঁর মাথায় গুলির চিহ্ন ছিল। পুলিশ কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে না পারলেও কিনসারের লাশের কাছে একটি '.২৫ ক্যালিবার'-এর গুলি পায়। তদন্তকারীরা শুরু থেকেই সুবুকে একমাত্র সন্দেহভাজন হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। সুবুর সমর্থকদের দাবি, তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণেই পুলিশ তাঁকে ফাঁসানোর সহজ লক্ষ্য বানিয়েছিল। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আদালতে দাবি করেছিলেন, সুবু আগে কেনা একটি .২৫ ক্যালিবারের বন্দুক দিয়ে তাঁর বন্ধুকে গুলি করেছেন। কিন্তু চার দশক পর সুবুর আইনজীবীরা এক চাঞ্চল্যকর তথ্য খুঁজে পান। এফবিআই-এর একটি পুরোনো রিপোর্টে দেখা যায়, কিনসারের মাথায় গুলির যে ক্ষত ছিল, তা .২৫ ক্যালিবার বন্দুকের গুলির তুলনায় অনেক ছোট। অর্থাৎ ওই বন্দুক দিয়ে এই খুন করা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিরা এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি জেনেশুনে গোপন করেছিলেন এবং সুবুর আইনজীবীদের কাছে সেই রিপোর্ট পৌঁছাতে দেননি।

এই প্রমাণ সামনে আসার পর ২০২৫ সালের আগস্টে একজন বিচারক রায় দেন যে, সুবু ন্যায্য বিচার পাননি। তাঁর সাজা বাতিল করা হয় এবং নতুন করে বিচারের আদেশ দেওয়া হয়। গত ২ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট জেলা অ্যাটর্নির কার্যালয় ঘোষণা করে যে, তারা আর নতুন করে মামলা চালাবে না এবং সুবুর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী ৩ অক্টোবর সুবুর মুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু জেল থেকে বেরোনোর মুহূর্তেই তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই)।

সুবুর বোন সরস্বতী ভেদাম বার্তা সংস্থা এপি-কে বলেন, তাঁর ভাইয়ের এই নতুন বন্দিদশা তাঁদের ব্যথিত করেছে। তিনি বলেন, 'সুবু জানে পৃথিবীটা সবসময় যুক্তিতে চলে না। আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি-সত্য, ন্যায় আর দয়ারই জয় হবে।'

দীর্ঘ ৪০ বছরের লড়াই শেষে যখন সুবুর ঘরে ফেরার কথা ছিল, তখন এক আইনি মারপ্যাঁচ থেকে বেরিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়লেন আরেক আইনি লড়াইয়ে।

## কেমন হবে ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের

৯ পৃষ্ঠার পর

সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? প্রায় দেড় দশক ধরে ভারতের নীতি গড়ে উঠেছিল ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করে। সমঝোতাটি ছিল স্পষ্ট: ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা সহযোগিতা, উন্নত সংযোগব্যবস্থা এবং ভারতপন্থী কৌশলগত অবস্থানের বিনিময়ে দিল্লি রাজনৈতিক সমর্থন দেবে- যা অনেক সময় বাড়তি প্রশ্রয়ের মতো দেখাতো। এর সুফলও মিলেছিল, বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহী নেটওয়ার্ক দমনের ক্ষেত্রে। তবে এর মূল্যও ছিল। বাংলাদেশের জনমতের এক বড় অংশ ভারতের ভূমিকা দেখেছে প্রতিবেশী হিসেবে নয়, বরং ক্রমশ কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠা এক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে।

২০২৪ সালের রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়া দেখিয়ে দিয়েছে, সেই বাজি কতটা সংকীর্ণ ছিল। বিএনপির ভূমিধস জয় সমীকরণ বদলে দিয়েছে। তারেক রহমান কৌশলগত শাসনের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যার মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের কথাও আছে। এটি স্বভাবতই ভারতবিরোধী নয়, বরং নিজস্ব কূটনৈতিক পরিসর তৈরির প্রচেষ্টা। তবে ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক- এমন ভান ভারত করতে পারে না।

বিএনপি-নেতৃত্বাধীন আগের সরকার জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটে ছিল। সেই সময় দিল্লির জন্য গুরুতর নিরাপত্তা উদ্বেগ তৈরি হয়। ২০০৪ সালের চট্টগ্রামে অস্ত্র উদ্ধারকাণ্ড, যা অভিযোগ অনুযায়ী ভারতীয় বিদ্রোহীদের জন্য ছিল এবং ২০০১ সালের 'নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা'- এসব স্মৃতি আজও সতর্কতার কারণ। কিন্তু সতর্কতাই কৌশল নয়। নতুন সরকারকে কেবল 'সমস্যা' হিসেবে দেখলে পুরোনো সম্পর্কের ভাঙনের কারণগুলোই আবার উসকে উঠবে।

আরও একটি জটিল বিষয় হলো শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান। ২০২৪ সালের দমনপীড়নের ঘটনায় তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড এবং তাকে প্রত্যর্পণে দিল্লির অস্বীকৃতি- এই ইস্যু দুই দেশের সম্পর্কে স্থায়ী অস্বস্তি তৈরি করেছে। আইনগত সিদ্ধান্ত ঢাকার ইচ্ছামতো নেওয়ার বাধ্যবাধকতা ভারতের নেই, তবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকারও করা যায় না।

যতদিন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক উত্তেজনাপূর্ণ প্রতীক হয়ে থাকবেন, ততদিন অন্য সব আলোচনাই কঠিন হবে। তার ভূমিকা যেন ধীরে ধীরে কেন্দ্র থেকে সরে আসে- এ নিয়ে নীরব কূটনীতি জনসমক্ষে কড়া অবস্থানের চেয়ে স্থিতিশীলতার জন্য বেশি কার্যকর হতে পারে।

তবে সহযোগিতার কাঠামোগত যুক্তি নিয়ে সন্দেহ নেই। ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার সীমান্ত, গভীর সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক- দূরত্ব তৈরি করা এখানে কল্পনাবিলাস মাত্র। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার; আবার এশিয়ায় বাংলাদেশের অন্যতম বড় রপ্তানি বাজার ভারত। দুই দেশের সেনাবাহিনী যৌথ মহড়া করে এবং সমুদ্রপথে সমন্বয় বজায় রাখে- এগুলো প্রতিদ্বন্দ্বীর আচরণ নয়।

আসল পরীক্ষা হলো- ভারত কি ব্যক্তিনির্ভর প্রতিবেশ নীতি থেকে প্রতিষ্ঠাননির্ভর নীতিতে রূপান্তর ঘটাতে পারে? নিরাপত্তা, পানি, বাণিজ্য ও চলাচল- এসব স্পষ্ট স্বার্থের ভিত্তিতে বিএনপি সরকারের সঙ্গে কাজ করা এবং অভ্যন্তরীণ বক্তব্যে উত্তাপ কমানো দুর্বলতা নয়, বরং আত্মবিশ্বাসের পরিচয় হবে।

ঢাকার পক্ষেও দায়িত্ব আছে- কৌশলগত শাসন যেন সম্পর্কের অতীত ঝুঁকির স্মৃতিভ্রংশে পরিণত না হয়। এই পুনর্গঠন নাটকীয় হবে না; বরং হবে প্রক্রিয়াভিত্তিক, ধীরগতির এবং মাঝে মধ্যে হতাশাজনক।

## চাঁদাবাজির বৈধতার অপচেষ্টা নতুন

৯ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনি ইশতেহার ও সরকার প্রধানের জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ, যেখানে কার্যকরভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের অঙ্গীকার করা হয়েছে, তার মাত্র ৪৮ ঘণ্টাও অতিবাহিত না হতেই মন্ত্রীর পরিবহণ খাতের ক্যান্সার চাঁদাবাজির সুরক্ষাপ্রয়াসী এ মন্তব্য খুবই হতাশাজনক। এর মাধ্যমে পরিবহণমন্ত্রী তার নিজ দলের নির্বাচনি ইশতেহারে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও সরকার প্রধানের দুর্নীতিবিরোধী দৃঢ় অবস্থানকে বিব্রতকরভাবে অবমূল্যায়ন করেছেন।চ

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "তিনি যেভাবে সড়ক ও পরিবহণ খাতের বিদ্যমান চাঁদা সংস্কৃতিকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যাসহ পক্ষাবলম্বন ও সমর্থন করেছেন, তাতে স্পষ্টতই তিনি চাঁদাবাজির মতো একটি অনৈতিক ও যোগসাজশের দুর্নীতিকে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করছেন। যার সরাসরি ভুক্তভোগী এদেশের পরিবহণ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ, যাদের এ অবৈধতার বোঝা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বইতে হয়।

শুধু তাই নয়, মালিক ও শ্রমিক কল্যাণকে যেভাবে এখানে বৈধতার অজুহাত বা ঢাল হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, তা শুধু বিভ্রান্তিকরই নয়, বরং এ খাতে বিরাজমান দীর্ঘদিনের বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে সুরক্ষাসহ চলমান রাখার অপতৎপরতার শামিল।চ

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, "সড়কে চাঁদাবাজিকে সমজোতার নামে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া হলে বিআরটিএ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা, আইনশৃঙ্খলা, বিচার, পাসপোর্ট, ভূমি, প্রশাসন ইত্যাদি সেবার পাশাপাশি সরকারি ক্রয়, উন্নয়ন প্রকল্প, ব্যাংক, বিদ্যুৎসহ অন্য সবখাতেও একই তত্ত্বের ধারাবাহিক প্রয়োগ ও প্রসার কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে?-সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসবে।

নবগঠিত সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণে তাদের নির্বাচনি ইশতেহারসহ বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে বারংবার যে ঘোষণা দিয়েছে, তা যদি ফাঁকা বুলি কিংবা শুধু জনতুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে না হয়ে থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে পরিবহণমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় মন্ত্রীর দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।চ

বিবৃতিতে টিআইবি সতর্ক করে দিয়ে জানায়, কর্তৃত্ববাদ পতনের পর দেশব্যাপী যেভাবে বহুমাত্রিক চাঁদাবাজি, দলবাজি ও দখলবাজির হাতবদলের মহোৎসব হয়েছে, তাতে মন্ত্রীর এই অবস্থান কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়।

একইসঙ্গে, বর্তমান সরকারের ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে একই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পতিত কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের সড়কমন্ত্রীও সড়কে চাঁদাবাজিকে বৈধতা দিতে উদ্যোগ নিয়েছিল। আত্মঘাতী বিবেচনায় টিআইবি যার জোরালো প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছিল। নবগঠিত সরকারও একই পথে হাঁটছে কি না, সেই শঙ্কায় টিআইবি হতাশা প্রকাশ করছে।

ড. জামান প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আপনার প্রতি ইতোমধ্যে দেশবাসীর যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করার জন্য, আপনার পরিকল্পনায় নিজ দলের নেতাকর্মীদের একাংশের আত্মঘাতী পথ রোধকল্পে দলীয় শুদ্ধিকরণ ও সংস্কারকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিন। অন্যথায় দেশবাসী হতাশ হবে। এর ফলে বিকল্পের খোলসে এমন শক্তি লাভবান হবে যাদের ভাবাদর্শ, দীক্ষা ও অভীষ্ট বায়ান্ন থেকে একাত্তর হয়ে চব্বিশ পর্যন্ত রক্তের বিনিময়ে লালিত বাংলাদেশের মৌলিক চেতনা ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ভয়াবহ মাত্রায় সাংঘর্ষিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সঠিক প্রাধান্য নির্ধারণের এখনই সময়।চ

## চাঁদা' নয় 'সমঝোতা'- নতুন

৯ পৃষ্ঠার পর

দিচ্ছেন তখন তারই মন্ত্রিপরিষদের একজনের চাঁদাবাজি নিয়ে এমন বক্তব্য সাংঘর্ষিক।

কোনটা চাঁদাবাজি

দায়িত্ব গ্রহণের পর বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। এসময় রেল ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের দুই প্রতিমন্ত্রীও তার সঙ্গে ছিলেন।

যেখানে পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজি নিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে রবিউল আলম বলেন,সড়ক পরিবহনে যেটাকে চাঁদা বলা হয় সেটিকে তিনি চাঁদা হিসেবে দেখছেন না।

কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন,মালিক ও শ্রমিক সংগঠন বা সমিতিগুলো নিজেদের কল্যাণে সমঝোতার ভিত্তিতে কিছু টাকা তোলেন।

এটি তাদের জন্য অনেকটা অলিখিত বিধির মতো। ওই টাকা আবার তাদের নিজেদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয় বলেও জানান মন্ত্রী।

তিনি উল্লেখ করেন,চাঁদা ওইটাকে বলা যায়, যা কেউ দিতে চায় না বা তাকে বাধ্য করা হচ্ছে।

উদাহরণ দিয়ে রবিউল আলম বলেন,মালিক সমিতি নির্দিষ্ট হারে টাকা তোলে, মালিকদের কল্যাণে ব্যবহার করতে চায়। কতটুকু ব্যবহার হয় তা জানি না, সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে।

সমঝোতার ভিত্তিতে তারা এটা করে, সেখানে যে মালিক বা দল ক্ষমতায় থাকে, তারা প্রাধান্য পায়। এটা চাঁদা আকারে দেখার সুযোগ হচ্ছে না, কারণ তারা সমঝোতার ভিত্তিতে করছে। তবে চাঁদাবাজি যদি কেউ করতে আসে, সেই সুযোগ নেই, বলেন তিনি।

শেখ রবিউল আলম বলেন,সড়ক পরিবহন খাতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে টাকা আদায় করা হলে তাকে চাঁদাবাজি হিসেবে বর্ণনা করা যাবে না।

মালিকরা যদিও সমঝোতার ভিত্তিতে করে আমরা কথা বলে দেখব কেউ বঞ্চিত হচ্ছে কি না এবং সেই অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে কি না সেটাও আমরা দেখব, উল্লেখ করেন তিনি।

সরকারের অবস্থানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা চলছে বিভিন্ন মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দুর্নীতিবিরোধী বক্তব্যের বিপরীতে তার মন্ত্রিপরিষদের একজন সদস্যের এমন বক্তব্য সাংঘর্ষিক কি না এমন প্রশ্নও তুলেছেন অনেকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবি এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন,একদিকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতিবিরোধী জোরালো অবস্থানের কথা বলছেন, অন্যদিকে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী চাঁদাবাজিকে সরলীকরণ করছেন।

তিনি বলছেন,পরিবহন সেক্টরের চাঁদাবাজ সিন্ডিকেটের প্রভাব বহুমাত্রিক। এর সঙ্গে পণ্যের দাম, ভোক্তার ব্যয় যেমন জড়িত, তেমনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বচ্ছতা এবং সড়ক দুর্ঘটনার সময় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সক্ষমতার বিষয়টিও যুক্ত।

যেভাবেই আপনি চাঁদাবাজিকে নরমালাইজ করতে চান এর পক্ষে সাফাই দেন আদতে এই দুর্নীতির বোঝা জনগণের ওপর গিয়েই পড়ে। বক্তব্য দেওয়ার সময় মন্ত্রী অন্য স্টেকহোল্ডারদের কথা বিবেচনায় নেননি বলেই মনে করেন ইফতেখারুজ্জামান।

এছাড়া সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেটি ক্ষমতাসীন দলের সংস্কার ও নিজেদের শুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাকেই আবারও সামনে এনেছে বলেও মনে করেন তিনি।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের উদাহরণ টেনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলছেন,পরিবহন সেক্টরের নানা অনিয়মের কারণেই ২০১৮ সালে আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। যার রেশ ২০২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থানেও ছিল।

সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে বার্তা দিতে চাইছেন তার সঙ্গে মন্ত্রীর বক্তব্য সাংঘর্ষিক বলেও উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলছেন,প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তারই একজন মন্ত্রীর বক্তব্য সরকারের অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শাসক দলের নির্বাচনি ইশতেহার যে ফাঁকা বুলি নয় তার প্রমাণ তাদেরকেই রাখতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চাঁদার বৈধতা দেওয়া হচ্ছে?

টার্মিনাল কর্তৃপক্ষের ফি, কাউন্টারের ব্যয়, পরিবহনের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীদের বেতন, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, মসজিদের খরচসহ নানান খাত দেখিয়ে পরিবহনখাতে প্রতিদিন বিপুল অঙ্কের চাঁদা তোলার অভিযোগ রয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় করা একটি সরকারি তদন্ত অনুসারে, কেবল ঢাকা শহরেই ৫৩টি পরিবহন টার্মিনাল এবং স্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই কোটি টাকা চাঁদাবাজি করা হয়, যা প্রতি মাসে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা এবং কখনো কখনো ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত পৌঁছায়।

পরিবহন খাতে চাঁদা আদায়কে সমঝোতা বা অলিখিত বিধি হিসেবে বর্ণনা করার মাধ্যমে অনিয়মকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে। মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সমালোচনা চলছে সামাজিক মাধ্যমেও।

এই টাকা সাধারণ শ্রমিক-চালকদের জন্য নাকি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যয় হচ্ছে, সেটি জনগণের সামনে তুলে ধরারও আহ্বান জানিয়েছেন কেউ কেউ।

সমঝোতার ভিত্তিতেই হোক আর যেভাবেই বলা হোক না কেন, সড়কে এভাবে চাঁদা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে মনে করেন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ এবং বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান।

এই বিশেষজ্ঞ বলছেন,সড়ক ব্যবহারের জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, টোল প্লাজায় টোল দিচ্ছে, যা সরকার পাচ্ছে। তাহলে সড়কে দাড়িয়ে আলাদাভাবে কেন টাকা নেওয়া হবে?

একদিকে সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, অন্যদিকে সড়কে যে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে সেটিও যাত্রী বা ভোক্তাদের কাছ থেকেই বাড়তি ভাড়া বা পণ্যের বাড়তি মূল্য দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে, এটি তো হতে পারে না, বলেন তিনি।

এছাড়া অলিখিত অর্থের হিসেব সামনে আনা হয় না বলে এর আয়-ব্যয়ের বিষয়েও কারো ধারণা থাকে না। কাজেই এই অর্থ কোথায়, কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

হাদিউজ্জামান বলছেন,টার্মিনাল থেকে শুরু করে সড়ক, ফেরিঘাটসহ নানা জায়গায় নানা নামে চাঁদা তোলা হচ্ছে কিন্তু এর কোনো হিসাব নাই।

এক্ষেত্রে শ্রমিক বা মালিকদের কল্যাণের জন্য আলাদা ফান্ড তৈরির প্রয়োজন হলে সরকারের সেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ।

তিনি বলছেন,পরিবহন মালিকরা রোড ট্যাক্স দিচ্ছেন। প্রয়োজন হলে ওই ট্যাক্সের সাথে এই কল্যাণ ফান্ডের টাকা যুক্ত করেন, তাহলে তো সরকারের আয় হয়, সঠিক মানুষ সহায়তা পায় আবার আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছ হিসাবও থাকবে।

## ১ মার্চের মধ্যে চুক্তি অথবা 'খারাপ

৬ পৃষ্ঠার পর

বিমান ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানে। চলতি সপ্তাহে হোয়াইট হাউস নতুন হামলার বিকল্প নিয়েও আলোচনা করেছে বলে জানা গেছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন বিমানবাহী রণতরিসহ ওই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার করা হয়েছে।

তবে বিবিসি জানতে পেরেছে, ইরানে সম্ভাব্য কোনো হামলার সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রকে যুক্তরাজ্যের সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। অতীতে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক অভিযানের সময় যুক্তরাষ্ট্র গ্লুচেস্টারশিয়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ড এবং ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ ভূখণ্ড ডিয়েগো গার্সিয়া ব্যবহার করেছিল। স্যাটেলাইট ছবিতে দেখা গেছে, ইরান তাদের সামরিক স্থাপনাগুলো শক্তিশালী করেছে। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মার্কিন বাহিনীকে হুমকি দিয়ে বার্তা দিয়েছেন। খামেনির এক পোস্টে বলা হয়,

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্রমাগত বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের দিকে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। অবশ্যই, যুদ্ধজাহাজ সামরিক সরঞ্জামের একটি বিপজ্জনক অংশ। তবে ওই যুদ্ধজাহাজের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হলো সেই অস্ত্র, যা ওই যুদ্ধজাহাজকে সাগরের তলে পাঠিয়ে দিতে পারে। এদিকে, মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সদস্য ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট রো খান্না এবং কেন্টাকির রিপাবলিকান থমাস ম্যাসি জানিয়েছেন, তারা ১৯৭৩ সালের ওয়ার পাওয়ার অ্যাক্ট বা যুদ্ধ ক্ষমতা আইনের উদ্ধৃতি দিয়ে আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে ভোটাভুটির চেষ্টা করবেন। এই আইন সশস্ত্র সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়ানোর ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খতিয়ে দেখার অধিকার কংগ্রেসকে দেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রো খান্না লিখেছেন,ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ হবে বিপর্যয়কর। ইরান ৯ কোটি মানুষের একটি জটিল সমাজ, যাদের উল্লেখযোগ্য আকাশ প্রতিরক্ষা এবং সামরিক সক্ষমতা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ওই অঞ্চলে অবস্থানরত হাজার হাজার মার্কিন সেনা পাল্টা হামলার ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। তবে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে প্রস্তাবটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। জানুয়ারিতে ভেনেজুয়েলায় নিকোলাস মাদুরোকে আটকের পর পরবর্তী সামরিক অভিযানের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন নেওয়ার একই ধরনের একটি প্রস্তাব সিনেটের রিপাবলিকান সদস্যরা আটকে দিয়েছিলেন।

## ১৫% নতুন শুল্ক আরোপ করে

৭ পৃষ্ঠার পর

বলেন, ''আগামী পাঁচ বছর ধরে আমাদের সকলকে কোর্টের চক্কর কেটে বেড়াতে হবে।'' আদালতের নির্দেশের পর ট্রাম্পের পাল্টা ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়টিকে অর্থনৈতিক চাল হিসাবে দেখছেন অনেকে। মার্কিন আইন উল্লেখ করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ১২২ নম্বর ধারার অধীনে আরোপিত স্বাভাবিক শুল্কের উপরে ১০ শতাংশ আন্তর্জাতিক (গ্লোবাল) শুল্ক তিনি আরোপ করছেন। শুল্ক আরও বাড়তে পারে বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বস্তুত, ১০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক আরোপের সময় ট্রাম্প ১৯৭৪ সালের মার্কিন বাণিজ্য আইনের ১২২ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধারাও মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া বেশি দিন বলবত থাকবে না। সর্বোচ্চ ১৫০ দিন এই শুল্ক কার্যকর হতে পারে। তার পরেও তা চালিয়ে যেতে চাইলে কংগ্রেসের অনুমোদন আনতে হবে ট্রাম্পকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুপ্রিম কোর্টের রায় ট্রাম্পের শুল্কনীতির জন্য এক নতুন অধ্যায় রচনা করল।

## নতুন সময়ে নতুন ভাবনা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

তারপর যুক্তরাষ্ট্রের সমাজকল্যাণমুখী অঙ্গরাজ্য New York এবং গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদী অঙ্গরাজ্য Florida-তে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা রূপ কাছ থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছে। তবে আমার শিকড় বাংলাদেশেই। দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সবসময় জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তর, চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়ন এবং তরুণ চিকিৎসকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কাজে যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকদের অন্যতম বড় প্ল্যাটফর্ম Planetary Health Academia-এর মাধ্যমে আমরা সংগঠিতভাবে জ্ঞান বিনিময় ও নীতিগত আলোচনায় অংশ নিচ্ছি।

সম্প্রতি নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে, তা স্বাস্থ্যখাতের জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে স্বাস্থ্যশিক্ষা, চিকিৎসা সেবা ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে কয়েকটি অনুভূতি ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে চাই।

### বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা কোথায়?

আজকের বিশ্ব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে:

Evidence-Based Medicine (প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)

ডিজিটাল স্বাস্থ্য প্রযুক্তি

গ্লোবাল ডেটা শেয়ারিং ও সহযোগিতা

এই পরিবর্তনের স্রোতে অনেক দেশ দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশও সম্ভাবনাময়, কিন্তু নানা কারণে আমরা পিছিয়ে আছি। অতীতের ভুল নিয়ে আলোচনা না করে এখন সামনে এগোনোর সময়।

সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন

স্বাস্থ্যখাতে নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে" বসানো-এটি শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি একটি জাতীয় প্রয়োজন।

নেতৃত্ব এমন হওয়া উচিত:

যা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোষ্ঠীর জন্য নয়, বরং সমগ্র জনগণের জন্য কাজ করবে

যা সকল চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীকে সমানভাবে মূল্য দেবে

যা নীতিকে ব্যক্তির উপরে স্থান দেবে

রাজনীতি স্বাস্থ্যনীতিকে প্রভাবিত করবে-এটি স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যদর্শন ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অপরিবর্তিত থাকা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশে বহু সময় নেতৃত্ব রাজনৈতিক পক্ষপাতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে, যা স্বাস্থ্যব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

### স্বায়ত্তশাসন ও জবাবদিহিতা

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। একই সঙ্গে দরকার:

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে শক্ত নীতিমালা, মানদণ্ড ও তদারকি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে মানের বৈষম্য তৈরি হয়েছে।

### চিকিৎসক তৈরির মান ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা

আমরা বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক তৈরি করছি। এটি একদিকে সম্ভাবনা, অন্যদিকে চ্যালেঞ্জ।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত:

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা

গবেষণাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

দক্ষতা ও নৈতিকতার ওপর জোর

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম চিকিৎসক তৈরি

একই সঙ্গে এই চিকিৎসকদের দেশীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যথাযথভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। শুধু সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না-মান নিশ্চিত করতে হবে।

### প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকদের ভূমিকা

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বাংলাদেশি চিকিৎসক কাজ করছেন-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং ইউরোপের নানা দেশে। তারা শুধু রোগীর সেবা দিচ্ছেন না; তারা গবেষণা করছেন, স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখছেন, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন এবং বৈশ্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত আছেন।

এই বিশাল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানভান্ডার বাংলাদেশের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। আমাদের উচিত একটি কাঠামোবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, যার মাধ্যমে-

প্রবাসী চিকিৎসকদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা নীতিনির্ধারণে ব্যবহার করা যাবে

অনলাইন ও হাইব্রিড শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যাবে

যৌথ গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল সহযোগিতা গড়ে তোলা যাবে

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা যাবে

বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত এই প্রজন্মের চিকিৎসকদের সম্পৃক্ত না করে আমরা আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব না। তারা "ব্রেইন ড্রেইন" নন; বরং সঠিক পরিকল্পনায় তারা হতে পারেন "ব্রেইন গেইন"।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা

স্বাস্থ্যসেবার মূল শক্তি হলো স্বাস্থ্যকর্মী।

তাদের জন্য প্রয়োজন:

নিরাপদ কর্মপরিবেশ

পেশাগত মর্যাদা

ন্যায্য পারিশ্রমিক

স্পষ্ট জবাবদিহিতা কাঠামো

জবাবদিহিতা মানে শাস্তি নয়; এটি মানোন্নয়নের প্রক্রিয়া।

### ডেটাভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা

একটি আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি হলো তথ্য।

আমাদের জরুরি প্রয়োজন:

জাতীয় স্বাস্থ্য ডেটাবেস

রোগভিত্তিক রেজিস্ট্রি

ডিজিটাল হাসপাতাল রেকর্ড

গবেষণার জন্য উন্মুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার

ডেটা ছাড়া পরিকল্পনা অন্ধকারে তীর ছোঁড়ার মতো।

এখনই শুরু করতে হবে

"আগামীকাল করবো"-এই মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে।

আমরা হয়তো দেরি করে ফেলেছি, কিন্তু আর দেরি করার সুযোগ নেই।

স্বাস্থ্যখাত কেবল একটি সেবা খাত নয়; এটি একটি জাতির মানবসম্পদের ভিত্তি। সুস্থ জনগণ ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সঠিক নেতৃত্ব, মানসম্মত শিক্ষা, প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রবাসী চিকিৎসকদের সম্পৃক্ততা-এই কয়েকটি স্তম্ভের ওপর ভর করেই আমরা একটি আধুনিক, মানবিক ও বৈশ্বিক মানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে বিশ্বাস করি স্বাস্থ্যসেবা জনগণের অধিকার, আর সেই অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।

সময় এখনই।

*ওরল্যান্ডো, ফ্লোরিডা*

## ট্রাম্পের বাসভবনে ঢুকতে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

'মার-এ-লাগো' নামক বাসভবনে এ ঘটনা ঘটে।

সিক্রেট সার্ভিসের ভাষ্য অনুযায়ী, বাসভবনের উত্তর প্রবেশপথের কাছে এক ব্যক্তিকে দেখা যায়। তার কাছে শটগানের মতো একটি অস্ত্র ও একটি জ্বালানির পাত্র ছিল বলে মনে হয়।

সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের সঙ্গে পাম বিচ কাউন্টি শেরিফ দপ্তরের একজন কর্মকর্তাও ওই ব্যক্তির মুখোমুখি হন। মুখোমুখি অবস্থার মধ্যেই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয় বলে কর্মকর্তারা জানান।

ধারণা করা হচ্ছে, নিহত অনুপ্রবেশকারীর বয়স বিশের কোঠায়। তবে নিহতের নাম-পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি।।

দিকে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউজে অবস্থান করছেন। তার প্রকাশিত সময়সূচিতে এমন তথ্যই রয়েছে।

পাম বিচ কাউন্টির শেরিফ রিক ব্র্যাডশ বলেন, নিরাপত্তারক্ষীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান, একজন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি জ্বালানির পাত্র ও একটি শটগান হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে এসব হাত থেকে নামানোর নির্দেশ দেন। এসময় তিনি জ্বালানির পাত্রটি ফেলে দিলেও শটগানটি গুলি ছোড়ার উপযোগী অবস্থায় তুলে ধরেন। এরপরই নিরাপত্তাকর্মীরা অস্ত্র ব্যবহার করে তাকে 'নিষ্ক্রিয়' করেন।সূত্র: বিবিসি

## যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ এর প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ওয়ার্ক পারমিটের আবেদনের সংখ্যা হ্রাস করে, সংস্থাটি বরং মুলতুবি আশ্রয় দাবি পর্যালোচনা করার উপর মনোযোগ দিতে পারে যাতে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ আবেদন (প্রায় ১৪ লক্ষ) বিবেচনা করার সময় কমানো যায়।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ আরো জানিয়েছে, অনেক দিন ধরে, একটি প্রতারণামূলক আশ্রয় আবেদন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার একটি সহজ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন অবকাঠামো ও ব্যবস্থাকে অযোগ্য আবেদনের মাধ্যমে প্রচন্ড চাপের মধ্যে ফেলেছে। প্রস্তাবিত নিয়মগুলি কার্যকর করার জন্য এবং পূর্ববর্তী প্রশাসন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমে থাকা বিবেচনাধীন বিপুল আবেদন এর সংখ্যঅ কমাতে রাজনৈতিক আশ্রয় ব্যবস্থার একটি সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদেশীদের আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকার সময় বিদেশীরা যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অধিকারী নয়।"

প্রস্তাবিত বিধিমালা প্রসঙ্গে 'অ্যাসাইলাম সিকার অ্যাডভোকেসি' প্রজেক্টের সহ-নির্বাহী পরিচালক কনচিটা ক্রুজ বলেন, এই নিয়ন্ত্রণ আশ্রয়প্রার্থী, তাদের পরিবার এবং মার্কিন সম্প্রদায়ের জন্য বিপর্যয়কর হবে। এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, একজন কেনিয়ান ব্যক্তি প্রায় এক দশক ধরে তার আশ্রয় আবেদনের বিষয়ে টঝঈওঝ-এর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি নিজের ভরণপোষণের জন্য একটি ট্রাকিং ব্যবসাও গড়ে তুলেছেন।

"যুক্তরাষ্ট্রে আইনত কর্মরত এবং বসবাসকারী ব্যক্তিদের চাকরি থেকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া কেবল নিষ্ঠুরই নয়, এটি একটি খারাপ নীতি," তিনি বলেন। "যদি এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়, তাহলে এটি মার্কিন পরিবার, ব্যবসা এবং মার্কিন অর্থনীতির ক্ষতি করবে।"

প্রস্তাবিত নিয়ন্ত্রণ, যা আইনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে, ট্রাম্প প্রশাসনের মানবিক সুবিধা বন্ধ এবং বৈধ অভিবাসন সীমিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই এসেছে।

উদাহরণস্বরূপ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ লক্ষ লক্ষ অভিবাসীকে কাজের অনুমতি এবং নির্বাসন সুরক্ষা প্রদানকারী অস্থায়ী সুরক্ষিত সুবিধাগুলি বাতিল করার চেষ্টা করেছে।

সেই সাথে এ সপ্তাহে প্রকাশিত একটি বার্তায়, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ অভিবাসন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে যে যারা বৈধভাবে এসেছেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার এক বছর পরেও বৈধ স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করেননি তাদের আটক করতে।

## শুল্ক বাতিলের রায়ে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের এ আক্রমণ মার্কিন বিচার বিভাগের ওপর নজিরবিহীন আঘাত হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সাধারণত রাজনৈতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা করেন না। বিরোধীদের জনসমক্ষে তুলাধোনা করার জন্য তাঁর খ্যাতি আছে। তবে আদালতের ওপর ট্রাম্পের এমন আক্রমণ ছিল নজিরবিহীন।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কয়েক ঘণ্টা পর হোয়াইট হাউসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, 'আদালতের নির্দিষ্ট কিছু সদস্যের ওপর আমি হতাশ। আমাদের দেশের জন্য সঠিক কাজটি করার সাহস না থাকায় তাঁদের প্রতি আমি একেবারেই হতাশ।'

প্রেসিডেন্টদের ঢালাওভাবে শুল্ক আরোপের কোনো সহজাত ক্ষমতা নেই, আদালতের এমন পর্যবেক্ষণের ওপর ট্রাম্প কোনো রাখঢাক না রেখে আক্রমণ করেন।

প্রায় ৪৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেন, শুল্ক আরোপ অব্যাহত রাখতে তিনি বিকল্প পথ খুঁজে বের করবেন।

পুরো সময়ই ট্রাম্প বিচারপতিদের এমনভাবে আক্রমণ করেন, যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে এ রায়কে তিনি ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে নিয়েছেন।

আক্রমণের ক্ষেত্রে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট মনোনীত বিচারপতিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি ট্রাম্প। শুল্ক বাতিলের পক্ষে রায় দেওয়া ছয় বিচারপতির তিনজন ডেমোক্র্যাটদের মাধ্যমে এবং অন্য তিনজন রিপাবলিকানদের মাধ্যমে নিযুক্ত।

সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে রায় লেখা প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের মনোনীত। অন্য দুই বিচারপতি নিল গোরসাচ ও অ্যামি কোনি ব্যারেট স্বয়ং ট্রাম্পের হাতেই তাঁর প্রথম মেয়াদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ট্রাম্প কাউকেই ছাড় দেননি।

রিপাবলিকান দলের ভেতর যাঁরা যথাযথ মাত্রায় অনুগত নন, তাঁদের অপমান করতে ব্যবহৃত 'রাইনো'(নামমাত্র রিপাবলিকান) শব্দটি উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'তাঁরা (এই বিচারপতিরা) স্রেফ রাইনো ও চরম বামপন্থী ডেমোক্র্যাটদের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করছেন।'

কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই প্রেসিডেন্ট দাবি করেন, আদালত 'বিদেশি স্বার্থে' প্রভাবিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আদালত বিদেশি স্বার্থের কাছে নতি স্বীকার করেছেন।' তবে সংবাদকর্মীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে তিনি কোনো ব্যাখ্যা দিতে রাজি হননি।

নিজের প্রথম মেয়াদে মনোনীত বিচারপতি গোরসাচ ও কোনি ব্যারেটকে নিয়োগ দিয়ে তিনি কোনো ভুল করেছেন কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সরাসরি 'হ্যাঁ' বলেননি। তবে শুল্ক বাতিলের পক্ষে তাঁদের ভোটকে 'লজ্জাজনক' উল্লেখ করার পাশাপাশি তিনি বিচারপতিদের পরিবারের প্রসঙ্গ টেনে আনেন, যা অত্যন্ত নজিরবিহীন।

ট্রাম্প বলেন, 'এটি তাঁদের পরিবার এবং পরস্পরের জন্য চরম লজ্জার।'

ছয় বিচারপতির কড়া সমালোচনা করলেও অপর তিন বিচারপতি ক্লারেন্স থমাস, স্যামুয়েল আলিটো ও ব্রেট ক্যাভানাউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন ট্রাম্প। এই তিন বিচারপতি শুল্ক আরোপের ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

## এক ভ্যাকসিনেই সব

৫৬ পৃষ্ঠার পর

কাশি ও ফ্লু থেকে। এমনকি এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত ফুসফুসের সংক্রমণ এবং অ্যালার্জি থেকেও সুরক্ষা দিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক এমনটাই দাবি করছেন।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি ইতিমধ্যে প্রাণীদের ওপর তাদের এই 'সর্বজনীন টিকা'র পরীক্ষা চালিয়েছেন। তবে মানুষের ওপর এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা পরীক্ষা এখনো বাকি।

গবেষকরা বলছেন, গত ২০০ বছর ধরে টিকা তৈরির যে পদ্ধতি চলে আসছে, এই নতুন পদ্ধতিটি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা একে 'সত্যিই উত্তেজনাপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকলেও একে তারা 'বড় ধরনের অগ্রগতি' হিসেবে দেখছেন।

বর্তমানে প্রচলিত টিকাগুলো শরীরকে নির্দিষ্ট একটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে শেখায়। যেমন হামের টিকা শুধু হামের বিরুদ্ধেই কাজ করে, আবার জলবসন্তের টিকা কেবল জলবসন্ত ঠেকায়। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এডওয়ার্ড জেনার টিকা আবিষ্কারের পর থেকে এভাবেই টিকাদান কর্মসূচি চলে আসছে।

কিন্তু সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এই নতুন পদ্ধতির কথা ভিন্ন। এটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রশিক্ষণ দেয় না। বরং এটি রোগ প্রতিরোধকারী কোষগুলো একে অপরের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ করে, তার অনুকরণ করে।

এটি নাকে স্প্রে হিসেবে দেওয়া হয়। এর ফলে ফুসফুসে থাকা শ্বেত রক্তকণিকা বা 'ম্যাক্রোফেজ'গুলো সতর্ক অবস্থায় বা 'অ্যাম্বার অ্যালার্ট'-এ থাকে। ফলে যে কোনো সংক্রমণ শরীরে ঢোকার চেষ্টা করলেই এরা ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকে।

প্রাণীদের ওপর পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই টিকার প্রভাব প্রায় তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

গবেষকরা দেখিয়েছেন, এই সতর্ক অবস্থার কারণে ফুসফুস ভেদ করে শরীরে ভাইরাস ঢোকার হার ১০০ থেকে ১,০০০ গুণ কমে গেছে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি এবং ইমিউনোলজির অধ্যাপক বালি পুলেন্দ্রান বলেন, 'যেসব ভাইরাস কোনোমতে ঢুকে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বাকি অংশ সেগুলোকে নিমেষেই ধ্বংস করে দেয়।'

গবেষক দলটি দেখিয়েছে, এই টিকা 'স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস' এবং 'অ্যাসিনেটোব্যাক্টর বাউমানি' নামের দুই প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেও সুরক্ষা দেয়।

বিবিসিকে অধ্যাপক পুলেন্দ্রান বলেন, 'আমরা একে সর্বজনীন টিকা বলছি। এটি ফ্লু, কোভিড বা সাধারণ সর্দির ভাইরাসের বিরুদ্ধে তো বটেই, এমনকি প্রায় সব ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেও কাজ করে। এমনকি এটি অ্যালার্জেন বা অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী উপাদানের বিরুদ্ধেও কার্যকর।'

তিনি আরও বলেন, 'এই টিকা যে নীতিতে কাজ করে, তা প্রচলিত সব টিকার কার্যপদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।'

গবেষণায় দেখা গেছে, এটি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তে এমনভাবে প্রস্তুত করে যে, ধুলাবালি বা ডাস্ট মাইট থেকে হওয়া অ্যালার্জিক অ্যাজমার প্রতিক্রিয়াও কমে যায়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাক্সিনোলজি বা টিকা দপ্তরের অধ্যাপক ড্যানিয়েলা ফ্যারেরা এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিনি বলেন, 'এটি সত্যিই চমৎকার একটি গবেষণা।'

তিনি মনে করেন, মানুষের ওপর পরীক্ষায় সফল হলে এটি সর্দি-কাশি ও অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার পদ্ধতিই বদলে দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, নতুন ধরনের এই টিকা কীভাবে কাজ করে, গবেষণায় তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি 'বড় পদক্ষেপ' হতে পারে।

তবে এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলা বাকি।

পরীক্ষায় এটি নাকে স্প্রে হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মানুষের ফুসফুসের গভীরে পৌঁছাতে হলে হয়তো নেবুলাইজারের মাধ্যমে এটি *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

# বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৭,১৩২ পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, বাংলাদেশ পাবে ২,৫০০ পণ্যে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

দেশটি।

গত ৮ ফেব্রুয়ারী রোববার রাতে সদ্য সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে এ তথ্য জানান। বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া পণ্যের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, কৃষিপণ্য, প্লাস্টিক, কাঠ ও কাঠজাত পণ্য রয়েছে বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশের ট্যারিফ লাইনে মোট পণ্যের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৫৮টি। এর মধ্য থেকে ৩২৬টি বাদে যুক্তরাষ্ট্রের সব পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে বাংলাদেশ। গত ৯ ফেব্রুয়ারি চুক্তি সইয়ের আগে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৪১টি পণ্য বাংলাদেশে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেত।

যুক্তরাষ্ট্রকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া ৭ হাজার ১৩২টি পণ্যের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের দিন থেকেই ৪ হাজার ৯২২টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা কার্যকর করেছে বাংলাদেশ।

বাকিগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৫৩৮টি পণ্যের শুল্কহার পাঁচ বছরের মধ্যে শূন্য করা হবে। এর মধ্যে প্রথম বছর শুল্কহার ৫০ শতাংশ কমানো হবে। পরের চার বছরে বাকি ৫০ শতাংশ সমানুপাতিক হারে কমিয়ে শূন্যে নামানো হবে।

আর ৬৭২টি পণ্যের শুল্কহার ১০ বছরের মধ্যে শূন্য করবে বাংলাদেশ। এর মধ্যে প্রথম বছর ৫০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করাসহ পরের নয় বছরে অবশিষ্ট ৫০ শতাংশকে সমানুপাতিক হারে কমিয়ে শূন্য করা হবে।

সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেসব পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকার করেছে, সেসব পণ্য অন্য উৎস থেকে কেনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান গন্তব্য বিধায় সে বাজার ধরে রাখার জন্য তাদের বাজার থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকার করা হয়েছে; এতে বাংলাদেশের অতিরিক্ত ব্যয় হবে না। শুধু উৎসের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানি বাজার সুরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশসহ প্রায় ১৫টি দেশের সঙ্গে পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) চুক্তি করেছে জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, যেসব চুক্তি অনলাইনে উন্মুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সঙ্গে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন বিডি-ইউএস রেসিপ্রোকাল ট্রেড'-এর (এআরটি) কতিপয় মিল রয়েছে।

তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মালয়েশিয়া ও কম্বোডিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে বলা হয়েছে, ওই দুটি দেশ ডিজিটাল ট্রেড-সংক্রান্ত কোনো চুক্তি সই করতে চাইলে সেক্ষেত্রে তাদেরকে উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্তকৃত এআরটির খসড়ায় এ ধরনের কোনো বিধান নেই।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ যে চীন, রাশিয়াসহ নন-ইকোনমিক মার্কেটের দেশগুলোর সঙ্গে কোনো বাণিজ্য চুক্তি করতে পারবে না, সে বিষয়ে কোনো কিছুর উল্লেখ করেননি প্রধান উপদেষ্টা।

তিনি লিখেছেন, রুলস অভ অরিজিনের টেক্সটের মধ্যে বিদেশি বা স্থানীয় মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ধারিত নেই। ফলে টেক্সট অনুযায়ী পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া সহজ হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত তুলা ও কৃত্রিম তন্তু ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য দেশটিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এআরটির আওতায় গুরুত্ব পাওয়া বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কাগজবিহীন বাণিজ্য, মেধা সম্পদ অধিকার নিশ্চিতকরণ, ই-কমার্স লেনদেনের ওপর কাস্টমস শুল্ক আরোপে স্থায়ী স্থগিতাদেশ, বাণিজ্যে কারিগরি ও অশুল্ক বাধা কমানো, বাণিজ্য সহজীকরণ, কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট সার্টিফিকেট, সুশাসন, এবং পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর, ফুয়েল রড বা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ক্রয়। এছাড়া ৯টি আইপিআর-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে সমর্থন দিতেও নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ।

এ চুক্তিতে ই-কমার্সে শুল্ক আরোপে স্থায়ী স্থগিতাদেশকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ফার্মাসিউটিক্যালস আমদানিতে ইউএস ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) সনদ থাকা সাপেক্ষে মার্কেট অথরাইজেশনের জন্য পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না। পুনরুৎপাদন করা পণ্য আমদানিতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা; খাদ্য ও কৃষিপণ্য আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি উদ্যোগকে স্বীকৃতি প্রদান; ডেইরি পণ্য, মাংস ও পোল্ট্রি পণ্য আমদানিতে মার্কিন সনদকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়সমূহের উল্লেখ রয়েছে চুক্তিতে।

কৃষি বায়ো-টেকনোলজি নিবন্ধন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন, উক্ত প্রযুক্তির খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যকে (নন-লিভিং মডিফাইড অরগানিজম না থাকা শর্তে) স্বীকৃতি; জীবন্ত পোল্ট্রি ও এর সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অনুসরণ এবং ম্যাক্সিমাম রেসিডিউ লিমিটকে স্বীকৃতি; প্ল্যান্ট এ প্ল্যান্ট পণ্য আমদানিতে বাজার প্রবেশ প্রক্রিয়া ২৪ মাসের মধ্যে সম্পাদন করার কথাও বলা হয়েছে।

এছাড়া চুক্তিতে ইন্স্যুরেন্স, তেল, গ্যাস ও টেলিযোগাযোগ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগে ইকুইটি সীমা উদার করা, দুর্নীতিবিরোধী-সংক্রান্ত বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ, ডব্লিউটিও-এর অ্যাগ্রিমেন্ট অন ফিশারিজ সাবসিডিকে গ্রহণ করা ও অবৈধ আনরিপোর্টেড ও আন্ডাররেগুলেটেড (আইইউইউ)-এর ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদান না করার কথা বলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম-সংক্রান্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম আইনকে হালনাগাদ করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

ডিজিটাল ট্রেড ও প্রযুক্তিতে ক্রস-বর্ডার প্রাইভেসি রুলস, প্রাইভেসি রিকগনিশন ফর প্রসেসরস, পার্সোনাল ডাটা প্রটেকশন ইত্যাদি বিষয়কে স্বীকৃতি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেশটি হতে বোয়িং ক্রয়, এলএনজি, এলপিজি, সয়াবিন, গম, তুলা, সামরিক সরঞ্জাম আমদানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করার বিষয়সমূহ খসড়া চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

'সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার অ্যাগ্রিমেন্ট অন বিডি-ইউএস রেসিপ্রোকাল ট্রেড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরে রাখাসহ বিশ্বের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে' বলে আশা প্রকাশ করেছেন ড. ইউনূস।

# খলিলুর রহমানকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা

৩০ পৃষ্ঠার পর

সেই পদে থাকা অবস্থায় তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা করেছিল বিএনপি।

এরপর খলিলুর রহমানকে যখন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা করা হয়েছিল, তখন তাকে এমন স্পর্শকাতর দায়িত্ব দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল বিএনপি।

সে সময় দলটি খলিলুর রহমানের নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন বিএনপির কোনো কোনো নেতা।

দলটির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা তখন অভিযোগ করেছিলেন, খলিলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। অন্য দেশের নাগরিককে জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে দেশকে হুমকির মুখে ফেলা হয়েছে।

গত বছর, অর্থাৎ ২০২৫ সালের মে মাসে রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘের ত্রাণ সরবরাহে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের কক্সবাজারে মিয়ানমারের সঙ্গে সীমান্তে মানবিক করিডর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

এ নিয়ে সে সময় খলিলুর রহমান ও অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল।

তখন চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবস্থাপনা বিদেশিদের হাতে দেওয়ার প্রশ্নেও সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছিল।

সেই পটভূমিতে ২০২৫ সালের ২২শে মে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপির সিনিয়র নেতা খন্দকার মোশাররফ হোসেন তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার পদ থেকে খলিলুর রহমানের পদত্যাগ দাবি করেছিলেন।

এই দাবির পেছনে যুক্তি দিতে গিয়ে সংবাদসম্মেলনে বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন বলেছিলেন, "জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বক্তব্যে আবারও নতুন বির্তকের জন্ম দিয়েছে। সরকারের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে তাকে অব্যাহতি প্রদান করতে হবে। ফ্যাসিবাদের দোসর কয়েকজন উপদেষ্টাকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি আমরা ইতোপূর্বে অনেক বার উত্থাপন করেছি।

বিএনপির পক্ষ থেকে তখন খলিলুর রহমানসহ কয়েকজন উপদেষ্টার পদত্যাগের তাদের দাবি প্রধান উপদেষ্টাকে লিখিতভাবেও জানানো হয়েছিল।

সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর নিয়েও খলিলুর রহমানের সমালোচনা করেছিলেন বিএনপি নেতাদের অনেকে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে গত নয়ই ফেব্রুয়ারি ওই চুই সই হয়। এই চুক্তি বাংলাদেশের স্বার্থে হয়নি বলে বিএনপি নেতাদের অনেকে অভিযোগ করেছিলেন। তাদের এই অভিযোগের আঙুল ছিল খলিলুর রহমানের দিকে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে বিএনপি নেতাদের একটা নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে এতদিন, তিনিই এখন দলটির সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।

খলিলুর রহমানের নেতৃত্বাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জানালা দিয়েই বিশ্ব দেখবে বিএনপি সরকারের বাংলাদেশ। সেকারণে মানুষ বিস্মিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

খলিলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডধারী?

অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনে খলিলুর রহমানের নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক- বিএনপির নেতারাও এই অভিযোগ তুলেছিলেন।

এ অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন খলিলুর রহমান। তার দাবি হচ্ছে, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক নন। বাংলাদেশের পাসপোর্ট ছাড়া তার অন্য কোনো দেশের পাসপোর্ট নেই।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, তিনি দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেন। সেকারণে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের প্রশ্ন আলোচনায় আসছে।

এছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার বিদায় নেওয়ার কয়েকদিন আগে ওই সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্য উপদেষ্টারা তাদের সম্পদের যে হিসাব প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায়, খলিলুর রহমানের সম্পদের বেশিরভাগই বিদেশে।

খলিলুর রহমানের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র দাবি করেছে, নাগরিকত্ব না নিয়ে খলিলুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ড নিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই সেখানে দীর্ঘদিন বসবাস করছেন।

প্রসঙ্গত, গ্রিন কার্ডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন আয়ের স্তরের অভিবাসীদের সে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজ করার অনুমতি দেয়। গ্রিন কার্ডধারীরা সাধারণত পাঁচ বছর পর নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠেন।

কেন মন্ত্রিসভায় জায়গা দিল বিএনপি

বিএনপির নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে খলিলুর রহমানকে মন্ত্রী করার পক্ষে বা বিপক্ষে, কোনো দিকেই কথা বলতে রাজি হননি।

তবে দলটির নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা অনানুষ্ঠানিক আলাপে বলেছেন, কূটনীতিতে খলিলুর রহমানের পেশাদারিত্ব আছে। বর্তমান ভূ-রাজনীতিতে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্র-চীন এবং প্রতিবেশি ভারতের যে অবস্থান, সেখানে বাংলাদেশের ভারসাম্য রক্ষা করে চলার ক্ষেত্রে পেশাদার ও দক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়োজন। তাকে সরকারে নেওয়ার ক্ষেত্রে সেটি বিবেচনায় এসেছে বলে তারা মনে করেন।

বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখছেন খলিলুর রহমানের ঘনিষ্ঠ একাধিক সাবেক কূটনীতিক।

তারা মনে করেন, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে আইনশৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল। সে সময় বিএনপিও নির্বাচনের দিনক্ষণ চেয়ে আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিল। ফলে এক ধরনের অস্থিরতা চলছিল।

সেই পটভূমিতে গত বছরের জুন মাসে ওই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস লন্ডন গিয়ে সে সময় সেখানে নির্বাসনে থাকা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। যে বৈঠক থেকে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের ঘোষণা এসেছিল।

তখন অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে খলিলুর রহমানও লন্ডন গিয়েছিলেন এবং বিএনপি নেতার সঙ্গে বৈঠকে তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক ওই কূটনীতিকেরা বলছেন, সেই লন্ডন বৈঠকের সময়ই খলিলুর রহমান বিএনপির সঙ্গে তার পুরোনো সম্পর্ক ঝালাই করে আসেন। তখন থেকে তারেক রহমানের সঙ্গে খলিলুর রহমানের কথাবার্তা বা যোগাযোগ ছিল বলে তাদের ধারণা।

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০১ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান তার একান্ত সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন খলিলুর রহমানকে। সে সময়ই বিএনপির নেতৃত্বের সঙ্গে খলিলুর রহমানের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

খলিলুর রহমানের ঘনিষ্ঠ আরেকটি সূত্র বলছে, অন্তর্বর্তী সরকারে থেকেই তিনি শেষপর্যন্ত নির্বাচন করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপির পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন, তিনি এমন একটি ধারণা দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তৈরি করতে পেরেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিও একটি প্রেক্ষাপট

বিএনপির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় ছাড়াও ভূ-রাজনীতির প্রসঙ্গও টেনেছেন সাবেক একজন কূটনীতিক।

তিনি বলেন, নির্বাচনের তিন দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে এবং এর বিভিন্ন শর্ত নিয়ে যেহেতু ঢাকায় ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি বিএনপি নেতারাও সমালোচনা করেছেন, ফলে ওই চুক্তি বিরোধী একটা মতামত গড়ে উঠছে।

এমন পটভূমিতে চুক্তিটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বা বহাল রাখার বিষয় আছে। এই চুক্তি হওয়ার পেছনে খলিলুর রহমানের ভূমিকা আলোচনায় এসেছে।

এছাড়া রোহিঙ্গা সংকটসহ আরও কিছু ইস্যুতে আঞ্চলিক ও বৃহত্তর পরিসরের ভূ-রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন রয়েছে।

সেজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা থেকে খলিলুর রহমানকে নির্বাচিত সরকারে নেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ থাকতে পারে, যা বিএনপি নেতৃত্ব বিবেচনায় নিয়েছে- এমন ধারণার কথাও বলছেন সাবেক ওই কূটনীতিক।

তবে তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে বিভিন্ন শর্ত আনা হয়েছে চীনকে টার্গেট করে। ফলে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

দেশের ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদেরাও মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির শর্তগুলো অনেক ক্ষেত্রে কঠোর। এ চুক্তিতে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি; বরং চুক্তিটি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থানকে সীমিত করে দিতে পারে।

খলিলুর রহমান বিএনপি সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতাই থাকতে পারে, এমন সন্দেহও প্রকাশ করছেন সাবেক কূটনীতিকদের কেউ কেউ।

তাদের বক্তব্য হচ্ছে, অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিকতা রাখা হলে তাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর করা সহজ হবে।

এছাড়া বিএনপি যে কোনো একটি দেশ কেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে, সেই কথার সঙ্গে বাস্তবতা ভিন্ন হবে। তখন সম্পর্ক শুধু যুক্তরাষ্ট্রকে সামনে রেখে এক দেশ কেন্দ্রিক হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন সাবেক কূটনীতিকদের কেউ কেউ।

তবে সাবেক আরেকজন কূটনীতিক মুন্সি ফয়েজ আহমদ মনে করেন, প্রধানত বিএনপির নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কের কারণেই দলটির সরকারে জায়গা পেয়েছেন খলিলুর রহমান। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ও একটি কারণ হতে পারে।

যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে যাত্রার প্রথম দিনে বুধবার খলিলুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী তারা এগোবেন। সেখানে সবার আগে বাংলাদেশের স্বার্থ নিশ্চিত করবেন তারা। তবে এই বক্তব্যের বাস্তবায়ন প্রশ্নে সন্দেহ রয়েছে কূটনীতি বিশ্লেষকদের অনেকের।

# এক ভ্যাকসিনেই সব

৫০ পৃষ্ঠার পর

গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের শরীরেও একই ফল পাওয়া যাবে কি না, বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কতক্ষণ সতর্ক থাকবে-তা এখনো অজানা। ইঁদুর আর মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দশকের পর দশক ধরে নানা সংক্রমণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। তাই গবেষকরা এমন পরীক্ষার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে একজনকে টিকা দেওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে সংক্রমিত করা হবে। এতে দেখা যাবে শরীর কীভাবে তা মোকাবিলা করে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সক্রিয় করে তোলার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকতে পারে। এতে ইমিউন ডিজঅর্ডার বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সমস্যার ঝুঁকি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

লিভারপুল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের মলিকুলার ভাইরোলজির অধ্যাপক জোনাথন বল বলেন, কাজটি নিঃসন্দেহে 'উত্তেজনাপূর্ণ'। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে শরীরকে অতি-সতর্ক রাখতে গিয়ে যেন হিতে বিপরীত না হয়।

# নিউ ইয়র্কে রাইটার্স ক্লাবের প্রতিবাদী ‘প্রতীকী বইমেলা’ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : বইমেলা একটি নান্দনিক চর্চার ধারাবাহিকতা এবং একটি তাৎপর্য পূর্ণ অর্থনীতি। বইমেলা ঘিরে প্রায় অর্ধকোটি পরিবারের আর্থিক কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। থমকে গেছে একটি ধারাবাহিক নান্দনিক শিল্পচর্চার পরম্পরা।

১৪ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বাংলাদেশে অমর একুশে বইমেলা কার্যত নিষিদ্ধের প্রতিবাদে, জ্যামাইকার একটি স্কুল মিলনায়তনে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত প্রতিবাদী প্রতীকী বইমেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে সভাপতি কবি মিশুক সেলিম একথা বলেন।

বইমেলায় আরো বক্তব্য রাখেন আবু সাইদ রতন, খালেদ সরফুদ্দীন, মিনহাজ আহমেদ সাম্মু, জি এইচ আরজু, আনোয়ার সেলিম, হাফিজুর রহমান, আমজাদ হোসেন, এম ডি হাসান, রিমি রুম্মান, রেশমা চৌধুরী ও মনজুর কাদের। মেলায় লেখক ও কবিদের প্রকাশিত বই প্রদর্শিত হয়। উপস্থিত লেখক ও কবিবৃন্দ ছড়া, কবিতা এবং

লেখা থেকে পাঠ করে শোনান। বাঙালির দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম নান্দনিক স্হাপত্য অমর একুশে বইমেলা তুচ্ছ ছলছুতোয় নিষিদ্ধ করায় উপস্হিত কবি, লেখক ও প্রকাশকগন ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন। তারা মেলার সাথে জড়িত লেখক, প্রকাশক, প্রিন্টার, বাইন্ডার সহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের ক্ষতিপূরণের দায় সপর্কে কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন।

গতমাসে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোতে আবৃত্তি চর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব যুক্তরাষ্ট্রের দিনব্যাপী আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তাগন বলেন, বাংলাদেশের উপজেলা, জেলা ও জাতিয় পর্যায়ে সুকৌশলে ও পরিকল্পিত ভাবে শিক্ষা, খেলাধুলো ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড একে একে বন্ধ করে তার পরিবর্তে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সস্তা ওয়াজ মাহফিলের নামে অশ্লিল নারীবিদ্বেষী বক্তব্য, সাম্প্রদায়িক ও মানবতা বিরোধী প্রচারনা, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, হিংসা, বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ানো এবং যাকে তাকে মুরতাদ- কাফের ঘোষনা করে ফতোয়ার মাধ্যমে সামাজিক চরম অস্হিরতা তৈরীর সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ রাইএার্স ক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র ধর্মীয় উত্তেজনা ছড়ানোর এসব পরিকল্পিত কুটকৌশল থেকে সরে আসার জন্য সরকারকে সতর্ক করে দেন। মনজুর কাদের প্রেরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

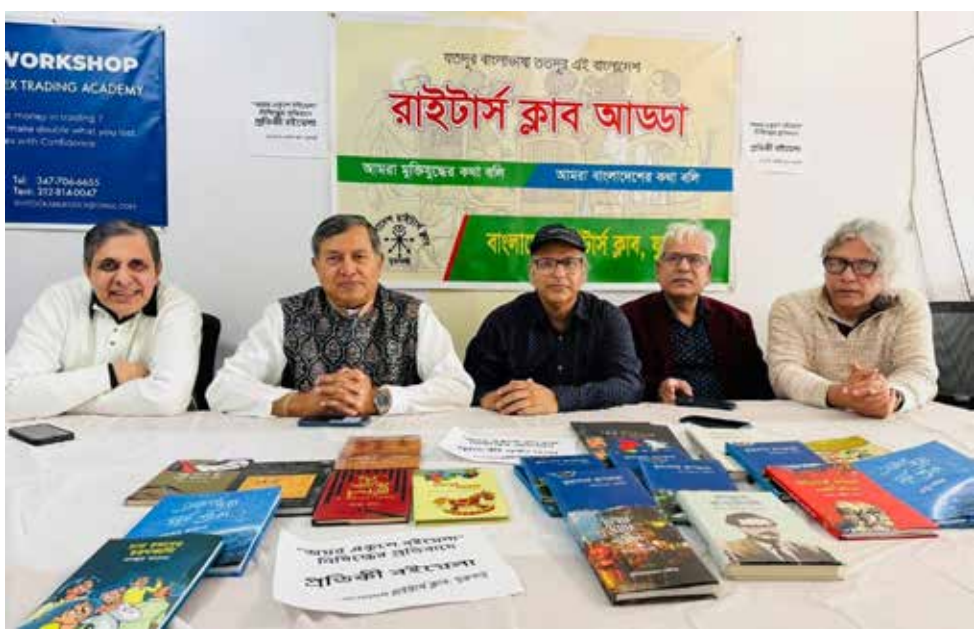

# ৩ শতাধিক পরিবারের মধ্যে রামাদ্বানের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করলো এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র মাহে রামাদ্বান উপলক্ষে নিউইয়র্কে ৩ শতাধিক পরিবারের মধ্যে উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক্। ‘এনথ্যাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইসেন্স অফ দ্য ব্লু ক্রস এসোসিয়েশন’ এবং মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা -মুনা’র সহযোগিতায় ১৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার দুপুরে এস্টোরিয়ার থার্টি সিক্স এভিনিউ ও টুয়েন্টি নাইন স্ট্রীটে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ আয়োজনে উপস্থিত থেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩৬ এর নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী মেম্বার পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদা, এস্থম এসোসিয়েশনের-এর আউটরীচ ম্যানেজার উইন্ডি ডমিংগেজ, এনওয়াপিডির ১১৪ প্রিসিঙ্কট এর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স অফিসার রোজমেরী ওয়্যানজার, অ্যাপোলো ইন্সুরেন্স ব্রোকারেজের প্রেসিডেন্ট শমসের আলী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ চৌধুরী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, আব্দুর রহমান, সভাপতি সোহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য আল আমিন, রুবেল আহমদ, কাজী মরিয়ম, ইকবাল কবির, পারভিন আক্তার, রাহেলা পারভিন, আব্দুল খালিক প্রমুখ।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন জানান, আগামী সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি আল আমিন জামে মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে সবাইকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউ ইয়র্কে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি'র উদ্যোগে প্রি রমাদান কনফারেন্স

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি'র উদ্যাগে এনওয়াইপিডি'র কর্মকর্তা, বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-ওলামা ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে 'প্রি রমাদান কনফারেন্স' করেছে। সোমাবার (১৬ ফেব্রুয়ারী) বাদ এশা জেএমসি মিলনায়তের এই কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এতে রমজান মাস জুড়ে সিটির বিভিন্ন মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন আশ-পাশের এলাকায় আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন সহ নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ব্যতিক্রমী এই কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন এনওয়াইপিডি'র এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার আলদিন ফোস্টার, ইন্সপেক্টর আদেল রানা, বরো কমান্ডার অব কুইন্স সাউথ-এর ক্রিস্টাফার ম্যাকেস্টাচ ও পিএস ১০৭-এর কমান্ডিং অফিসার লার্কিং। কনফারেন্সে অন্যান্যের মধ্যে জেএমসি'র ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, মুনা'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আরমান চৌধুরী, ইকনা মসজিদের ইমাম মাওলানা সাঈদুর রহমান, রিয়াজুল জান্নাহ মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি নূরুল হক, মসজিদ আবেদীনের ইমাম সাফরাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সালেহ আহমেদ সহ আরো অনেকে। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান এবং পবিত্র রমাজানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জেএমসি'র পরিচালক ইমাম শামসী আলী। এছাড়াও উপস্থিত ইমামদের পরিচয় করিয়ে দেন মওলানা শহীদুল্লাহ। সবশেষে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম এহতেশামুল হক। কনফারেন্স পরিচালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

কনফারেন্সে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম ও প্রতিনিধিরা পবিত্র রমাজান মাসে মসজিদ এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা পুলিশী পেট্রোল জোরদার করার পাশাপাশি নামাজের সময় বিশেষ করে তারাবিহ নামাজের সময় এক/দেড় ঘন্টা গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থায় বিশেষ সুবিধার দাবী জানান। পাশাপাশি জেএমসি'র এমন উদ্যোগ ও আয়োজনের প্রশংসার পাশাপাশি মাঝেমধ্যে এই ধরণের কনফারেন্সের দাবী জানান। যাতে সময়ে সময়ে পুলিশ প্রশাসনের সাথে সাথে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কথা বলা যাবে এবং মসজিদ কেন্দ্রীক সমস্যার সমাধানও হবে। খবর ইউএনএ'র।

# নিউ ইয়র্কের কুইন্স সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে জন্মদিনে কাজী জহিরুল ইসলামের একক কবিতা পাঠ

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার কুইন্স সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরির মেইন অডিটোরিয়ামে ছিল কবি কাজী জহিরুল ইসলামের একক কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান "মহাকালের ঘড়ি"। শুরুতে কবির জীবনী পাঠ করে শোনান স্বনামধন্য উপস্থাপিকা শামীমা শাম্মী। এরপর কবি টানা এক ঘন্টা নিজের লেখা বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা পড়ে শোনান। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বুঁদ হয়ে শোনেন কবিতার অমিয় উচ্চারণ। কবিকণ্ঠে কবিতা পাঠ শোনার এই বিরল সুযোগ পেয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করেন নিউইয়র্কে বসবাসরত বোদ্ধামহল। প্রকৌশলী সৈয়দ

ফজলুর রহমান একটি কবিতার কথা উল্লেখ করে এর জন্মবৃত্তান্ত জানতে চান। তিনি বলেন, এই কবিতায় যে গভীর আধ্যাত্মিক বোধ প্রোথিত আছে তা চেষ্টা করে কারো পক্ষে লেখা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। কবি স্মিত হেসে বলেন, আমি তো অনেক আগেই জানিয়েছে, "কবিতাই আমাকে লিখে রাখে কালের খাতায়"। আমি তো কবিতা লিখি না। রোদের দুপুর গ্রন্থের "এক মহাশব্দতরঙ্গ" কবিতাটি সম্পর্কে কবি বলেন, একদিন মাঝরাতে কোনো এক অপার্থিব শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন রাত তিনটা বাজে। জেগে অনেকক্ষণ ধরে শব্দটির উৎস খুঁজি। শেষমেশ মনে হলো, বাইরে থেকে নয়, এই ঘর থেকেও নয়, এই শব্দনিনাদ বেজে উঠছে আমারই ভেতরে কোথাও, শব্দটি ওখান থেকেই আসছে। এই বোধ থেকেই লিখি "এক মহাশব্দতরঙ্গ"।

" বৃষ্টি আমার বোন", "পুরুষের ঘর", "ঢাকার কলঙ্ক", "বৃহৎ শূন্য", " বাঘ", "মহাকালের ঘড়ি" প্রভৃতি কবিতা নিয়েও দর্শকরা উচ্ছাস প্রকাশ করেন। ছন্দ ও প্রকরণ শুদ্ধতার কারণে কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা যে কোনো উচ্চতাকে স্পর্শ করে অনায়াসেই। উপস্থিত দর্শদের মধ্য থেকে বাচিক শিল্পী এম এ সাদিক কবিকে জানান "বাঘ" এবং "পুরুষের ঘর" কবিতা দুটি তিনি ভালো করে আয়ত্তে এনে উপস্থাপন করবেন। বাচিক শিল্পী মোহাম্মদ শানুকবির সদ্য রচিত "কষ্টটা ড্রয়ারেই আছে" কবিতাটি তৈরি করে আবৃত্তি করার আগ্রহের কথা কবিকে জানান।

দেশ ও পৃথিবী নিয়ে কবি তার নিজস্ব দর্শন ও চিন্তার কথাও জানান। তিনি সবাইকে বলেন, মানুষের কাছে পৌঁছাবার পরিসর আপনার যত ছোটোই হোক সেটাকে অবহেলা করবেন না, নিজের কথাটা অকপটে, নির্ভয়ে বলবেন। সত্যের উচ্চারণ যত অপ্রিয়ই হোক আমাদের সেটা বলতে হবে।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, কথাশিল্পী এবং পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল কাজী জহিরুল ইসলাম। তিনি ৯৯টি গ্রন্থের প্রণেতা এবং বাংলা সাহিত্যে ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক।

কবিতায় বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক জাগরণের জন্য ২০২৩ সালে তিনি শ্রী চিন্ময় সেন্টার, নিউইয়র্ক কর্তৃক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি "পিস রান টর্চ বিয়ারার অ্যাওয়ার্ড" লাভ করেন। এ-ছাড়া বাংলাদেশ থেকে কবি জসীম উদদীন পুরস্কার, নিউইয়র্ক থেকে ড্রিম ফাউন্ডেশন সম্মাননা, গ্রেস ফাউন্ডেশন পুরস্কার, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্মাননা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই সম্মাননা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে জেসমিন খান এওয়ার্ড, ভারত থেকে রসমতি সম্মাননা, ডালাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারসহ দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। কবি আল মাহমুদ তার কবিতার বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন, তাকে উদ্দেশ্য করে কবি আল মাহমুদ লেখেন, 'বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাকে আমি প্রবাসে দেখতে পাচ্ছি'। তিনি কাজী জহিরুল ইসলামের চিত্রকল্প নির্মাণ ও ছন্দ-শৈলির প্রশংসা করেন। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ লেখেন, 'জিজীবিষা এবং ইতিবাচকতা, শেষ পর্যন্ত কাজী জহিরুল ইসলাম সপ্রেম দৃষ্টিতেই তাকিয়েছেন জীবন ও পৃথিবীর দিকে"। ৫০ তম জন্মদিনে আয়োজিত "সুবর্ণ অভিবাদন" অনুষ্ঠানে কাজী জহিরুল ইসলামের জীবন ও কর্মের ওপর চার শতাধিক পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "অর্ধশতকের উপাখ্যান" শিরোনামের ওই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন কবি ও সাংবাদিক ড. মাহবুব হাসান। কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে বহু তরুণ, প্রবীন গবেষণা করছেন, সোহেল মাহমুদ রচিত "কাজী জহিরুল ইসলামের নির্বাচিত ৩০ কবিতা ও বিশ্লেষণ" এবং আবু তাহের সরফরাজ রচিত "কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা - শৈল্পিক সৌন্দর্য ও কৃৎকৌশল" এই গত অক্টোবরেই বাজারে এসেছে।

তার কবিতা উড়িয়া, সার্বিয়ান, আলবেনিয়ান, রুশ, চায়নিজ, ইংরেজিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অর্ধশতাধিক দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে। পেশাগতভাবে তিনি জাতিসংঘ সদর দফতরের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা।

"শুদ্ধ শিল্পের নিবিড় চর্চা" এই স্লোগানকে সামনে রেখে এক যুগ আগে তিনি গড়ে তোলেন শিল্প-সাহিত্যের সংগঠন ঊনবাঙাল, যে সংগঠনটি আজ নিউইয়র্কের একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম।

এবারের অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ উপলক্ষে কাজী জহিরুল ইসলামের শততম গ্রন্থ "রোদেলা দুপুর" বের হচ্ছে। এই গ্রন্থে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত ১০০টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া গ্রন্থের শুরুতে তিনি একটি দীর্ঘ ভূমিকা-প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনার আদ্যোপান্ত কৌশল বর্ণনা করেছেন।

তিনি জালালুদ্দিন রুমির দুটি কবিতার বই বাংলায় অনুবাদ করেছেন, এ ছাড়া মার্কিন কবি এজরা পাউন্ড এবং সমকালীন পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত আমেরিকান কবি রে আর্মান্ট্রাউটের কবিতা অনুবাদ করে দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

তার রচিত ক্রিয়াপদহীন কবিতার বই "ক্রিয়াপদহীন ক্রিয়াকলাপ" উড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি অনুবাদ করেছেন উড়িষ্যার কবি অজিত পাত্র।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানবজাতির কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধন কাজী জহিরুল ইসলামের মূল ব্রত। তিনি বলেন, আমাদের সামাজিক কাঠামোটা ভুলভাবে সাজানো হয়েছে, এর ফলে সকলেই সততার বদলে বিত্তের মালিক হতে চায়। আমরা যদি বিত্তবানকে নয়, সৎ মানুষকে সম্মান করি, বিত্তবানের ওপরে তাকে স্থান দিই, তাহলে মানুষ বিত্তের পেছনে না ছুটে নৈতিকতার পেছনে ছুটবে। সমাজের কাঠামোটা রিসেট করতে হবে।

সেক্যুলারিজম নিয়েও তার নিজস্ব চিন্তা সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। তিনি বলেন, ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে নয় বরং সর্ব ধর্মকে আলিঙ্গনের মধ্য দিয়েই সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটিই সেক্যুলারিজমের নতুন সংজ্ঞা।

৫৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একটি নতুন পৃথিবী বিনির্মাণের আহ্বান জানিয়েছেন, যে পৃথিবীর মানুষ বিত্তবানের চেয়ে নৈতিক মানুষকে বেশি মূল্য দেবে, অধিক সম্মানের চোখে দেখবে। তিনি মনে করেন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার এটিই প্রধানতম উপায়।

একই দিন সন্ধ্যায় কবির বন্ধু, শুভানুধ্যায়ীরা একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে কবির জন্মদিনের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত কবির পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি কবির সঙ্গে তাদের স্মৃতিচারণ করেন এবং কবিকে নিবেদিত কবিতা পাঠ ও গান পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট শিল্পী মরিয়ম মারিয়া, বুলা আফরোজ, মোহাম্মদ শানু গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। শিল্পী মিতা হোসেন, কবি সুমন শামসুদ্দিন, আবৃত্তি শিল্পী আহসান হাবিব, কবি রেণু রোজা, মুন্না চৌধুরী, শেলী জামান খান, সৈয়দ ফজলুর রহমান, কানাডা থেকে আগত তামান্না নেসা, মোফাসসেল টোকন, আফরা ইবনাত এবং আইদা ইবনাত তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, চমক ইসলাম, শামীমা শাম্মী কবিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

কবি তার বক্তব্যে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং বলেন, আজ ভালোবাসা দিবস, এই দিনে সকলের জন্য এই শুভকামনা করি যেন আমরা সবাই জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে পারি, সেই আনন্দটা হবে এমন, অন্যের আনন্দ দেখে যেন আমাদের মনে একটা আনন্দের ঢেউ বা শিহরণ তৈরি হয়। তিনি আরও বলেন, আসুন আমরা স্পট লাইটের নিচে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতা না করে নিজেকে এমনভাবে তৈরি করি যাতে আমরা যেখানে দাঁড়াই সেখানেই স্পটলাইট জ্বলে ওঠে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউইয়র্কে 'গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'এর নতুন কমিটি গঠন

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে 'গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'এর নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় গাজীপুর সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'এর নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে ।শুক্রবার রাতে জ্যামাইকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি আমেরিকান'র উপস্থিতিতে এবং সংগঠনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে এই সংগঠনের নতুন কমিটির ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি হিসাবে সর্বসম্মতভাবে মনোনীত হন মোমেন সরকার, সাধারণ সম্পাদক হিসাবে মনোনীত হন ইবনে আলী এবং উপস্থিত ছিলেন জালাল সরকার ও শামসুদ্দিন। উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব,বীর মুক্তিযোদ্ধা তমিজ উদ্দিন আহমেদ, বেলাল সরকার, আসাদুজ্জামান বকসী, হক, সেলিম, মাহাবুব বকসী, আমিনুল ইসলাম বকসি। আরো উপস্থিত ছিলেন আসাদুজ্জামান ভূইয়া শাহীন, চাঁন মিয়া,কবির হোসেন,মশিউর আহমেদ,ওলী উল্লাহ,পিন্টু,লুতফর নাহার, মাসুদ বকসী, মো:সম্রাট, সামিউল আলম বকসী, সুলতান আহমেদ।

উপদেষ্টা জহিরুল হকের পরিচালনায় সাত সদস্য বিশিষ্ট নিবাচন কমিশন গঠন করে নতুন কমিটি ঘোষনা করা হয়। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নব নিবাচিত সভাপতি হন মোমেন সরকার বলেন,আমরা চাই ঐক্যবদ্ধভাবে, ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে আমাদের কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সবশেষে বাহারী খাবারে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করা হয়। জলি আহমেদ প্রেরিত

### রোজার নিয়ত

নাওয়াইতুয়ান আছুমা গাদাম্মিন সাহ্‌রি রামাদানাল মোবারক, ফারদাল্লাকা ইয়া আল্লাহ্ ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাফ ছামিউল আলীম।

### Intention of Fasting

(Niyat): Nawaitu Un Asuma Gadam Min Saharie Ramadanul Mubarak, Fardallaka Eaa-Allah Fata Kabbal Minny Innaka Antas Samiul Alim.

### ইফতারের দোয়া

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজক্বিকা আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

### Breaking Fast (Dua)

Allahumma Laka Sumto Wa Bika Aamanto, Wa Alaika Tawakkaltu, Wa Ala Rizqika Aftarto Be Rahmatika Ya Arhamar Rahimin.

রাজধানীর ইফ্‌তার মানেই ঘরের স্বাদ এবং সুস্বাদু ইফ্‌তারীর সমাহার।

আমরা সকল ধরনের ইফ্‌তার ও সেহ্‌রী সরবরাহ করি।

## TIME TABLE FOR RAMADAN 1447 A.H. 2026 A.D.

### THE FIRST 10 DAYS ARE FOR MERCY

| RAMADAN | DAY | MONTH | STOP EATING | FAJR | SUNRISE | ZUHR | ASR | IFTAR | ISHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WED | FEB 18 | 5:24 | 5:29 | 6:45 | 1:10 | 3:52 | 5:34 | 6:50 |
| 02 | THU | FEB19 | 5:23 | 5:28 | 6:43 | 1:10 | 3:53 | 5:35 | 6:51 |
| 03 | FRI | FEB 20 | 5:21 | 5:26 | 6:42 | 1:09 | 3:54 | 5:37 | 6:53 |
| 04 | SAT | FEB 21 | 5:20 | 5:25 | 6:40 | 1:09 | 3:56 | 5:38 | 6:54 |
| 05 | SUN | FEB 22 | 5:19 | 5:24 | 6:39 | 1:09 | 3:57 | 5:39 | 6:55 |
| 06 | MON | FEB 23 | 5:17 | 5:22 | 6:37 | 1:09 | 3:58 | 5:40 | 6:56 |
| 07 | TUE | FEB 24 | 5:16 | 5:21 | 6:36 | 1:09 | 3:59 | 5:41 | 6:57 |
| 08 | WED | FEB 25 | 5:14 | 5:19 | 6:35 | 1:09 | 4:00 | 5:43 | 6:58 |
| 09 | THU | FEB 26 | 5:13 | 5:18 | 6:33 | 1:09 | 4:01 | 5:44 | 6:59 |
| 10 | FRI | FEB 27 | 5:12 | 5:17 | 6:32 | 1:08 | 4:02 | 5:45 | 7:00 |
| **THE SECOND 10 DAYS OF FORGIVENESS** | | | | | | | | | |
| 11 | SAT | FEB 28 | 5:10 | 5:15 | 6:30 | 1:08 | 4:03 | 5:46 | 7:01 |
| 12 | SUN | MAR 01 | 5:09 | 5:14 | 6:29 | 1:08 | 4:04 | 5:47 | 7:02 |
| 13 | MON | MAR 02 | 5:07 | 5:12 | 6:27 | 1:08 | 4:05 | 5:48 | 7:04 |
| 14 | TUE | MAR 03 | 5:06 | 5:11 | 6:25 | 1:08 | 4:06 | 5:49 | 7:05 |
| 15 | WED | MAR 04 | 5:04 | 5:09 | 6:24 | 1:07 | 4:07 | 5:50 | 7:06 |
| 16 | THU | MAR 05 | 5:02 | 5:07 | 6:22 | 1:07 | 4:08 | 5:52 | 7:07 |
| 17 | FRI | MAR 06 | 5:01 | 5:06 | 6:21 | 1:07 | 4:08 | 5:53 | 7:08 |
| 18 | SAT | MAR 07 | 4:59 | 5:04 | 6:19 | 1:07 | 4:09 | 5:54 | 7:09 |
| 19 | SUN | MAR 08 | 5:59 | 6:04 | 7:19 | 1:07 | 4:09 | 6:54 | 8:09 |
| 20 | MON | MAR 09 | 5:58 | 6:03 | 7:18 | 1:06 | 4:10 | 6:55 | 8:10 |
| **THE LAST 10 DAYS ARE TO BE REFF FROM HELL FIRE** | | | | | | | | | |
| 21 | TUE | MAR 10 | 5:56 | 6:01 | 7:16 | 1:06 | 4:11 | 6:56 | 8:11 |
| 22 | WED | MAR 11 | 5:54 | 5:59 | 7:14 | 1:06 | 4:12 | 6:57 | 8:12 |
| 23 | THU | MAR 12 | 5:53 | 5:58 | 7:13 | 1:06 | 4:13 | 6:58 | 8:14 |
| 24 | FRI | MAR 13 | 5:51 | 5:56 | 7:11 | 1:05 | 4:14 | 6:59 | 8:15 |
| 25 | SAT | MAR 14 | 5:49 | 5:54 | 7:10 | 1:05 | 4:15 | 7:00 | 8:16 |
| 26 | SUN | MAR 15 | 5:48 | 5:53 | 7:08 | 1:05 | 4:16 | 7:01 | 8:17 |
| 27 | MON | MAR 16 | 5:46 | 5:51 | 7:06 | 1:05 | 4:16 | 7:03 | 8:18 |
| 28 | TUE | MAR 17 | 5:44 | 5:49 | 7:05 | 1:04 | 4:17 | 7:04 | 8:19 |
| 29 | WED | MAR 18 | 5:43 | 5:48 | 7:03 | 1:04 | 4:18 | 7:05 | 8:20 |
| 30 | THU | MAR 19 | 5:41 | 5:46 | 7:01 | 1:04 | 4:19 | 7:06 | 8:21 |

SM PRINTING : 929-328-9192

PH: 347-808-0032
হালাল HALAL
Bangladeshi Food
Rajdhani Restaurant & Sweet
7416 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
We do Catering
আমরা সকল ধরনের ক্যাটারিং করি
ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO THE MOON SIGHTING
ইন্‌শাল্লাহ্ চাঁদ দেখা সাপেক্ষে ঈদ হবে

পরিচয় PARICHOY PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1669
Saturday, February 21, 2026

## বিদেশীদের আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকার সময় বিদেশীরা যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অধিকারী নয়

# যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিট ‘সীমিত’ করার পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আইনি অভিবাসন হ্রাস করার লক্ষ্যে সর্বশেষ প্রচেষ্টায় ট্রাম্প প্রশাসন ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রকাশিত এক প্রস্তাবে শরনার্থী এবং রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকাকালে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে কাজ করা থেকে বিরত রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারীরা যেনতেন ভাবে একটি আশ্রয় আবেদন জমা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট লাভ করে বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যায় যা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের পরিপন্থী ও হুমকিস্বরুপ বলে মনে করছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। সেটি সংশোধন করার জন্যই ওয়ার্ক পারমিট সীমিত করার প্রস্তাব উ করা হয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ জানিয়েছে, এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হল অভিবাসীদের কাজের অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রতারণামূলক আশ্রয় দাবি দাখিলের উৎসাহ কমানো। USCIS-এর কাছে বর্তমানে ১৪ লক্ষেরও বেশি আশ্রয় আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে USCIS-এর নিকট দাখিল করা সমস্ত আশ্রয় আবেদনের সিদ্ধান্তও স্থগিত করেছে।

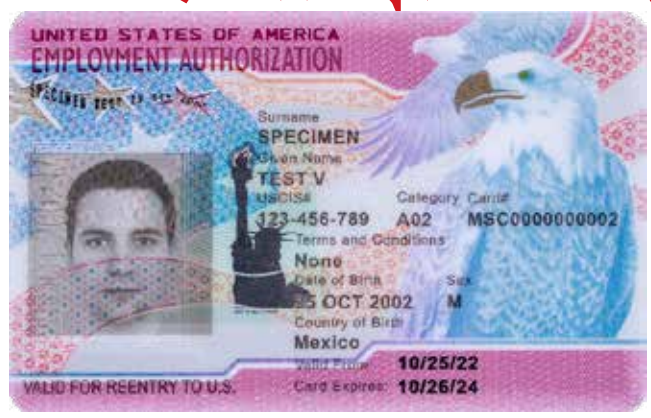


ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ মনে করে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকাকালীন সময় বিদেশীরা কাজ করার অধিকারী নয় ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির খসড়া প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবায় গড় প্রক্রিয়াকরণ সময় ১৮০ দিনের বেশি হলে ওয়ার্ক পারমিট আবেদন গ্রহণ এবং নবায়ন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হলে আশ্রয়প্রার্থীদের ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আবেদন করার যোগ্য হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময়কালও বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে সময়কাল বর্তমানে প্রচলিত ১৫০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৩৬৫ দিন করা হবে। প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ আশা করে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নতুন ওয়ার্ক পারমিট আবেদন “একটি বর্ধিত সময়ের জন্য, সম্ভবত অনেক বছর ধরে স্থগিত করা হবে।”

যদিও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায়শই অবৈধ অভিবাসন রোধে তার কঠোর পদক্ষেপের কথা বলেছেন, তাঁর প্রশাসন বৈধ অভিবাসনও সীমিত করার জন্য কাজ করছে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

### বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত:

## নতুন সময়ে নতুন ভাবনা

**ডা. বি এম আতিকুজ্জামান**

জনস্বাস্থ্য নীতি, জ্ঞান বিস্তার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা-এই তিনটি বিষয়ের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ দীর্ঘদিনের। আমার চিকিৎসক জীবন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। এরপর আফ্রিকার ছোট দেশ Zambia, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## শুল্ক বাতিলের রায়ে চটেছেন ট্রাম্প, বিচারপতিদের ‘ব্যক্তিগত আক্রমণ’

পরিচয় ডেস্ক; যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের ছয় বিচারপতির ওপর চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে তাঁর আরোপিত পাল্টা বৈশ্বিক শুল্ক অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেওয়ায় ওই বিচারপতিদের অস্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের এ রায় ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবারের এ রায়কে ‘অত্যন্ত হতাশাজনক’ বলে আখ্যায়িত করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বিচারপতিদের কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মত দেওয়া ওই বিচারপতিদের ‘চরমভাবে লজ্জিত’ হওয়া উচিত। ‘সঠিক কাজটি করার’ মতো সাহস তাঁদের নেই। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## ট্রাম্পের বাসভবনে ঢুকতে চাওয়া যুবককে গুলি করে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: নিরাপত্তা বলয় ভেঙে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বাসভবনে ঢুকতে চাওয়া এক যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে সিক্রেট সার্ভিস। শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ফ্লোরিডার পাম বিচে ট্রাম্পের *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের ৭,১৩২ পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, বাংলাদেশ পাবে ২,৫০০ পণ্যে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় দেশটির ৭ হাজার ১৩২টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে বাংলাদেশ। এর বিপরীতে বাংলাদেশের ২ হাজার ৫০০ পণ্যকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

## এক ভ্যাকসিনেই সব সর্দি-কাশি ও ফ্লু থেকে মিলতে পারে মুক্তি, দাবি গবেষকদের

পরিচয় ডেস্ক:গবেষকরা বলছেন, গত ২০০ বছর ধরে টিকা তৈরির যে পদ্ধতি চলে আসছে, এই নতুন পদ্ধতিটি তার চেয়ে একেবারেই আলাদা। মাত্র একটি নাকে দেওয়ার স্প্রে বা নেজাল স্প্রে। তাতেই মুক্তি মিলতে পারে সব ধরনের সর্দি, *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

## ভুল রায়ে ৪০ বছর কারাগারে; জেল থেকে বেরোতেই আবার আইসিইর হাতে আটক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: যে খুনের অপরাধ তিনি করেননি, সেই দায়ে জীবনের দীর্ঘ চার দশক কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। গত বছরের অক্টোবরে যখন পেনসিলভানিয়ার কারাগার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*